চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 291 Wednesday, 20 September, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৯১ সংখ্যা ✱ ২ আশ্বিন, ১৪৩০, বুধবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

কসবার স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যুতে কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। গোটা ঘটনার তদন্তে নজরদারি করবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার। ...বিস্তারিত পাতা ৩

গণেশ চতুর্থীতে এবছর জলপাইগুড়িতে বিশেষ চমক ৫১ কেজির লাড্ডু। গণেশ পুজোতে প্রসাদ হিসেবে গণেশের প্রধান মিষ্টি ভোগ হিসাবে লাড্ডু দেওয়া হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

খালিস্তানি জঙ্গি খুনের ঘটনায় ভারত যোগের অভিযোগে সে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয় ভারতের কূটনীতিককে। এবার পালটা পদক্ষেপ করল দিল্লি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে হঠাৎই নির্বাসিত সাসেক্সের অধিনায়ক চেতেশ্বর পূজারা। নিজে কোনও দোষ করেননি, কিন্তু তারপরও তাঁকে নির্বাসিত হতে হল। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কুড়মিদের রেল রোকো আন্দোলন বেআইনি হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও বাঁকুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) থেকে পুরুলিয়ার কুস্তাউর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে রেল-রাস্তা রোকোর ডাক দিয়েছিল কুড়মি সম্প্রদায়ের একাংশ। তবে রেল রোকো এই আন্দোলনকে বেআইনি ঘোষণা করল কলকাতা হাইকোর্ট। আন্দোলনের নামে কোনও ভাবে রেল বা রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। কড়া নির্দেশ প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের। আন্দোলনের নামে জনজীবন স্তব্ধ করা আটকাতে সম্প্রতি পুরুলিয়া চেম্বার অব কমার্স জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে। মঙ্গলবার ছিল শুনানি। প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ এই রেল ও রাস্তা রোকো আন্দোলনকে বেআইনি ঘোষণা করে। আন্দোলন বন্ধে রাজ্যকে আরও কঠোর হতে নির্দেশ দেয় আদালত। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনে আজই রাজ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে পারে কেন্দ্রের কাছে, এমনই পরামর্শ আদালতের। প্রয়োজনে প্রতিবেশী রাজ্যের থেকেও এলাকার নিরাপত্তায় বাহিনীর ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। একইসঙ্গে আরপিএফ ও জিআরপি-কে রেল নিরাপত্তা বিষয়টি দেখার নির্দেশ দেয় আদালত। দরকারে অতিরিক্ত বাহিনীর ব্যবস্থা রাখতে হবে বলেও জানানো হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, আন্দোলনের জেরে শুধু রাজ্যের চার পাঁচটা জেলা নয়, দুর্ভোগে পড়েন প্রতিবেশী রাজ্যের বাসিন্দারাও। তাই কোনও ভাবে এই

প্রয়োজনে রাজ্যকে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়ার পরামর্শ

নির্দেশ অমান্য করে রেল-রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। আর তেমন চেষ্টা করা হলে বা কোনও আইন শৃঙ্খলা সমস্যার হলে সামাল দেওয়ার জন্য বাহিনী রাখতে হবে রাজ্যকে। তবে আদালতের পরামর্শ, বলপ্রয়োগ না করে কীভাবে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে হবে রাজ্যকে। এ দিকে, হাইকোর্টের নির্দেশ মিলতেই আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করেছে কুড়মি সমাজ। পথে নামল পুলিশ ও প্রশাসনও। কড়া হাতে আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে বাঁকুড়া জেলার প্রতিটি এক্সিট পয়েন্টে শুরু হয়েছে নাকা চেকিং। আগামিকাল পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল বাঁকুড়া জেলায় বসবাসকারী কয়েক হাজার কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষের। প্রথম থেকেই এই আন্দোলনের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল এ রাজ্যের প্রশাসন। মঙ্গলবার হাইকোর্ট আন্দোলনকে বেআইনি ঘোষণা করতেই পুলিশ ও প্রশাসনের সেই ভূমিকা আরও কঠোর হল। বাঁকুড়ার সারেঙ্গা, রাইপুর থানার জানডাঙা, বারিকুল থানার সাতখুলিয়া সহ প্রতিটি সীমান্তে কড়া নাকা শুরু হয়েছে। সংগঠিত ভাবে যাতে কোনও আন্দোলনকারী আন্দোলনস্থলে পৌঁছাতে না পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিশ। পাশাপাশি বেশ কয়েকজন কুড়মি নেতাকে আটকও করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেলা পুলিশ।

'ভারত' নয়, নয়া সংসদ ভবন 'নিউ পার্লামেন্ট হাউস অফ ইন্ডিয়া'

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল। ২৮ মে ভবনের উদ্বোধন হলেও অধিবেশন শুরুর জন্য গণেশ চতুর্থীকে বেছে নিয়েছিল মোদি সরকার। দেশের নাম ইন্ডিয়া এবং ভারত নিয়ে বিতর্কের মধ্যে নয়া সংসদ ভবন কোন নামে পরিচিত হবে তা নিয়ে জোর জল্পনা ছিল। অনেকেই অনুমান করেছিলেন, 'পার্লামেন্ট হাউস অফ ভারত' রাখা হবে নতুন সংসদ ভবনের। পুরনো ভবনে সোম ও মঙ্গলবারের ভাষণে কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী ইন্ডিয়া ও ভারত বিতর্ক সংসদে টেনে আনেন। দাবি করেন, দেশের ইন্ডিয়া নামকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া যাবে না। দেখা গেল লোকসভার সচিবালয় সংসদ ভবনের পরিচয় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে ইন্ডিয়া শব্দটিই রেখেছে। প্রেসিডেন্ট অফ ভারত, প্রাইম মিনিস্টার অফ ভারত, মিনিস্টারস অফ ভারত সেখানে অংশ নেবেন। নতুন সংসদ ভবনের ঠিকানা- প্লট নম্বর ১১৯. নিউ দিল্লি ইস্ট, জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে। জায়গাটি পুরনো সংসদ ভবনের জন্য বরাদ্দ জমির অংশ।

'প্রধানমন্ত্রীর দফতরে জানানোর সময় এসেছে'

সিবিআই-কে হুঁশিয়ারি বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ওএমআর শিট মামলায় সিবিআই-এর রিপোর্ট দেখে এবার চরম পদক্ষেপ করার কথা বললেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ফের সিবিআই-এর অফিসারদের বিরুদ্ধে আঁতাতের অভিযোগ তুলেছেন বিচারপতি। এবার প্রধানমন্ত্রীর দফতরে সিবিআই-এর সম্পর্কে নালিশ করার ভাবনা বিচারপতির। ওএমআর শিট মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দেয় সিবিআই। সেই রিপোর্ট দেখে বিচারপতি বলেন, ''রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে সিবিআই নিজেই কালপ্রিটদের ঢাকার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠাব। বলব কিছুই করছে না সিবিআই।'' বিচারপতি আরও বলেন, ''আপনার অফিসাররা শিশু নয়, ওঁরা জানেন কী করতে হয়।'' বিচারপতির বক্তব্য, ''আমার মনে আছে বেশ কিছু জায়গায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় সই করেন। মিথ্যে রিপোর্ট।'' কেন্দ্রের ডেপুটি সলিসেটর জেনারেল বিল্বদল ভট্টাচার্যের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, ''আপনার অফিসারদের বার বার এর আগে বলেছি। এবার সেই সময় এসে গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পাঠানোর সময় এসেছে।'' তবে তিনি এটাও বলেন, সিবিআই-এর সবাই নয়, তবে কিছু জন হাতে হাত ধরার চেষ্টা করছেন দোষীদের। প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি আইএএস প্রমোদকুমার মিশ্রকে তিনি এই বিষয়ে অভিযোগ জানিয়ে চিঠি লিখবেন বলে বিচারপতি জানান। সিবিআই-এর আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য বলেন, ''গত বছর জুলাই মাসের সাত তারিখ ডিজিটাইসড ডেটা এস বসু রায় কোম্পানি থেকে নেওয়া হয়।'' তখন বিচারপতির মন্তব্য, ''কী পদক্ষেপ করা হয় এরপর? এস বসু কোম্পানির কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কি?'' সিবিআই জানায়, সিস্টেম এনালিস্ট পার্থ সেন। তাঁকে তিনবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁদের সিস্টেম অনুযায়ী ওএমআর রাখা যায় না। তাঁকে আবার ডেকেছে সিবিআই। গত বছর জুলাইয়ের সাত তারিখের পর চলতি বছরের মার্চের তিন তারিখ এস বসু রায়ের এর আইও সোমনাথ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। গত বছরের আগস্ট মাসের ১৩ তারিখ গৌতম মুখোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হয়। পরে তাঁর মৃত্যু হয় বলেও আদালতে জানায় সিবিআই। তখন বিচারপতি জানতে চান, কীভাবে মৃত্যু হয় গৌতম মুখোপাধ্যায়ের? সিবিআই-এর তরফ থেকে জানানো হয়, ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। উল্লেখ্য, এদিন সিবিআই-এর রিপোর্ট দেখে কখনও আই টি এক্সপার্টের, কখনও আবার এন আই এ এক্সপার্টের খোঁজ করেন বিচারপতি। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে, সিবিআই-এর রিপোর্ট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন বিচারপতি। কেস ডায়েরি দেখে বিচারপতি বলেন, ''সিবিআই অনেক প্রশ্ন করেছে। অথচ যে প্রশ্নগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলিই রাখা হয়নি।'' সিবিআই এদিন আদালতে জানান, জিজ্ঞাসাবাদের পর কারোরই সই নেওয়া হয়নি। তখন বিচারপতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, এক গুচ্ছ বোকারা সিবিআইতে আছেন।'' তিনি বলেন, ''আমার মনে হচ্ছে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটা করা হচ্ছে।'' সিবিআই-এর তরফ থেকে বলা হয়, ''আমাদের আর একবার সুযোগ দেওয়া হোক। কিন্তু কোনও উদ্দেশ্য নেই আমাদের।'' বিচারপতি বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানোর কথা ভাবলেও এবার সিবিআই ডিরেক্টরকে পাঠাব। কেন এই সব প্রশ্ন নেই সেগুলি জিজ্ঞেস করব।'' বিচারপতি স্পষ্টই বলেন, ''সিবিআই তদন্তে একেবারেই খুশি নই।'' বিচারপতি আরও বলেন, ''ক্লু পাওয়া গিয়েছিল অনেককে জিজ্ঞাসাবাদের পর। কিন্তু সেগুলি নিয়ে কেউ কাজ করেনি। অফিসারদের গ্রেফতার করা উচিত। বিশ্বাস করি সিবিআইয়ে ব্রিলিয়ান্ট অফিসার আছেন।''

ডেঙ্গি দমনে পুজোর ছুটি বাতিল পুর স্বাস্থ্যকর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ডেঙ্গি উদ্বেগ বেড়েছে গোটা রাজ্যেই। শহর থেকে জেলা, সর্বত্রই হু হু করে বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। এরইমধ্যে কলকাতায় ডেঙ্গি দমনে কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নামছে কলকাতা পুরনিগম। বাতিল হয়ে গেল পুরনিগমের সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের ২ মাসের ছুটি। একইসঙ্গে ডেঙ্গি নিয়ে নোটিস দেওয়া হল পুজো কমিটিগুলিকে। প্রসঙ্গত, হাতে আর মাত্র কটা দিন। তারপরেই পড়ে যাবে ঢাকে কাঠি। শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোয় মেতে উঠবে আপামর বাঙালি। তার আগেই ভয় বাড়াচ্ছে ডেঙ্গি। অক্টোবর ও নভেম্বর এই দু মাস ধরেই উৎসবের এই মরশুম চলবে। এরইমধ্যে মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্তে বিপাকে পড়েছে কলকাতা পুরনিগম। এই অবস্থায় শহরের মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছু পদক্ষেপ করতে চলেছে। সেই সঙ্গেই শহরের সব পুজো কমিটিগুলিকে নোটিশ পাঠাতে চলেছে কলকাতা পুরনিগম। এদিন কলকাতা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান অতীন ঘোষ কলকাতা পুরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায় চৌধুরী, কলকাতা পুরসভার চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ভিডিয়ো কনফারেন্সে ১৬টি বোরো হেলথ এক্সিকিউটিভ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকেই বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে খবর। ঠিক হয়েছে, মশাবাহিত সংক্রমণ দমনে বাড়বে ড্রোনের ব্যবহার। চিহ্নিত করা হবে মশার আঁতুড়ঘরগুলিকে। ডেঙ্গিতে কেউ আক্রান্ত হয়েছেন, এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তির বাড়িতে ভেকট্রার কন্ট্রোল কর্মীদের যেতে হবে। যদি খবর পাওয়ার পরও কোনও পুর স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্তের এলাকায় বা বাড়িতে না যান, বা সময় তো রিপোর্ট না দেন, তাহলে তাঁকে শাস্তির মুখেও পড়তে হবে।

২০২৫ থেকে দু'টি ভাগে দিতে হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, প্রস্তাব এল স্কুল শিক্ষা দফতরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ একটি নয়, দু'টি ভাগে দিতে হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। স্কুল শিক্ষা দফতরের কাছে এই মর্মে প্রস্তাব পাঠাল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। যদি স্কুল শিক্ষা দফতর এই প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা হলে উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে এক বড় রদবদল আসতে চলেছে, এ কথা বলাই চলে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ২০২৫ সাল থেকে দু'দফায় উচ্চমাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষা করার পরিকল্পনা রয়েছে। একটি হবে ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে অন্যটি হবে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে। অর্থাৎ চূড়ান্ত পরীক্ষা দু'টি ভাগে করা হবে। এই দুই পরীক্ষার গড় নম্বর মিলিয়েই চূড়ান্ত নম্বর নির্ধারণ করা হবে। এর মধ্যে প্রথম পরীক্ষায় থাকবে শুধু ওএমআর শিট। অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্নর উত্তর এক্ষেত্রে দিতে হবে। আর দ্বিতীয় পরীক্ষায় থাকবে থাকবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন। তবে দু'বার পরীক্ষা হলেও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ও প্রজেক্ট ওয়ার্ক একবারই হবে। এমনই বিস্তারিত প্রস্তাব পাঠানো রয়েছে রাজ্যের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে। এর আগেও এই নিয়ে একাধিকবার আলোচনা উঠেছে। সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ডের পরীক্ষার সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছিল, রাজ্যের বোর্ডের পড়ুয়াদের জন্য ওই ধাঁচেই পরীক্ষা নেওয়া হোক, যাতে তাঁরা পিছিয়ে না পড়ে। ২০২২ সালের মে মাস নাগাদ এই নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে ভাবনাও শুরু হয়। রাজ্যের নিজস্ব শিক্ষানীতি তৈরির পর অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার নানা কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রস্তাব এসেছে। এ বার দেখার, এই পরিবর্তনের ফলে রাজ্যের পড়ুয়ারা কতটা উপকৃত হয়।

স্পেনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন

'বর্তমানে বাংলাই গোটা ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছে'

বার্সেলোনা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ভারত এবং স্পেনের মধ্যে বরাবরই একটা ক্রশ কানেকশন রয়েছে। বার্সেলোনায় পৌঁছে বললেন মমতা। কী সেই ক্রশ কানেকশন? বাণিজ্য বৈঠকে যোগ দিয়ে দিলেন ব্যখ্যাও। বিগত কয়েকদিন ধরেই ঘুরছেন স্পেনে। মাদ্রিদে লা লিগার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই 'মউ' স্বাক্ষরও করে ফেলেছে। রবিবারই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে রেলযোগে সৈকতশহর বার্সেলোনায় পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিশেষ কোনও কর্মসূচি না থাকলেও মঙ্গলবার যোগ দেন বাণিজ্য বৈঠকে। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীরাও। এদিন মঞ্চে উঠে মমতা বলেন, ''ভারত এবং স্পেনের মধ্যে বরাবরই একটা ক্রশ কানেকশন রয়েছে। আর আমি এসেছি বাংলা থেকে। কিন্তু, এখন বলতে খুব গর্ববোধ করছি যে বাংলাই বর্তমানে গোটা ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইউরোপে স্পেনের হাত ধরে রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল। আর ভারতে

তা শুরু হয়েছিল বাংলার হাত ধরে। এই দুই প্রদেশের মধ্যে এই মিল রয়েছে। আমি আপনাদের চিত্রকলা, বই, সিনেমা, সংস্কৃতিকে সাধুবাদ জানাই। আপনাদের খেলোয়াড়রা যখন ফুটবল ময়দানে নামে আমরা তখন সারারাত জেগে আপনাদের খেলা দেখি। আপনাদের খেলা দেখে আমরা মুগ্ধ হই। ইউ লাভ পেন্টিংস, আই লাভ পেন্টিংস। ইউ লাভ মিউজিক, উই লাভ মিউজিক। ইউ লাভ ফুটবল, উই আর ক্রেজি ফর ফুটবল।'' কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, দুয়ারে সরকার, এদিন বাণিজ্যে বৈঠকে মমতার মুখে শোনা গেল তাঁর হাত ধরে শুরু হওয়া একাধিক জনহিতকর কাজের কথা। কীভাবে নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষার দিক থেকে রোজই নিত্যনতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করছে বাংলা। সেই খতিয়ানও তুলে ধরেন মমতা। এরপরই এদিন তাঁর মুখে ফের শোনা যায় লালিগার সঙ্গে মৌ স্বাক্ষরের কথাও। বলেন, ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধিজী, মাতঙ্গিনী হাজরা, বাবা সাহেব আম্বেদকর আমাদের দেশের লোক। আমরা তাঁদের থেকে শিক্ষা নিই। আমরা লালিগার সঙ্গে মৌ স্বাক্ষর করেছি। তাঁরা আমাদের খেলার দিকে নানা পরামর্শ দেবে। তাঁরা আমাদের দেশে আসবে। কিন্তু, ইতিমধ্যেই আমরা তাঁদের হাতে স্টেডিয়াম দিয়েছি। সে কথা বলেছি। কারণ তাঁরা যাতে দ্রুত আমাদের ছেলেমেয়েদের তৈরি করতে পারে। অনেক স্প্যানিশ প্লেয়ার ইতিমধ্যেই আমাদের আইএসএল ও আইপিএলে খেলাধূলা করে। তাঁরা আমার খুবই স্নেহধন্য, খুব প্রতিভাবানও বটে।''

পুজোর পরই অভিষেকের নবজোয়ার-২ যাত্রা? পোস্ট ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাজুড়ে নবজোয়ার যাত্রা করেছিলেন তিনি। রাজ্যের শাসকদলের বক্তব্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই যাত্রা জনজোয়ারে পরিণত হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের ভাল ফলের জন্য অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রাকেই কৃতিত্ব দিতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের নেতাদের। আর কয়েকমাস পরই লোকসভা নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে কি ফের নবজোয়ার যাত্রা করবেন তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড'? বেশ কিছুদিন ধরেই এই জল্পনা চলছে। এবার সেই জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিল এক্স হ্যান্ডেলে (পূর্বতন টুইটার) তৃণমূলের একটি পোস্ট। যে পোস্টে অভিষেককে জননেতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেই পোস্টেই নবজোয়ার যাত্রার টুকরো টুকরো চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। গণেশ পুজোর দিন নবজোয়ারের ভিডিয়ো পোস্ট করাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। তবে কি সব জল্পনা সত্যি প্রমাণিত করে লোকসভা নির্বাচনের আগেই ফের নবজোয়ার যাত্রা করবেন অভিষেক? দুর্নীতির অভিযোগে শাসকদল যখন বিদ্ধ, তখন পঞ্চায়েতের প্রাক্কালে নবজোয়ার যাত্রা শুরু করেন অভিষেক। আর সেই নবজোয়ার কর্মসূচিকে সামনে রেখে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে সরব হয় তৃণমূল। শাসকদলের নেতারা বলছেন, এই পাল্টা আক্রমণে সাফল্য আসে পঞ্চায়েতে। যদিও তৃণমূলের ভোট সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। কিন্তু অঙ্কের হিসেবে রাজ্যের সব জেলায় জেলা পরিষদ

গঠন করেছে তৃণমূলই। লোকসভার আগেও কি তাই নবজোয়ারের উপরই আস্থা রাখছে তৃণমূল? লোকসভা ভোটের এখনও মাস সাতেক বাকি। তবে ভোট এগিয়ে এলে সেই সময় আরও কমবে। তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, উৎসবের মরসুম শেষ হলেই নবজোয়ার-২ নিয়ে অভিযান শুরু করবেন অভিষেক। দলের তরফে এই মর্মে কোনও চূড়ান্ত সফরসূচি বা বিবৃতি আসেনি। তবে আলোচনার অন্ত ছিল না। এরই মধ্যে গণেশ পুজোর বিকেলে শাসকদলের নবজোয়ারের ভিডিয়ো পোস্ট। নিঃসন্দেহে জল্পনা আরও বাড়িয়ে দিল এই পোস্ট। মালদার ইংলিশবাজারে নবজোয়ার কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত করেছিলেন, নবজোয়ার যাত্রাই বিজেপিকে হঠাবে। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, লোকসভায় রাজ্যে বিজেপিই প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূলের। পদ্ম শিবিরকে পর্যুদস্ত করতে কি লোকসভার আগে আবার নবজোয়ার যাত্রাকেই হাতিয়ার করছেন অভিষেক? হাতিয়ার করছে তৃণমূল? সিদ্ধিদাতার উৎসবের দিন এই পোস্ট জল্পনা বাড়িয়ে দিল নিঃসন্দেহে। তৃণমূল শিবিরে জল্পনা, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে নবজোয়ার-২। পাহাড় থেকে সাগর হতে পারে যাত্রা। এই যাত্রা দিয়ে লোকসভা বৈতরণী পেরোতে চাইছে তৃণমূল। সেই জল্পনাই আরও উস্কে দিল শাসকদলের পোস্ট। দলের তরফে এই মর্মে কোনও চূড়ান্ত শিডিউল বা বিবৃতি আসেনি। তবে আলোচনার অন্ত ছিল না।

লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ! তুমুল বিতর্ক, প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'ঐতিহাসিক দিন'

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ লোকসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করার পরেই তুমুল হট্টগোল। বুধবার পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হল অধিবেশন। আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল লোকসভায় মহিলাদের সংরক্ষণ বিল এদিন পেশ করেন। বিলটি ধ্বনি ভোটে পাশ হয়। কিন্তু তারপরেই তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর প্রথম ভাষণে নারী সংরক্ষণ বিলের কথা উল্লেখ করে বলেন, ''বহু বছর ধরে নারী সংরক্ষণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। অনেক কথাবার্তা হয়েছে। ৯৬ সালে প্রথম চালু হয়েছিল। এমনকি অটলজির সময়েও আমি বেশ কয়েকবার হাজির হয়েছিলাম। কিন্তু সংখ্যার অভাবে পাস করতে পারিনি।'' রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ''আজ একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক দিন। এর আগে লোকসভায়ও আমার অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ পেয়েছি। এখন আপনি আমাকে রাজ্যসভাতেও সুযোগ দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। এটাই ছিল সংবিধান প্রণেতাদের উদ্দেশ্য। এই হাউস রাজনীতির বিশৃঙ্খলার উর্ধ্বে উঠে গুরুতর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার কেন্দ্রে পরিণত হবে এবং দেশকে

দিকনির্দেশনা দেওয়ার শক্তি দেবে।'' রাজ্যসভায় মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিতর্ক চলাকালীন বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খড়গে অনগ্রসর বর্ণের মহিলাদের আলাদা সংরক্ষণ দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ''প্রধানমন্ত্রী আমাদের কৃতিত্ব দেন না, তবে আমি তাঁর নজরে আনতে চাই যে এই মহিলা সংরক্ষণ বিলটি ইতিমধ্যে ২০১০ সাল থেকে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগে অনগ্রসর শ্রেণীকে সংরক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।'' কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মল্লিকার্জুন খার্গের বক্তব্যের তীব্র আপত্তি জানিয়ে পাল্টা তোপ দাগেন। প্রসঙ্গত, এই বিল অনুযায়ী, রাজ্য বিধানসভা ও সংসদে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। এটি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংসদ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর হবে।

গ্রামবাংলার উন্নয়নে রাজ্যকে ৩২০০ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা, গ্রামীণ সড়ক যোজনা, একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যকে অর্থ না দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই সংঘাতের আবহে রাজ্যকে প্রায় ৩২০০ কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য কেন্দ্র প্রাথমিক সম্মতি দিল রাজ্যকে। রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে খবর, আইএসজিপি বা ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং অফ গ্রাম পঞ্চায়েত এই প্রজেক্ট চালুর জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সম্মতি জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের কাছে থেকে সম্মতি আসার পর ইতিমধ্যেই রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর কেন্দ্রকে একটি লিখিত প্রস্তাব পাঠাচ্ছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। মূলত বিশ্ব ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য কেন্দ্রের 'ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্সের' অনুমোদন লাগে। কিছুটা সংশয় থাকলেও নবান্নের কাছে প্রাথমিকভাবে সম্মতি আশায় সংশয় অনেকটাই কেটেছে নবান্নের আধিকারিকদের। এই প্রজেক্টের তৃতীয় পর্যায়ে বা ফেস-৩ প্রকল্পের জন্য এই টাকা খরচ করা হবে। এই টাকা দিয়েই পঞ্চায়েতের আধুনিকীকরণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ-সহ পরিকাঠামো সংক্রান্ত একাধিক কাজ করা হবে। ২০২৯ সালের মধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে। নবান্ন সূত্রে খবর

এই প্রকল্প রূপায়নে রাজ্যের পারফরম্যান্স খুব ভাল হওয়ায় বিশ্ব ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে নতুন করে ঋণ দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে রাজ্যের কাছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ঘুরে গিয়েছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এই আইএসজিপি প্রকল্প ভালভাবে রূপায়ন করার জন্য রাজ্য সরকারকে হাইলি স্যাটিসফেক্টারির রেটিংও দেওয়া হয়েছে বলে ও নবান্ন সূত্রে খবর। নবান্ন সূত্রে খবর ২০১০ সাল থেকে এই আইএসজিপি প্রকল্প বা ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং অফ গ্রাম পঞ্চায়েত এই প্রকল্প শুরু হয়। রাজ্যের মোট এক হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর ২০১৭ সালের মাঝামাঝি এই প্রকল্পেরই দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করার জন্য অনুমোদন দেয় বিশ্ব ব্যাঙ্ক। এই প্রকল্পের অধীনেই রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে অনলাইন প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি সুষ্ঠুভাবে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় বাজেট পেশ করা, অনলাইন টেন্ডারিং চালু করা, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নযনের কাজ হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, বিশ্ব ব্যাঙ্কের চুক্তি অনুযায়ী ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রের অনুমোদন আশা এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে প্রাথমিকভাবে অর্থ পাওয়ার সবুজ সংকেত আশায় আপাতত রাজ্যের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে বলেই মনে করছে নবান্নের শীর্ষ মহল।

শতাব্দী প্রাচীন সংসদের পুরনো ভবনকে বিদায়, স্মৃতিচারণ প্রহ্লাদ থেকে অধীরের

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ শতাব্দী প্রাচীন সংসদের পুরনো ভবনকে আবেগঘন মনে বিদায় জানালেন সংসদ সদস্যরা। সংসদের পুরনো ভবনকে বিদায় জানিয়ে মঙ্গলবার নতুন ভবনে প্রথম অধিবেশন শুরু হচ্ছে। দুপুরে প্রথমবার সংসদের নতুন ভবনে বসবে অধিবেশন। গত ২৮ মে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন হয়। তার পর সংসদের বাদল অধিবেশন বসেছিল পুরনো ভবনেই। গণেশ চতুর্থীর দিন নতুন সংসদ ভবনের কাজ শুরুর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। সোমবার থেকে সংসদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়েছে। সোমবার শেষ হয়েছে পুরনো সংসদ ভবনের শেষ দিনের অধিবেশন। শেষ দিনে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন সংসদ ভবনের নাম রাখা হয়েছে ‘ হাউস অফ ইন্ডিয়া’। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানাল লোকসভার সচিবালয়।মঙ্গলবার আবেগঘন মনে সংসদের শতাব্দী প্রাচীন পুরনো ভবনকে বিদায় জানানো হয়েছে। নতুন সংসদ ভবনের পথচলা শুরু হওয়ার প্রাক্কালে পুরনো ভবনে সাংসদদের সঙ্গে ছবি তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পুরনো সংসদ ভবনে গ্রুপ ফটো তোলার সময় জ্ঞান হারান বিজেপি সাংসদ। রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ নরহরি আমিন অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। পরে এক সঙ্গে ছবি তোলেন তিনি। পুরনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে সাংসদদের সঙ্গে দেখা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।সেন্ট্রাল হলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, পীযূষ গোয়েল, কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর চৌধুরী একসঙ্গে বসেন। সেন্ট্রাল হলে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংসদের পুরনো ভবনের স্মৃতিচারণ করেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ। প্রহ্লাদ বলেছে, ২০৪৭ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পিত একটি উন্নত দেশের পথ প্রশস্ত করা নতুন এবং উদীয়মান ভারতের প্রতীক যা নতুন ভবন থেকে সংসদের দু'টি কক্ষের কার্যাবলী নিয়ে আমি খুব খুশি এবং উৎসাহী। সেন্ট্রাল হলে কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা অধীর চৌধুরী বলেন, ‘ সালের মধ্যে উন্নত দেশের তকমা অর্জন নির্ভর করছে আমাদের দেশের নাগরিকদের উন্নয়নের উপর।'' বিজেপি সাংসদ মানেকা গান্ধী বলেন, আজ একটি ঐতিহাসিক দিন এবং আমি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের অংশ হতে পেরে গর্বিত। আমরা একটি নতুন ভবনে যাচ্ছি এবং আশা করছি, এই বিশাল ভবনটি একটি নতুন ভারতের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করবে। সেন্ট্রাল হলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেন, ‘ নতুন ভবন ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।''

দেশের উন্নয়নে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবেঃ মল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দেশের উন্নয়নে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, কংগ্রেস সভাপতি এবং রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে মঙ্গলবার সংসদের সেন্ট্রাল হলে একথা বলেন।তিনি সাংসদদের উদ্দেশে জানান, দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দূরে গিয়ে কাজ করা জরুরি। তবেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। খাড়গে আরও বলেন, এই সেন্ট্রাল হল অনেক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এই স্থান গণপরিষদের সব সভার সঙ্গে সঙ্গে পন্ডিত নেহরুর ভাষণও দেখেছে। এই সেন্ট্রাল হল ভারতের সংসদের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে আসছে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এই হলটিতে গণপরিষদের বৈঠক বসেছিল। খাড়গে জানান, আজকে এই উপলক্ষ্যে তিনি বিনীতভাবে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং বিআর আম্বেদকরের অবদানকে স্মরণ করছেন এবং তাদের অভিবাদন জানাচ্ছেন।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার থেকে নতুন ভবনে সংসদের কার্যক্রম শুরু হবে। এই উপলক্ষ্যে সেন্ট্রাল হলে জড়ো হন ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের সদস্যরা। রাজ্যসভার চেযারম্যান জগদীপ ধনখা, লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সাংসদদের সামনে মঙ্গলবার তাদের মতামত তুলে ধরবেন।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৫ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার বেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৫ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯৩ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি আজও পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, মঙ্গলবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

রঙিয়ায় উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহ

রঙিয়া (অসম), ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত রঙিয়ায় উদ্ধার হয়েছে অজ্ঞাতপরিচয় জনৈক যুবকের মৃতদেহ। মঙ্গলবার সকালের দিকে রঙিয়ার ২ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার পাশে একটি নালায় ওই যুবকের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেন স্থানীয়রা। মৃতদেহটি দেখে তাঁরা খবর দেন রঙিয়া সদর থানায়।খবর পেয়ে দলবল নিয়ে এসআই পদমর্যাদার জনৈক পুলিশ অফিসার এসে মৃতদেহটির প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করে স্থানীয়দের সহায়তায় উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠান।পা পিছলে নালায় পড়ে যুবকের মৃত্যু হয়েছে, না-কেউ তাকে খুন করে এখানে ফেলে গেছে সে ব্যাপারে নানা প্রশ্ন

খালিস্তানি হত্যায় কানাডার অভিযোগ খারিজ করল ভারত, সাউথ ব্লকে তলব ক্যামেরন-কে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ খালিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার ঘটনায় ভারতের ভূমিকা নিয়ে কানাডা সরকারের অভিযোগ কেন্দ্র খারিজ করে দিয়েছে। এক বিবৃতিতে ভারত এই ধরনের মন্তব্যের কড়া নিন্দা জানিয়ে ভিত্তিনীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উল্লেখ করেছে। বিদেশমন্ত্রকের ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, খালিস্তানি জঙ্গিরা কানাডায় আশ্রয় নিয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতা ক্ষুন্ন করছে। এ ব্যাপারে সেদেশের সরকার বহুদিন ধরেই কোনও রকম কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। বরং তাদের প্রতি কানাডার রাজনীতিবিদরা যে সহমর্মিতা খোলাখুলি দেখিয়েছেন, তা অত্যন্ত উদ্বেগের। হত্যা, মানব পাচার এবং সংগঠিত অপরাধ-সহ নানা অবৈধ কাজকর্ম থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই এধরনের অভিযোগ আনা হয়েছে বলে ভারত জানিয়েছে।উল্লেখ্য, খালিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যায় ভারতের হাত রয়েছে বলে দাবি করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। এরপর কানাডায় একজন ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কার করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে ভারতে নিযুক্ত কানাডিয়ান হাইকমিশনার ক্যামেরন ম্যাককে নতুন দিল্লির সাউথ ব্লকে বিদেশ দফতরে তলব করা হয়। সেই মতো তিনি সাউথ ব্লকে মঙ্গলবার সকালেও হাজিরাও দেন। বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতে নিযুক্ত কানাডার হাই কমিশনারকে মঙ্গলবার তলব করা হয়েছিল এবং ভারতে অবস্থিত কানাডার একজন সিনিয়র কূটনীতি কে বহিস্কারের বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কূটনীতিককে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে ভারত ছেড়ে যেতে বলা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে দুই জেলার নাম বদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃমহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর শহরে মন্ত্রিসভার বৈঠকের আগে শনিবার ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করলেন।একনাথ শিন্ডে ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদ জেলার নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর এবং ধারাশিব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী ঔরঙ্গাবাদ এবং ওসমানাবাদ তহসিলের নাম এবং বিভাগীয় ও উপ-বিভাগীয় অফিসগুলির নাম ছত্রপতি সম্ভাজিনগর এবং ধারাশিবের নামে পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর একনাথ শিন্ডে ঔরঙ্গাবাদ ও ওসমানাবাদ শহরের নাম বদলে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর ও ধারাশিব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। শনিবার থেকে শিবসেনা (শিন্দে গোষ্ঠী), ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস পার্টি (অজিত পাওয়ার গোষ্ঠী) সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠক হচ্ছে ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে। এই বৈঠকের আগেই মুখ্যমন্ত্রী গেজেট প্রকাশ করে দুই জেলার নাম পরিবর্তন করেছেন।সরকার যে গেজেট প্রকাশ্যে এনেছে সেখানে এখন থেকে ঔরঙ্গাবাদ জেলাকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর জেলা হিসাবে, ঔরঙ্গাবাদ মহকুমাকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর মহকুমা হিসেবে, ঔরঙ্গাবাদ তহসিলকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর তহসিল হিসাবে এবং ঔরঙ্গাবাদ গ্রামকে ছত্রপতি সম্ভাজিনগর গ্রাম হিসাবে উল্লেখ করা হবে। ওসমানাবাদ জেলাকে ধারাশিব জেলা, ওসমানাবাদ মহকুমাকে ধারাশিব মহকুমা, ওসমানাবাদ তহসিলকে ধারাশিব তহসিল এবং ওসমানাবাদ গ্রামকে ধারাশিব গ্রাম হিসাবে নামকরণ করা হবে।

পুরনোর নাম সংবিধান সদন

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ গণেশ চতুর্থীর মাহেন্দ্রক্ষণে মঙ্গলবার সংসদের বিশেষ অধিবেশনে নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন সংসদ ভবনের নাম পার্লামেন্ট হাউস অফ ইন্ডিয়া রাখার প্রস্তাব দেন । অন্যদিকে পুরনো সংসদ ভবনের নামকরণ হয় সংবিধান সদন। উপস্থিত সকলে সমস্বরে টেবিল চাপড়ে প্রস্তাবে সমর্থন জানান।মঙ্গলবার দুপুর ১টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ নতুন সংবিধান ভবনে আনুষ্ঠানিক প্রবেশ হয়। তার আগে সকালে পুরনো সংসদ ভবন ছাড়ার প্রাক্কালে সংসদ সদস্যরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ভারতীয় গণতন্ত্রের বহু ইতিহাসের সাক্ষী পুরনো সংসদ ভবনকে। নিজের

গণেশ উৎসবের শুভেচ্ছাজ্ঞাপন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ভিডি শর্মা এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিতানন্দের

ভোপাল, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয়.জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ বিষ্ণুদত্ত শর্মা এবং রাজ্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিতানন্দ গণেশ উৎসবের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁরা গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে রাজ্যের নাগরিক ও দলীয় কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।রাজ্য সভাপতি বিষ্ণুদত্ত শর্মা জানান, গণপতি প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন। গণেশ উৎসব আয়োজনের উদ্দেশ্য হল ভগবান গণেশের সর্বব্যাপীতা উপলব্ধি করা। রাজ্য সভাপতি শর্মা ভগবান শ্রী গণেশের পুজোর এই উৎসবে পরিবেশের প্রতি দাযিত্বশীল হওয়ার জন্য রাজ্যের সমস্ত নাগরিক এবং দলীয়.কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন। ১৯ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য অফিসে ভগবান শ্রী গণেশজির মূর্তি স্থাপন করা হয়। মঙ্গলবার দুপুর ১টায় পূজা-অর্চনাসহ গণেশের মূর্তি স্থাপন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে দলীয় কর্মকর্তা ও অফিস পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ওড়িশায় বন্যার জলে রাস্তায় গাড়ি আটকে বিপত্তি, উদ্ধার দু'জন

জগতসিংপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ওড়িশায় বন্যার জলে রাস্তায় গাড়ি আটকে যে দু'জন বিপাকে পড়েছিলেন তাদের মঙ্গলবার উদ্ধার করেছে এসডিআরএফ। ওড়িশার রাজ্য বিপর্যয় ত্রাণ বাহিনীর কর্মীরা গাড়ির যাত্রীদের উদ্ধার করেছে। এরা জগসিংহপুর এলাকায় প্লাবিত রাস্তায় গাড়ির ভিতরে আটকে পড়েছিল। স্থানীয় দমকল কর্মীরা জানান, গাড়িটি বেশ বিপদজনকভাবে আটকে গিয়েছিল। ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার এসডিআরএফ কর্মীরা এসে গাড়িতে আটকে পড়া দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে। রহমা-খোসালপুর সড়কে ওই দুই ব্যক্তি গাড়িতে করে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটোমহানদীর জলের উচ্চতা হঠাৎ করেই বেড়ে যাওয়ায় রাস্তা দিয়ে গাড়িটি যাওয়ার সময় আটকে পড়ে। বন্যার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়িটি একটি গাছের সঙ্গে আটকে যায়। গাড়ির আরোহীরা তাদের জীবনের ভয়ে গাছে উঠে পড়ে। পরে তাদের একজন গাছ থেকে নেমে সাহায্য না আসা পর্যন্ত ছাদে আশ্রয় নেয়। দু'ঘণ্টা চেষ্টার পর এসডিআরএফ কর্মীরা আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করে।

ভারত যখন জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেই সময় বিশ্ব নানা সঙ্কটে জর্জরিত

নয়াদিল্লি,১৯সেপ্টম্বরঃ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত যখন জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে, সেই সময় বিশ্ব নানা সঙ্কটে জর্জরিত। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা, অন্যদিকে অতিমারীর প্রভাব, আর এসবের মাঝে ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত। ফলস্বরূপ, সুস্থায়ী উন্নয়নের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল, তা অর্জনে সরকার এবং নীতি-নির্ধারকরা সমস্যার সম্মুখীন হন। এই জটিল পরিস্থিতিতে বহুস্তরীয়বাদের কার্যকারিতা এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তুলতে বহুস্তরীয়বাদকে কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরি। ব্রিকস্, কোয়াড, আসিয়ানের মতো বহুপাক্ষিক বিভিন্ন ফোরাম রয়েছে। এইসব ফোরামগুলি আঞ্চলিক সহযোগিতাকে নিশ্চিত করে। পাশাপাশি, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায়।বহুস্তরীয়বাদকে সংস্কার করে তাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। এ ধরনের সংগঠনগুলির আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থনৈতিক এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে জি-২০ গোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। এই গোষ্ঠী উন্নত, উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করে। গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের সুবিধার দিকটি বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে জি-২০ গোষ্ঠী সক্রিয়। ভারত এই গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় বহুস্তরীয় কূটনীতির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের সাফল্য নজরে আসছে। সারা বছর ধরে ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনায় যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। এই গোষ্ঠীর প্রথম সভাপতি ছিল জার্মানী। সেই সময় থেকে জি-২০ গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের বার্ষিক সম্মেলন একটি নিয়মানুগ উদ্যোগে পরিণত হয়। ভারত প্রথমবার গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের আলোচনা চূড়ান্ত করে একটি নথি প্রকাশ করে। এই সর্বাঙ্গীন নথিতে সদস্য রাষ্ট্রগুলির বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত স্থান পায়। এর মধ্যে রয়েছে - বহুস্তরীয়বাদকে শক্তিশালী করে তোলা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্য সঙ্কটের সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। বিদেশ মন্ত্রীদের এই অঙ্গীকারের মাধ্যমে একটি সক্রিয় বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে, যেখানে প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে। ভারত তার সভাপতিত্বকালে রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের বিষয়টি নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা চালিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে - রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্গঠন। রাষ্ট্রসংঘের কাঠামোর মধ্যে থেকে এই সংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখায় আরও বেশি প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি জি-২০ গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের আলোচনার মূল নথিতে স্থান পেয়েছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার অত্যন্ত জরুরি হয়ে পা।ছে। পরিষদের কাজে নানা ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি করা একটি সমস্যার কারণ। তাই, এই পরিষদকে যথাযথভাবে কাজ করতে হলে এর সর্বাঙ্গীন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ভারতের সভাপতিত্বে জি-২০ গোষ্ঠী বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনাকে আরও সক্রিয় করতে উদ্যোগী হয়েছে। মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কগুলির সংস্কারের জন্য একটি নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছে। এই গোষ্ঠীটি ব্যাঙ্ক পরিচালনার কাজে বিভিন্ন সুপারিশ করেছে, যাতে একবিংশ শতাব্দীর চাহিদাগুলিকে পূরণ করা সম্ভব হয়। সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে ইতোমধ্যেই ‘ মাল্টিলেটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কস্ দ্য ট্রিপল এজেন্ডা' শীর্ষক দুই পর্বে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের দ্বিতীয় পর্বটিতে আগামী অক্টোবর মাসে অর্থমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির গভর্নরদের চতুর্থ বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির নিরপেক্ষ পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-নির্দেশিকা ছাড়াও বিদেশ মন্ত্রীদের বিভিন্ন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সুপারিশের বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ বৈঠকের ফাঁকে ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে একটি উচ্চ পর্যায়ের আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হবে। এই আলোচনাচক্র ব্যাঙ্কগুলিকে আরও কার্যকর করতে সহায়ক হবে।প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত দক্ষিণী বিশ্বের শিখর সম্মেলনের আয়োজন করে। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে ১২৫টি

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে অসমের গণপতির মন্দিরে মন্দিরে ভক্তকুলের ভিড়

গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ গণেশ চতুর্থী। সিদ্ধিদাতা, বিঘ্ন বিনাশককে সন্তুষ্ট করতে রাজ্যের গণেশ মন্দিরগুলিতে সকাল থেকে অসংখ্য ভক্তকুল ভিড় করেছেন। তাঁরা সকলেই দেশ, সমাজ, নিজের নিজের পরিবার তথা সন্তনসন্ততিদের সুখ, বুদ্ধি, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনা করে গজাননের পুজো দিয়েছেন, জানিয়েছেন বহু পুণ্যার্থী।গুয়াহাটির দিশপুর, খানাপাড়া, কালাপাহাড়, উমানন্দ, কামাখ্যাধামে অবস্থিত গণেশমন্দিরে এবং রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় অস্থায়ীভাবে তৈরি মণ্ডপে আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে হাতে হাতে ফুল, বিল্বপত্র, পুষ্পমাল্য, ঘি-সলতের মাটির প্রদীপের ডালি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে ভক্তরা ‘ মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম। বিঘ্নবিনাশকং দেবং হেরম্বং পনমাম্যহম...' মন্ত্র পাঠ করে গণপতির পুজো দিচ্ছেন পুণ্যার্থীরা।দিশপুরে বিধায়ক আবাস সংলগ্ন গণেশ মন্দিরে কয়েকজন মন্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন বিধায়ক এসে আজ সাতসকালে এসে সিদ্ধিদাতার মন্দিরে পুজোর্চনা করেছেন। তাছাড়া খানাপাড়ায় জাতীয় সড়ক লাগোয়া গণেশ মন্দিরে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী ছাড়াও ওই পথে যাতায়াতকারী যাত্রীরা গাড়ি থামিয়ে পুজো দিয়েছেন।গণেশ-ভক্তদের উমানন্দ মন্দিরে নিয়ে যেতে এদিন সকালে ব্রহ্মপুত্রে সরকারিভাবে একটি বিশেষ ফেরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফেরি করে অসংখ্য ভক্ত পুজো দিতে ব্রহ্মপুত্রের দ্বীপে অবস্থিত উমানন্দে যাতায়াত করছেন।

আমরা এমন ভারতে রয়েছি, যেখানে সব কিছুই সম্ভবঃউপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ১৯সেপ্টেম্বর ঃ আমরা এমন একটি ভারতে রয়েছি, যেখানে সব কিছুই সম্ভব। আর যেটা সম্ভব নয়, সেটা সম্ভবপর করে তোলা হচ্ছে। জোর দিয়ে বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ।।তিনি বলেছেন, আমাদের সংস্কৃতি ৫ হাজার বছরের পুরনো, এমন দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। শিল্পীদের সম্মান করা, তাদের যত্ন নেওয়া, তাদের রক্ষা করা, তাদের লালনপালন করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি অমৃত পুরস্কার প্রদান করেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় ৮৪ জন শিল্পীকে । উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও সংসদ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও বিদেশ প্রতিমন্ত্রী মিনাক্ষী লেখি ।উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় বলেন, এইসব যোগ্য ব্যক্তিত্বদের সম্মান প্রদানের মাধ্যমে বাড়লো ভারতের গৌরব। ভারতের পৌরহিত্যে জি-২০ বৈঠক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক যে ঝলক জি-২০-তে দেখা গিয়েছে... তাতে সবাই স্তম্ভিত! উপরাষ্ট্রপতি আরও বলেন, একজনের আশীর্বাদই যথেষ্ট... আর অনেকের মিলন!

গনেশ চতুর্থী উৎসবের অভয় হালদার লেন স্পোটিং ক্লাবের প্রতিমা।

জম্মু ও কাশ্মীরে সরকারি দফতরে সমস্ত শূন্য পদ ৬ মাসের মধ্যে পূরণ করা হবেঃমনোজ সিনহা

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃজম্মু ও কাশ্মীরের তরুণ প্রজন্মকে ব।স। আশ্বাস দিলেন উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। মঙ্গলবার তিনি বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে সরকারি দফতরে সমস্ত শূন্য পদ ৬ মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে। জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর এক সমাবেশে উপ-রাজ্যপাল বলেছেন, আমি এখানে ঘোষণা করছি, বিভিন্ন সরকারি দফতরের সমস্ত শূন্য পদ আগামী ৬ মাসের মধ্যে যথাযথ নিযেোগে অভিযানের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা আরও বলেছেন, দরিদ্র মানুষের সন্তানেরও অফিসার হওয়ার অধিকার রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের আঞ্চলিক দলগুলিকে

কড়া হুঁশিয়ারি, রাতারাতি অনামিকাদের নিয়োগপত্র সংগ্রহ করার নোটিস

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতার স্কুল শিক্ষিকার চাকরি পাওয়ার কথা ছিল অনামিকা রায়ের। কিন্তু আদালতের নির্দেশের পর কয়েক মাস কেটে গেলেও নিয়োগপত্রই হাতে পাননি তিনি। শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের চোখরাঙানিতে মঙ্গলবার খুলল জট। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কাছে রিপোর্ট তলব করেন বিচারপতি। আর তারপরই পর্ষদের ওয়েবসাইটে বের হল নোটিস। অনামিকার দাবি, সোমবার শুনানির পরই পর্ষদের ওয়েবসাইটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে নোটিস দেয় এসএসসি।পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা নম্বর কম পেয়েও দিব্যি চাকরি করছিলেন কোচবিহারের স্কুলে। শেষমেশ, হাইকোর্টের নির্দেশে সেই চাকরি খোয়াতে হয়েছে মন্ত্রী কন্যাকে। কিন্তু তারপরে যাঁর চাকরি পাওয়ার কথা তিনি যে কাজ করছিলেন তা ছেড়ে চার মাস বাড়িতে বসে। অথচ হাতে পাননি কাজে যোগদানের চিঠি।অনামিকার কথায়, ১৬ মে তাঁকে তিন সপ্তাহের মধ্যে কাজে নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু ৩ সপ্তাহের মধ্যেও তো হয়ইনি। মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে ৪ টি মাস। এর মধ্যে জুলাই মাসে তিনি স্কুলের ফরমায়েস পান। অর্থা কোন স্কুলে তাঁকে নিয়োগ করা হবে তাঁকে জানানো হয়।এরপর পর্ষদ থেকে তথ্য যাচাইয়ের জন্য ডাকা হয়। এরপর ৩ আগস্ট মধ্যশিক্ষা পর্ষদে তাঁর তথ্য যাচাই হয়। ২৯ জুলাই কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে হয় তাঁর শারীরিক পরীক্ষা। একই সময়ে পুলিশি তথ্য যাচাইয়ের ডাক আসে তাঁর কাছে। সেই মোতাবেক কাগজপত্রও জমা করেন অনামিকা।সোমবার পর্ষদ আদালতে দাবি করে, পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থাকায় অনামিকা রায়কে নিয়োগপত্র দেওয়া যায়নি।পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়, চাকরিপ্রার্থীর নিয়োগপত্র না পাওয়া নিয়ে কড়া মন্তব্য করেন বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে দেন হুঁশিয়ারিও।বিস্তারিত জানতে চেয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কাছ থেকে রিপোর্ট চান বিচারপতি। তিনি নির্দেশ দেন, মঙ্গলবার দুপুর ১২টার মধ্যে শিলিগু।ি কমিশনারেটকে জমা দিতে হবে। তারপরই পর্ষদের ওয়েবসাইটে, রাত না পোহাতেই বের করা হয় একটি বিজ্ঞপ্তি। সেখানে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে তাঁকে ও আরও কয়েকজনকে নিয়োগপত্র নিতে দেখা করতে বলা হয়।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০সেপ্টেম্বর ঃ সোমবার, ২আশ্বিন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০সেপ্টেম্বর ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ২আশ্বিন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সান্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২আশ্বিন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২আশ্বিন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩০.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৬১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলবার । জোয়ার-সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৯টো ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ২০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজয় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে।
বৃষভ রাশিঃসামগ্রিক স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে কিন্তু ভ্রমণ ধকলসাধ্য এবং চাপের প্রমাণিত হতে পারে।
মিথুন রাশিঃকোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া কোন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে খুশি করবে।
কর্কট রাশিঃযেহেতু আপনার নিরন্তর উদ্যমের সাথে সাধারণ বুদ্ধি এবং বোধশক্তি মিলিত হয়ে আপনার সাফল্য নিশ্চিত করবে তাই আপনার ধৈর্য্য বজায় রাখুন।
সিংহ রাশিঃশারীরিক অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ রয়েছে। আপনার বাড়ির একজন প্রবীণ
কন্যা রাশিঃআপনি আপনার দিন যোগ এবং ধ্যান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা
তুলা রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের রাখা উচিত কারণ খুব বেশী হবে
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। সংসারে শান্তি
ধনু রাশিঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। প্রয়োজনীয় হবে
কুম্ভ রাশিঃআশাবাদী হোন এবং উজ্জ্বল দিকটি দেখুন। আপনার প্রত্যয়ী প্রত্যাশাই আপনার আশা এবং আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দ্বার উন্মুক্ত করবে। আজ সেই সমস্ত আত্মীয়দের যারা আপনার আগের পরিমাণ ফেরত দেয়নি তাদের ভ্রুক্ষেপ দেওয়ার বিষযটি এড়িয়ে চলুন। আপনার পদ্ধতিতে উদার হোন এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সু ঃদর ভালোবাসার মুহূর্ত কাটান। দিনটি আপনার ভালবাসার জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে অবিশ্বাস্য।
মীন রাশিঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সি সি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সি সি ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হতে চলেছে। আজ এই নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাজের দায়িত্ব পাওয়া অয়েবেল সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আজ চূড়ান্ত বৈঠক করে। এই কাজ করে শেষ হবে তা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও মেন হোস্টেল মিলিয়ে প্রথম পর্যায়ে ২৯টি ক্যামেরা বসানো হবে বলে ঠিক হয়েছে। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গেটে এই ক্যামেরা বসানোর কাজ শুরু হবে।

ন্যাশনাল গেমসে তাইকুন্ডুতে যোগ্যতা অর্জন করল বাংলার পুষ্পক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ন্যাশনাল গেমসে তাইকুন্ডুতে যোগ্যতা অর্জন করল বাংলার পুষ্পক। ভাগ্যের চাকা ঘুরলো প্রায় ২৫ বছর পর। ১৯৯৮ এর পর ২০২৩, এবছর গোয়ায় ন্যাশনাল গেমসে বাংলা থেকে তাইকুন্ডুতে অংশ নেবেন হাওড়ার শিবপুরের পুষ্পক দামানি। এর আগে ১৯৯৮ সালে বেঙ্গল তাইকুন্ডু অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রতিযোগী গিয়েছিলেন। এতো বছর পর ফের বাংলা থেকে আরো এক প্রতিযোগী তাইকুন্ডুতে অংশ নিতে পারায় খুশি সকলে। বেঙ্গল তাইকুন্ডু অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি সুদীপ্ত সাধুখাঁ বলেন, পুষ্পক যেভাবে অনুশীলন করেছে, যেভাবে ও খেটেছে, তার পরিশ্রমের ফল ও পেয়েছে। আমরা খুব খুশি। বেঙ্গল তাইকুন্ডু অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে ওকে সব ধরনের সহায়তা আমরা করতে পেরেছি। এবং আমরা আশা করব ও ভালো ফল করবে। পুষ্পক অনেকদিন ধরেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এবং এতো বছর পর বাংলা থেকে একজন সুযোগ পেয়েছে। এটা আমাদের আরো ভালো লাগছে। এর আগে একবার মহিলা

টিম সুযোগ পেয়েছিল। আমরা ওর পাশে সব সময় থাকবো। অনেক বছর পর ন্যাশনাল গেমসে অংশগ্রহণ করার সুযোগ মিললো। এর আগে গার্লস টিম সুযোগ পেয়েছিল। আগে ন্যাশনাল গেমসে সেরা ৮টি দল অংশগ্রহণ করত। এখন সেরা ৮ জন অংশগ্রহণ করতে পারবে। অনেকদিন ধরে পুষ্পক সুযোগ পেয়েছে। এটা খুব ভাল লক্ষণ। চেষ্টা করব আগামী দিন ন্যাশনাল গেমসে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করবে। ওকে দেখে আরও অনেরা উৎসাহিত হবে। খেলোয়াড় হিসেবে পুষ্পক খেটেছে। বিটিএর পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছেপ্রসঙ্গত আগামী ৩১শে অক্টোবর ন্যাশনাল গেমসে তাইকুন্ডু ইভেন্ট শুরু হচ্ছে। সেখানেই হাওড়ার শিবপুরের ছেলে পুষ্পক দামানি অংশ নেবেন। পুষ্পক সাধুখাঁ জানান, অনেকদিন খেলছি। কিন্তু চোটের কারণে ভাল ফল হচ্ছিল না। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অনেক সাহায্য করেছে। সেই কারণে জাতীয় প্রতিযোগিতায় কোয়ালিফাই করতে পেরেছি। এদিকে, বেঙ্গল তাইকুন্ডু অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জয় সিং জানান, কিছু টেকনিক্যাল কারণে এতদিন এখান থেকে খেলোয়া। বেরোয়নি। এখন সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকার যে টাকা দিয়েছে তা দিয়ে ট্যালেন্ট হান্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি আগে ম্যাট, সেফটি গার্ড ছিলনা। তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলস্বরূপ ন্যাশনাল গেমসে কোয়ালিফাই করেছে হাওড়ার শিবপুরের পুষ্পক দামানি। ৩১ অক্টোবর গোয়ায় জাতীয় প্রতিযোগিতায় সে অংশগ্রহণ করবে। এখন যা প্রবণতা এসেছে তাতে এতো বছর বাদে এই বছর বাংলা থেকে ১ জন জাতীয় প্রতিযোগিতায় গিয়েছে। আগামী বছর ১০ জন কোয়ালিফাই করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দাবি সভাপতির।

বিখ্যাত পোশাক প্রস্তুতকারী সংস্থার নতুন স্টোর রুমের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গে বৃহৎ শিল্পের শিল্পোদ্যোগীরা শিল্প স্থাপনে তেমন উদ্যোগী না হলেও ছোট এবং ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে শিল্পোদ্যোগীরা এগিয়ে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও শিল্পের বিকাশে যথেষ্ট উদ্যোগী তারই ফলশ্রুতিতে তিনি স্পেনে গিয়ে শিল্প টানতে উদ্যোগী হয়েছেন। ক্রিকেটের মহারাজ সৌরভ গাঙ্গুলিও পশ্চিমবাংলায় শিল্প তৈরিতে তার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ,তিনি এখানে ইস্পাত শিল্প গড়তে আগ্রহী, যদিও এর বিরুদ্ধে বিরোধীরা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি, তবুও পশ্চিমবাংলায় ক্ষুদ্র শিল্প তৈরিতে কিছু মানুষ উৎসাহী তারই ফলস্বরূপ আজ১৯ শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার চাপদানি পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্র প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে ভদ্রেশ্বরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে বিখ্যাত পোশাক প্রস্তুতকারী সংস্থা এলখর্ন ক্লথিং রেভোলিউশন এর নতুন স্টোর রুমের উদ্বোধন করলেন। এছাড়াও চাঁপদানী পৌরসভার পলতা ঘাটে অপর একটি নতুন স্টোর শুরু হয়েছে। নতুন, কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শিল্প দোগীরা

এগিয়ে আসছেন তারই ফলস্বরূপ মঙ্গলবার গণেশ চতুর্থী পুজোয়, গণেশ বন্দনার মাধ্যমে আজ সমগ্র হুগলির চাঁপদানীতে তাদের নতুন স্টোরস খুলল। ভদ্রেশ্বর রোডের ওপর অবস্থিত স্টোরটি সব ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য, রেডিমেড জামা সব বয়সী পুরুষদের জন্য এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্য সম্ভার নিয়ে তৈরি নতুন স্টাইলিশ, টেকশই এবং সাশ্রয়ী মূল্যের পণ্যের জন্য গন্তব্য হিসাবে কাজ করবে। এই স্টোর লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্র জানালেন, আমরা চাঁপদানী বাসীদের মধ্যে আমাদের স্টাইলিশ রেঞ্জের পণ্য সামগ্রীর ক্রেম- বর্তমান চাহিদা দেখেছি, তাই আমরা তাদের সুবিধার্থে আমাদের এই শিল্প সংস্থার পণ্য সামগ্রী তাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। জানা গেছে নতুন দোকানে আসন্ন উৎসবের মোরসুমে গ্রাহকদের জন্য নানা রকম প্রোডাক্ট এবং গেঞ্জি, জামা , হাফ প্যান্ট, ৮ থেকে ৮০ সমস্ত বয়সে পুরুষদের সমস্ত রকমের পোশাকে সমৃদ্ধ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শর্মিষ্ঠা মিশ্রা, ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী মন্ডল, মেয়ার ইন কাউন্সিলর রমেশ সাউ , ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরজ কুমার গুপ্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবক রাজু জ্যাসওয়াল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

ইন্টারন্যাশনাল লিটারেরি ফাউন্ডেশনের বিশেষ সম্মান পেলেন কবি অনিমেষ মুখার্জি

সুমিত পালিত, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ১৮ সেপ্টেম্বর সোমবার শহরের রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হলো ইন্টারন্যাশনাল লিটারেরি ফাউন্ডেশনের ২০২৩ সালের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। এবছর যারা পুরস্কার পেলেন তাদের মধ্যে অন্যতম পুরুলিয়া জেলার স্বনামধন্য কবি ইংরেজি ভাষা সাহিত্যের শিক্ষক অনিমেষ মুখার্জি। প্রসঙ্গত ভাষা সাহিত্যের সাথে নিরন্তর যুক্ত থাকা কবি সাহিত্যিকদেরই এই পুরস্কার দেওয়া হয় থাকে। সংস্থার সভাপতি ডঃ সমীর শীল এদিন সন্ধ্যায় অনিমেষবাবু সহ প্রত্যেক সম্মাননা প্রাপকের হাতে স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন। এদিন সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব কলকাতা ম্যাগনেটস ও রোটারি ক্লাবের সভাপতি আশিস বসাক সহ বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব।

বেলুড়ে চালু হতে চলেছে পূর্ব ভারতের প্রথম যোগ মেডিক্যাল কলেজ

দুরন্ত বার্তা, বেলুড়, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ এবার রাজ্যে শুরু হয়ে গেল যোগ চিকিৎসার ডাক্তারি কোর্স। ১১ জন নিট উত্তীর্ণ পড়ুয়াকে নিয়ে শুরু হল বেলুড়ের যোগ মেডিক্যাল কলেজে যোগশ্রী'র ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া। কাউন্সেলিংয়ের প্রথম দফায় এই সাড়া মেলায় খুশি নবান্ন। কারণ পূর্ব ভারতে এটাই প্রথম সরকারি যোগ মেডিক্যাল কলেজ। মঙ্গল ও বুধ দুদিন প্রথম দফার ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। প্রথম পর্যায়ে মোট ৩৪ জন ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি। কলেজের অধ্যক্ষ তথা রাজ্যের আয়ুর্বেদ অধিকর্তা ডা দেবাশীষ ঘোষ জানিয়েছেন, প্রথম বছর হিসাবে এটা যথেষ্ট ভাল সাড়া। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। আশা করি ৫০ টি আসনই ভর্তি হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের সবাই এই রাজ্যের বাসিন্দ। যোগ কাউন্সিলের দাবি মেনে সরকার বেলু। স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে পাঁচতলা বিল্ডিং তৈরি হয় যোগ মেডিক্যাল কলেজের জন্যে।

নামখানায় মুড়িগঙ্গা নদী বাঁধে ধস, আতঙ্কিত স্থানীয় মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় নদী বাঁধে ধস নামল, এর ফলে স্থানীয় মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। মঙ্গলবার সকালেই নামখানা ব্লকের নারায়ণগঞ্জ এলাকায় মুড়িগঙ্গা নদী বাঁধে হঠাৎই ধস নামে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দু'মাস আগে বিপুল পরিমান টাকা খরচ করে মাটি ও বাঁশ খুঁটি দিয়ে এই বাঁধ নির্মাণ করেছিল সেচ দফতর। দুই মাস যেতে না যেতেই প্রায় ১০০ মিটার নদী বাঁধে ধস নামায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবে বাঁধ নির্মাণের কাজ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে নারায়ণগঞ্জবাসী। বাঁধ ধসের কারণে নদীর জল গ্রামে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় মানুষজন। এমনিতেই সকাল থেকেই দু'এক পশলা বৃষ্টিও হয়েছে, আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি আরও বাড়তেও পারে।

পর্যটনকেন্দ্রগুলির পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় উদ্যোগী রাজ্য সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত পর্যটনকেন্দ্রগুলির পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। ওই সব এলাকার হোটেল, হোমস্টে এবং রিসর্টে বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পঞ্চায়েত দফতর সমীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী ২৫ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাহায্য এই সমীক্ষার কাজ করা হবে বলে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে। সমীক্ষায় হোমস্টে এবং রিসর্টে সেপটিক ট্যাঙ্কের সঙ্গে সোকপিটের সংযোগ ঞ্চ আছে কি না, পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য সঠিকভাবে আলাদা করা হয় কি না ইত্যাদি এই সমীক্ষায় দেখা হবে। পাশাপাশি, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত এই সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র এবং সেখানকার হোটেল, হোমস্টে এবং রিসর্টগুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে বিশেষ প্রচার অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাদেরকে সেফ সানিটেশন শংসাপত্র দেওয়া হবে। আগামী দিনে এই সমীক্ষায় উঠে আসা তথ্যের উপর নির্ভর করে পদক্ষেপ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২ অক্টোবর পর্যটকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যেও লোকশিল্পীদের দিয়ে অনুষ্ঠান করার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। একাধিক সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পও নেওয়া হবে। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গ মিলিয়ে ৫৫৬টি পর্যটন কেন্দ্র ওপেন ডেফিকেশন ফ্রি (ওডিএফ) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়াতেই এই উদ্যোগ।

ফের সরকারি হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ফের সরকারি হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ রোগী। মাত্র দিন কয়েক আগেই হাওড়া জেলা হাসপাতালের মহিলা ওয়ার্ড থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন এক রোগী। এর রেশ কাটতে না কাটতেই ফের হাওড়ার আরও এক হাসপাতাল, ঘুসুড়ির জয়সোয়াল হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলেন আরেক রোগী। জানা গেছে গত ১৭ সেপ্টেম্বর রবিবার রাত সাড়ে বারোটা থেকে ওই রোগীর কোনও খোঁজ মিলছে না। সূত্রের খবর, মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার পাঁচকড়ি মোহন্ত লেনের এক আবাসনে থাকেন ওই মহিলা। নাম শকুন্তলা বর্মা, বয়স ৭৬। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে তাঁকে জয়সোয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। রবিবার রাত সাড়ে বারোটা থেকে তাঁর আর কোনও খোঁজ মিলছে না। পরিবারের তরফ থেকে হাওড়ার মালিপাঁচগড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে। তবে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত নিখোঁজ রোগীর কোনও খোঁজ মেলেনি।

এদিকে, হাওড়ার জয়সোয়াল হাসপাতাল থেকে রোগী নিখোঁজের ঘটনায় হাসপাতাল সুপারকে এদিন প্রকাশ্যেই কারণ জানাতে নির্দেশ দেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। অভিযোগ, নিখোঁজের তিনদিন কেটে গেলেও খবর দেওয়া হয়নি পুলিশকে। খবর পেয়েই মঙ্গলবার হাসপাতালে যান রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র। কৈলাশ মিশ্র জানান, কিছু একটা ফল্ট হয়েছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা হয়েছে। কি হয়েছে আগে জেনে নিতে হবে। যদি কারও কোনও ভুল হয় তাদের ছাড়া হবে না। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তারকেশ্বরে জমি দখলে মদত দেওয়ার অভিযোগ

বনস্পতি দে, তারকেশ্বর,১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ধীরেন্দ্রনাথের দাবি, গত ১৫ সেপ্টেম্বর ওই জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করে আদালত। আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে। স্থানীয় প্রশাসনকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখারও নির্দেশ দেয় আদালত। ধীরে ঃ দ্রনাথ জানান, আদালত যে জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করেছে, সেখানেই দুই তৃণমূল নেতা শেখ সিদ্দিকি ও শেখ শহিদ গায়ের জোরে পাঁচিল তুলে দেন। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জমি দখলে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তারকেশ্বরে দুই তৃণমূল নেতা আদালতের নির্দেশ অমান্য করে জমি দখলে মদত দিয়েছেন। দাঁড়িয়ে থেকে পাঁচিল দিয়ে জমি ঘিরতে সাহায্য করেছেন বলে অভিযোগ। যদিও অভিযুক্ত শেখ সিদ্দিকি ও শেখ শহিদ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তারকেশ্বরের বালিগড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাত্রপাড়া। জমি নিয়ে দুই পরিবারের শরিকিবিবাদ দীর্ঘদিন ধরে চলছে বলে অভিযোগ। ধীরেন্দ্রনাথ পাত্রের ৭ শতক জমি। অভিযোগ, সেই জমি দখলের চেষ্টা করছে তারই আত্মীয় মিতা পাত্র। এই অভিযোগ নিয়ে আদালতেও যান ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্রনাথের দাবি, গত ১৫ সেপ্টেম্বর ওই জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করে আদালত। আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে। স্থানীয় প্রশাসনকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখারও নির্দেশ দেয় আদালত। ধীরেন্দ্রনাথ জানান, আদালত যে জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করেছে, সেখানেই দুই তৃণমূল নেতা শেখ সিদ্দিকি ও শেখ শহিদ গায়ের জোরে পাঁচিল তুলে দেন। তারকেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগও জানান ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি শেখ সিদ্দিকি বলেন, লিখিত অভিযোগ করতেই পারেন। আমরাও তো গ্রামবাসী। এখানে রাজনীতির কোনও জায়গাই নেই। অন্যদিকে শেখ শহিদ বলেন, ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র, বলাই পাত্র ও জগন্নাথ পাত্র তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছে। সেইমতোই একদিকে ধীরেন্দ্রনাথ পাত্রের ছেলে অভিজিৎ পাত্র বাড়ি করেছেন। মাঝখানে জগন্নাথ পাত্রর জায়গায় আমরা কাজ করাচ্ছি। বলাই পাত্রের ছেলেও বাড়ি করেছেন। সকলে সকলের অংশেই যা করার করেছেন।

কসবার স্কুলে ছাত্রের রহস্যমৃত্যুর তদন্তে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কসবার স্কুলে দশম শ্রেণির ছাত্রের মৃত্যুতে কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। গোটা ঘটনার তদন্তে নজরদারি করবেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার, এমনই নির্দেশ দিয়েছেন হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পাশাপাশি বিচারপতির আরও নির্দেশ, সিসিটিভি ফুটেজ, হার্ড ডিস্ক সমস্ত বাজেয়াপ্ত করতে হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেশ করতে হবে মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ অক্টোবর। সোমবার কসবার স্কুলছাত্রের মৃত্যুতে হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছিল পরিবার। মঙ্গলবার বিচারপতি জয় .সেনগুপ্তর এজলাসে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানিতে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে. প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। পরিবারের আবেদন শুনে তিনি নির্দেশ দেন, অবিলম্বে পরিবারের হাতে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট তুলে দিতে হবে। এসএসকেএমের চিকিৎসকদের নিয়ে .মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করার নির্দেশও দেন তিনি। ওই বোর্ডের কাছেই মৃত ছাত্রের প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের সদস্যরা রিপোর্ট খতিয়ে দেখে মতামত জানাবে। গত ৫ সেপ্টেম্বর বিকেলে কসবার সিলভার পয়েন্ট' নামে বেসরকারি স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয় দশম শ্রেণির পড়ুয়া শেখ শানের। অভিযোগ, প্রজেক্ট জমা দিতে না পারায় ওই ছাত্রকে মানসিকভাবে চাপ দেওয়া হচ্ছিল স্কুলের তরফে। টিসি দেওয়ার হুমকিও নাকি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এরপরই ৫ তলার ছাদ থেকে আছড়ে পড়ে পড়ুয়ার দেহ। অন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে, ছেলেটির বায়োলজি প্রজেক্ট বাতিল করে দিয়েছিলেন শিক্ষিকা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, প্রজেক্ট নিয়ে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছিল মৃত ছাত্র। তাকে ওই শিক্ষিকা বলেন, এর জন্য শাস্তি পেতে হবে। এরপরই এই ঘটনা। স্কুলের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলা হয়। এবার সেই মামলায় উচ্চ আদালত পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের নজরদারিতে তদন্তের নির্দেশ দিল।

গায়ে আগুন ধরিয়ে হাসপাতালে মৃত্যু মহিলার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গায়ে আগুন লাগিয়ে প্রেমিকের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন প্রেমিকা। খাস কলকাতার হরিদেবপুরের এই ঘটনায় মঙ্গলবার মৃত্যু হল মাঝবয়সি মহিলার। পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে সম্পর্কের টানাপড়েন। সোমবার রাতে হরিদেবপুরের ব্যানার্জিপাড়ায় ঘটনাটি ঘটে রাত ৮টা নাগাদ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সময়েই তাঁদের কাছে অভিযোগ আসে। ১০০ ডায়াল করে জানানো হয় ঘটনাটির কথা। এর পরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করেন ওই মহিলাকে। নিয়ে যায় হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই মহিলার বয়স ৪৪-৪৫ বছর। আগুন পুড়ে গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

দক্ষিণবঙ্গে সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস, আগামী কিছুদিন নিম্নমুখীই থাকবে তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন অঞ্চলের ওপর ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে, যা নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর প্রভাবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলের জেলাগুলির কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত। উত্তরের বেশ কিছু জেলাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী কয়েক দিন। এ বছরে দক্ষিণবঙ্গে এখনও পর্যন্ত বৃষ্টির ঘাটতি প্রায় ২৫ শতাংশ, যা আগামী কিছু দিনের বৃষ্টিতে কিছুটা কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ২০ সেপ্টেম্বরের পর বৃষ্টি বাড়বে। ২০ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং, কালিম্পঙ ও জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতায় আপাতত হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে, আকাশ থাকবে মেঘলা। আগামী তিনদিনে তাপমাত্রা একটু কমবে। ২৩ সেপ্টেম্বরের পর আবার একটু একটু করে বাড়বে তাপমাত্রা, তবে আপাতত তাপমাত্রা বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। মৎস্যজীবীদের জন্য এই মুহূর্তে কোনও সতর্কবার্তা নেই।

টাকী পৌর সাংস্কৃতিক মঞ্চে দুর্গাপুজা বিষয়ক সমন্বয় সভা

সৌরভ দাশ, টাকী,১৯ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন শারদোৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবর টাকী পৌর সাংস্কৃতিক মঞ্চে এক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। দুপুর ১১.৩০ নাগাদ শুরু হয় এই সভা। হাসনাবাদ পুলিশ প্রশাসন আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হাসনাবাদের এস.ডি.পি.ও দেবরাজ ঘোষ,হাসনাবাদ থানার আই.সি কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, বসিরহাট ফায়ার ব্রিগেডের পদাধিকারী, হাসনাবাদ বিডিও অফিস, বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক সহ টাকী পৌরসভার পৌর প্রধান , হিঙ্গলগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অন্যান্নরা। সভায় যোগদেন হাসনাবাদ থানা এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা। দুর্গাপুজোর অনুমতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন বিধি নিষেধ সহ, উসবের সময়ের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় সভায়।

পুকুরের জলে পড়ে মৃত্যু হলো বছর দুই এর এক শিশুর

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পুকুরের জলে পড়ে মৃত্যু হলো বছর দুই এর এক শিশুর। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের সাহেব খালি পঞ্চায়েতের দেউলি গ্রামের। জানা গেছে মঙ্গলবার সকালে বাড়ির সকলের চোখ এড়িয়ে কখন শিশুটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বাড়ির কেউ ই তা জানতেন না । সকালে হঠাৎ তাকে কিছুক্ষন বাড়িতে না পাওয়ায় বাড়ির বিভিন্ন জায়গা সহ প্রতিবেশীদের বাড়িতেও খোঁজ খবর শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি । এরপর বাচ্চাটির দাদু বাড়ির পাশের একটি পুকুরে শিশুটিকে ভাসতে দেখেন । সঙ্গে সঙ্গে তাকে তুলে যোগেশগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক রা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গনেশ চতুর্থীর দিন ২০২৩এ ১১তম বর্ষে কালীপুজোর খুঁটি পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হলো নিমতা জোনাকির এবারের কালীপুজোর শুভারম্ভ। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে তাদের থিম ভাবনায় উঠে এসেছে বিভিন্ন চমক। এ বছরে তাদের থিম ভাবনা গুজরাটের স্বামীনারায়ণ মন্দির (নীলকান্ত ধাম)। এছাড়াও আজকের এই শুভদিনে আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো জোনাকি ইউনাইটেড স্টুডেন্ট স যা সম্পূর্ণ মহিলা ফুটবল দল। এই দলের হাতে নতুন জার্সি ও ফুটবল তুলে দিয়ে এই পর্বের শুভ সূচনা করলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও উত্তর দমদম পৌরসভার পৌর প্রধান বিধান বিশ্বাস। দর্শক ভীড়ের নিরিখে নিমতা জোনাকি বাজিমাত করবে তা শুধুই এখন বলার অপেক্ষা।- তথ্য ও ছবি সুবল সাহা।

উত্তর পূর্ব রেলে পর্যালোচনা বৈঠক

গোরখপুর, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর পূর্ব রেলের মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমনের সভাপতিত্বে, ১৯ এবং ২০ সেপ্টেম্বর মহাব্যবস্থাপক সভা কক্ষে উত্তর-পূর্ব রেলের অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজকের বৈঠকে প্রধান বিভাগীয় প্রধান, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার বারাণসী, বিভাগীয় শাখা অফিসার এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ, লখনউ এবং ইজ্জতনগর বিভাগে চলমান কাজ পর্যালোচনা করা হবে। মহাব্যবস্থাপক শ্রী চন্দ্র বীর রমন বারাণসী বিভাগে চলমান রেলওয়ের উন্নতি এবং সম্প্রসারণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন এবং সময়সীমার মধ্যে সেগুলি একটি গুণমান পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন। পর্যালোচনাকালে মহাব্যবস্থাপক দ্রুততম সময়ের মধ্যে উন্নয়ন কাজ ও নতুন সৃষ্ট কাজ শুরু করতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন। প্রধান প্রকৌশলীপরিকল্পনা এবং নকশা, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে, বিভিন্ন প্ল্যান শিরোনামের অধীনে চলমান কাজগুলি সম্পর্কে অবহিত করেছেন যেমন লেভেল ক্রসিংগুলিতে স্লাইডিং বুম ব্যারিয়ার স্থাপন, বৈদ্যুতিক উত্তোলন বাধা, পৃষ্ঠের মেরামত, ভাইস লেগার স্থাপন এবং সেতুর নীচে রাস্তা, রোড ওভার ব্রিজ। যাত্রীদের সুবিধা এবং কর্মচারীদের বাসস্থানের নতুন নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। পর্যালোচনা বৈঠকে বারাণসী বিভাগের মোট ৩৭৬টি কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।

ট্রেন পরিষেবাগুলি পুনরুদ্ধার করা হবে

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কুর্মি সম্প্রদায়ের প্রস্তাবিত অন্দ প্রত্যাহারের পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে স্বাভাবিক ট্রেন পরিষেবাগুলি পুনরুদ্ধার করা হবে। অতএব, সমস্ত ট্রেন যা আগে বাতিল করা হয়েছে, ডাইভার্ট করা হয়েছে, শর্ট টার্মিনেট করা হয়েছে, সংক্ষিপ্ত উপত্তি হয়েছে, সেগুলি শিডিউল অনুযায়ী চলবে। এই বিষয়ে আগে জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এটি পরিবর্তন করা হয়েছে।

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী মনিরতট এলাকা থেকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামীকে মঙ্গলবার বকুলতলা থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সোমবার গলায় দড়ি দিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলো বকুলতলা থানার মনিরতট এলাকায়,পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠালো মঙ্গলবার।পুলিশ ও স্থানীয় সত্রে জানা গেল জয়নগর ২ নং ব্লকের মনিরতট ৮ নং বাদারপাড়া এলাকায় রবীন্দ্র নাথ হালদারের সাথে কয়েকবছর আগে বিবাহ হয় উর্মিলা হালদারের। বিয়ের পর থেকে পারিবারিক অশান্তি লেগেছিল। আর সোমবার দুপুরে বাড়িতে ফিরে উর্মিলার শশুর বাড়ির লোকজন ঘর থেকে গোঙানির আওয়াজ পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখে গলায় দড়ি দিয়ে তাদের গৃহবধূ ঝুলছে। তৎক্ষনা সেখান থেকে নামিয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করালে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আর তাঁর পরেই মৃতের বাপের বাড়ির তরফে বকুলতলা থানায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় অভিযোগ দায়েরের পরে বকুলতলা থানার পুলিশ মৃতের স্বামীকে আটক করে বকুলতলা থানায় নিয়ে আসে। এবং তাঁর পরে গ্রেফতার করে। সোমবার রাতে মৃতদেহ বকুলতলা থানার মর্গে রাখা ছিলো। মঙ্গলবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বলে পুলিশ সত্রে জানা গেল। আর মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৯১ সংখ্যা, বুধবার, ২ আশ্বিন, ১৪৩০

পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হচ্ছে

সম্পাদকীয়

পরিবেশ দূষণ এখন শুধু আবহাওয়া দূষণ বোঝায় না। পরিবেশ দূষণের মধ্যে পড়তে শুরু করেছে মানবাধিকারও। যে দেশের মানুষের কোনও অধিকার নেই। সেখানে মানবতাবাদকে দূষিত করা হচ্ছে। যে দেশে হিংসা ছড়াচ্ছে সে দেশে শান্তির পরিবেশ নিহত হচ্ছে। যে দেশে যুদ্ধ চলছে সেখনকার নিষিদ্ধ অস্ত্রের ব্যবহার সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দূষিত করছে। যুদ্ধে ব্যবহার হতে শুরু করেছে রাসায়নিক অস্ত্র। তার ফলে পবিরেশ বিষাক্ত হতে শুরু করছে। পানীয় জল বিষাক্ত হচ্ছে। নদীর জল যদি বিষাক্ত হয় তানব সভ্যতা ক্রমশ ধ্বংসের দিকে পা বাড়াতে শুরু করবে। সেই কারণে বারবার বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করতে সম্মেলন ডাকা হচ্ছে। কিন্তু কিছু শক্তিশালী রাষ্ট্র রয়েছে তারা বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিষিদ্ধ অস্ত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবতা রক্ষা বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে আজকে গোটা বিশ্ব বিপন্ন বোধ করতে শুরু করেছে। হিমাঞ্চল গুলি ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তার ফলে কানাডাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল দাবানল। সেই দাবানল একেবারে জন সমাজের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। বহু মানুষ অতিরিক্ত তাপের প্রাাবহে নিহত হয়েছিল। সেই কারণে কানাডা সরকার এখন ভেবে চিন্তে আধুনিক শহর তৈরি কররা কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। পরিবেশ বিরোধী কোনও নগর গড়ে তোলার পক্ষে সায় দিচ্ছে না কানাডা সরকার। আমেরিকা, ব্রিটনে এখন সেই পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। এদিকে জার্মান সব পরমাণু কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা আর পরমাণু ব্যবহার করবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উণ্ডস মিল তৈরি করেছে। সেখান থেকে সৌর শক্তি সংগ্রহ করে দেশের বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা মেটাবে। আগামি দিনে ভারত সৌর শক্তির ওপরে নির্ভর করে রেল, বিমান এবং মোচর গাড়ি রাস্তায় চলার অনুমতি দেবে। বৃহৎ শিল্পগুলিও সৌর শক্তি দিয়ে পরিচালনা করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। বারতের আর ডিজেল পেট্রোল গাড়ি তৈরি হবে না। সব গাড়ি ব্যাটারি তালিত হবে। তার ফলে পেট্রো পণ্যের বাবহার কমবে। পরিবেশ দূষিত হবে কম। পরিবেশকে রক্ষা করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র। কিন্তু বারবার আমেরিকার নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে বজায় রাখতে এই সব পরিবেশ সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর ওপরে ভেটো দিয়ে নাকচ করে দেয়। ফলে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন বুঝতে পেরে গিয়েছেন যে আগামি দিনে অজানা ভাইরাসের হাত থেকে গোটা আমেরিকাকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হবে যদি না পিরবেশকে রক্ষ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কময়ে ব্রিটিশ সরকার এক সময়ে সারা বিশ্ব জুড়ে উপনিবেশ তৈরি করেছিল। শুধু ব্রিটিশ সরকার নয়। পাশাপাশি ফ্রান্স, ডাচ, পর্তুগিজেরাও ভারত দখল করে নিয়ে ছিল। তারাও ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আজকে আমেরিকায় যে বর্ণবৈষম্য নিয়ে যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তার মূলে রয়েছে উপনিবেশবাদ। আমেরিকা তখন ব্রিটিশ কলোনী ছিল। সেই সময়ে আফ্রিকা দেশ থেকে হাজার হাজার কালো আদমিদের আমেরিকায় নিয়ে গিয়ে সেখানে ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করানো হতো। লোহার শিকল আদমিদের পায়ে বেড়ি হিসাবে লাগিয়ে তাদেরকে ধরে নিলাম করে বেগার শ্রমিকে পরিণত করা হতো। এটা এসেছিল উপনিবেশবাদ থেকে। সেই উপনিবেশবাদ এখন আর না থাকলেও আমেরিকায় রয়ে গিয়েছে বর্ণবৈষম্য। কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ বিভেদ। তারও উত্তাল চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে এই সব কিছুর মধ্যে রয়েছে পরিবেশকে রক্ষার সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের প্রতি অনীহা। শুধু গাছ লাগালেই পবিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না।

বিশুদ্ধ মনও পরিবেশকে শুদ্ধ করে

গীতায় বলছে মনকে শুদ্ধ রাখতে পারলে সৃজনশীল কাজ করা সম্ভব। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রে বলা হচ্ছে মনটা হচ্ছে আসল শক্তি। মনকে আগে শুদ্ধ করতে হবে। সৃষ্টিশীল চিন্তা করতে হবে। বৈদিক যুগে ভারতের মণি ঋষিরা বারবারা মনকে বিশুদ্ধ করার কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন যে মনকে পবিত্র করতে হবে। মন পবিত্র থাকলে বিশ্ব পরিবেশ আপনা থেকে পবিত্র হতে থাকবে। বিশ্বকে রক্ষা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে মানুষকে। কিন্তু এক শ্রেণি যুদ্ধবাজ এবং চোরা কারবারীদের বেআইনী কাজকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে পৃথিবী আজকে বিপন্ন। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র উপায় হল সব বেআইনী কাজ বন্ধ করা। পরিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক যাতে থাকতে পারে সেই রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এটা না করতে পারলে জীবন রক্ষা করা খুবই বিপদজ্জনক হয়ে উঠবে। বিশ্ব পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি এর জন্য দায়ী বলে মনে করা উচিত। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যারা বিষাক্ত পরিবেশ তৈরি করছে তাদেরকে বিশাল অঙ্কের আর্থিক জরিমানা করা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে বিতারিত করা। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে যেসব নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে পরিবেশ ক্রমশ বিষাক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। রাসায়নি অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। তার ফলে সেখানকার মাটির উর্বতা কমতে শুরু করে দিয়েছে। রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে করোনা নামে এক আজনা অচেনা ভাইরাস সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নি বিশ্বের রাষ্ট্রনেতারা। এরপর হু বলেছে যে আগামি দিনে করোনার মতো আর ভয়ঙ্কর ভাইরাস পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হবে। সেই কারণে এখন আমদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। জি-২০ সম্মেলনেও পরিবেশকে রক্ষা করা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তাকে সফল করা কোনও কর্তব্য পালন করা হবে কিনা সন্দেহ। সমুদ্রের জল বিষাক্ত হতে শুরু করে দিয়েছে। কারণ সেখানে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। স্থলভাগ থেকে ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষামূলক ভাবে মহাসাগরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে সমুদ্রের জল বিষাক্ত হতে পরিণত হতে শুরু করেছে। পাহাড় পর্বত থেকে শুরু করে বায়ু দূষিত হতে শুরু করেছে। মহাকাশকে উপগ্রহ পাঠানো হচ্ছে। সেই সব অকেজো উপগ্রহকে পৃথিবীতে ফেরত নিয়ে আসার কোনও উদ্যোগ কেউ গ্রহণ করছে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

শ্রেষ্ঠজনে করলে প্রাণাম নিয়ত
মাথা ঠেকিয়ে পায়
নিজের ভাল হলেও কিন্তু তাঁর
আয়ুটি ক্ষয়েই যায়।
শরীরটা তোর লম্বা যত ততখানি
ভুঁই বাদ, করলে প্রণাম পাবি
প্রাণে আনন্দ-প্রাসাদ।

কালী সাধক রামপ্রসাদ

শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। নারীদের একটি অসীম শক্তি আছে। এই শক্তি দিয়ে নারীরা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মায়েরা হচ্ছেন মহা শক্তির আধার। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে।

মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব ও বালগঙ্গাধর তিলক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

রবীন্দ্রকুমার শীল

শিক্ষাবিস্তার, সাংবাদিকতা এবং রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও তিলক ভারতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতেন। ভারতবর্ষকে গভীরভাবে জানার ইচ্ছাকে স্বামী বিবেকানন্দের তৈরি করে দেওয়ার পথকে অনুসরণ করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। ভারতর প্রাচীন শাস্ত্র, বেদ, বেদান্ত, গীতা জোতির্বিদ্যা, গণিত সব বিষয়ে ছিল তাঁর প্রবল আগ্রহ। গণিত এবং সংস্কৃত ভাষায় অসামান্য পণ্ডিত্য থাকার ফলে তিনি অতি সহজেই ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ঠিকমতো করে বুঝতে পারতেন। তিনি ভারতের আর্যদের আগমন এবং ঋকবেদের আলোচনা বিদেশি পণ্ডিতেরা করেছিলেন। তাঁদের মতে, ঋকবেদ রচিত হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১২০০ অব্দের মধ্যে। সাধারণ বৈদিক সাহিত্যের বিকাশ ও ভাষার ওপরে নির্ভর করেই তাঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। কিন্তু করেয়ক বছর পরে তিলক ঋকবেদ এবং ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে আবিস্কার করলেন যে খ্রীস্টপূর্ব ৪০০০ বছর এর কাছাকছি সময়ে রচিত হয়েছিল। ১৮৯২ সালে লণ্ডনে নবম প্রাচ্য সম্মেলন হচ্ছিল। সেই সম্মেলনে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠালেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'মৃগশীর্ষ'। পরে প্রবন্ধটি পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি পণ্ডিত মহলে খ্যাতি লাভ করে। ১৮৮৯ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি গীতা নিয়ে চর্চা করতে শুরু করলেন। সেই সম. শ্রীকৃষ্ণের একটি উক্তি তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, ''মাসগুলির মধ্যে আমি মাগশীর্ষ'(অর্থাৎ অগ্রাহয়ণ)। বেদ, বেদান্ত, গণিত এবং জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে গভীর চর্চা করতে শুরু করলেন। ঋকবেদে মৃগশীর্ষ বা মৃগাশীর্ষ নক্ষত্রের বিভিন্ন উল্লেখ এবং সেগুলির ব্যাখ্যা থেকে তিনি উপনীত হলেন সূর্য যখন মৃগশীর্ষের কাছে ছিল তখন ঋকবেদ রচিত হয়। জ্যোর্তির্বিদ্যা চর্চা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে ঋকবেদ রচিত হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে। ঋকবেদের কাল নির্ণয় ছিল একটি তাঁর অভিনব উদ্যোগ। পুরাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিকেরা তিলকের মতকে মেনে না নিলে তাঁর পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার করতে পারলেন না। এই গবেষণামূলক গ্রন্থটি পুরাতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক জগতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো।

মহারাষ্ট্রকে জাগ্রত করতে তিনি উদ্যোগী হলেন। জনসাধারণের মধ্যে শক্তি নিহিত রয়েছে। সেই শক্তির প্রকাশ ঘটাতে হবে। জনগণকে জাগ্রত করে সংঘবদ্ধ করতে হবে। স্বদেশি চিন্তার বিকাশ ঘটাতে হবে। সেই কারণে তিনি মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসবের প্রচলন করলেন। এই উৎসবের মধ্যে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতা ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তা নয়। তিলক জানতেন য়ে আমোদ প্রমোদ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সব মানুষকে একত্রিত করা যায়। ইউরোপের ইতিহাসেও ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাষ্ট্রে 'গণপতি উৎসব' প্রচলন করার আর একটি দিক ছিল হিন্দু মুসলমান একটি সূত্রে বেঁধে ফেলা। মুসলমানদের 'মহরম'ই ছিল বোম্বাইয়ের জাতীয় উৎসব। মহরমের সময়ে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে মিছিলে অংশ গ্রহণ করতো। মহরমের তাজিয়া বিসর্জনের কালে হিন্দু মুসলমান একত্রে মিলিত হতো। মহরম উৎসব পালন করার জন্য হিন্দুরা হাজার হাজার টাকা চাঁদা তুলতো। ১৮৯৩ সালে হিন্দু মুসলমান মৈত্রী আকাশে কালো মেঘ দেকা দিল। এদিকে কংগ্রেস দেশবাসীদের জন্য রাজনৈতিক অধিকারের দাবি তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। এই দাবির অর্থ ছিল সাংসদীয় বা প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেসের যেসব মুসলমান সদস্য ছিল তারা কংগ্রেসের এই দাবিকে মেনে লিন। কংগ্রেসের এই দাবি নিয়ে ব্রিটিশ সরকার চিন্তিত হল। তারা চেষ্টা করছিল হিন্দু মুসলমান ঐক্যকে বিনষ্ট করে দেওয়ার। তারা কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করে যাতে করে হিন্দু মুসলমান বিরোধ তৈরি হতে পারে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন বেক সাহেব। তিনি হিন্দু মুসলমান বিভেদের বীজকে বোপন করলেন। তিনি বললেন, ভারতে পার্লামেন্টারি প্রথা প্রবর্তন করা ব্যর্থ প্রচেষ্টা। কারণ পার্লামেন্টারি প্রথা চালু হলে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায়ের অধীন হয়ে পড়বে। মুসলমানরা তা কখনই শান্তিতে মেনে নেবে না।' মুসলমান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নেতা স্যার সৈয়দ আহমেদ খান বেক সাহেবকে সমর্থন করে তাঁর কথাকে মান্যতা দিতে শুরু করলেন। শুধু তাই নয় সেই সময়ে হিন্দুরা একটি মারাত্মক ভুল করে বসলো। ভারতের বিভিন্ন স্থানে গো হত্যা বিরোধী আন্দোলন করতে শুরু করে দিল। ইংরেজ শাসকদের কৃপাদৃষ্ট মুসলমানরা তাদের প্রচার কাজে সুবিধা পেতে থাকলো। তার ফলে ১৮৯৩ সালে বোম্বাইতে (এখন মুম্বই) হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শুরু হল। বহু লোক হতাহত হয় এই দাঙ্গায়। ইংরেজদের কৌশল সফল হলো। তারা হিন্দু মুসলিম ঐক্য সংস্কৃতিকে এরেবারে চিরকালের জন্য বিনষ্ট করে দিল। উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই দাঙ্গা করতে নিষেধ করতে থাকলেও তা কিন্তু প্রচ্ছন্নভবে জীবিত থাকলো। এই দাঙ্গার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র সৃষ্টি করার চেতনা। যদিও তখনও পাকিস্তান নাম কোনও রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা ভাবেনি মুসলিম নেতারা। তারা তখন নিজের ভারতীয় বলেই ভাবতো। পরে দেখতে পাওয়া গেল যে মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য আলাদা দেশ তৈরি করতে হবে তা কিন্তু এই দাঙ্গার মধ্যেই বীজ বোপন হতে শুরু করেছিল। বোম্বাইয়ের হিন্দুরা মুসলমানদের জাতীয় উৎসব মহরম থেকে বঞ্চিত হল।

মুসলিমরা যখন হিন্দুদের শত্রু বলে মনে করতে শুরু করলো তখন তিলক চিন্তা করলেন হিন্দুদের জন্য একটি জাতীয় উৎসব প্রস্তত করতে হবে। প্রত্যেক জাতির জাতীয় উৎসব রয়েছে। জাতীয় উৎসব না থাকলে একটি জাতি নষ্ট হতে থাকে। শক্তির রসদ পায় না। তিনি এবারে নিজ উদ্যোগে হিন্দুদের জন্য জাতীয় উৎসবের অনুসন্ধান করতে শুরু করলেন। মারাঠাদের ঘরে ঘরে গণেশ পুজো হয়ে থাকে। পেশোয়ার আমলে এই গণেশ পুজো জাতীয় উৎসবের আকার ধারন করেছিল। মারাঠাদের সেই গৌরবের দিন আর নেই। সেই জাতীয় উৎসব ক্ষয়ে গিয়েছে। এবারে তিলক সেই গণেশ পুজোকে মারাঠাদের জাতীয় উৎসবে পরিণত করলেন। তিনি 'গণপতি উৎসব' পালন করতে সব মারাঠাদের কাছে বার্তা পাঠাতে শুরু করলেন। ১৮৯৩ সালে তাঁর উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে আবার 'গণপতি উৎসব' পালিত হল। চতুর্দশীয় দিন গণপতি বিসর্জন সময়ে মারাঠাদের মধ্যে ঐক্যের মিছিল দেখতে পাওয়া গেল। দুই বছরের মধ্যে মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হলো। এমনকী সেই সময়ে মুসলমানরাও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে থাকলো। সারা মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসবের শত শত কেন্দ্র গড়ে উঠল। ১৯০৫ সালে দেখতে পাওয়া গেল যে মহারাষ্ট্রে পুনা ছাড়ারও ৭২ টি গণপতি উৎসব পালিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র ছাড়ারও মথুরা, মাদ্রাজ, যোধপুর, জয়পুর, বেনারস, দ্বারকা, করাচি বা কলকাতায় গণপতি উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। বিদেশে প্রবাসী ভারতীয়রা সেখানে গণপতি উৎসব পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। এই জাতীয় উৎসব এখন সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। তিলক আর একটি জাতীয় উৎসব সৃষ্টি করেছিলেন। 'শিবাজি উৎসব' তৈরি করেছিলে বালগঙ্গাধর তিলক। ১৮৯৫ সালের গোড়ার দিকে শিবাজির বিস্মৃত সমাধিমন্দিরকে নিয়ে 'নেটিভ ওপিনিয়ন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিকও শিবাজির বিস্মৃতপ্রায় সমাধি মন্দিরের দূরাবস্থা নিয়ে লিখে ছিলেন-''ঐ অদূরে পাহাড়ের ওপর মহারাজ শিবাজীর সমাধিমন্দির দেখা যায়। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ বৃক্ষও লতাগুল্মে আচ্ছন্ন হয়েছে। বড় বড় গাছ এক চত্বরের পাথর ভেদ করে উঠেছে। কাছেই যে মন্দির রয়েছে, তারও দুরাবস্থার সীমা নেই। মন্দিরের মধ্যস্থিত মূর্তি মটিতে গড়াচ্ছে। .. আজ আর শিবাজীর কথা কেউ ভাবে না; শিবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরের সংস্কারের জন্য আজ কেউ বছরে একটি টাকাও খরচ করে না। অথচ এই শিবাজী মহারাজ বিশাল এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।' শিবাজীর সমাধি মন্দিরের প্রতি অবহেলাকে তিলক মারাঠা জাতির আত্মবিস্মৃত লক্ষণ বলে মনে করলেন এবং মারাঠা জাতির অপমান বলে তিনি চিহ্নিত করলেন। অবিলম্বে এই কলঙ্ককে দূর করতে তিনি মারাঠা জাতিকে জাগার ডাক দিলেন। তিলকের এই আহ্বান সারা মারাঠা জাতি জেগে উঠতে শুরু করলো। মহারাষ্ট্র ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শিবাজি উৎসব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো। ১৮৯৫ সালে ৩০ মে তিনি পুনায় একটি জনসভা করলেন। তিলক বিরোধী 'সুধাকর' পত্রিকাও উচ্ছ্বসিতভাবে স্বীকার করে নিল যে ইংরেজরা এ দেশ অধিকারের পরে এই রকম বিশাল জনসমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়নি। মহারাষ্ট্রে কৃষক, গরিব, ধনী, বণিক, শ্রমিক এবং তরুণরা সবাই তিলকের ডাকে সাড়া দিল। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজগুলি এ বাধা দিতে শুরু করলেও তারা ব্যর্থ হল। শিবাজিকে কেন্দ্র করে মহারাষ্ট্রে গণজাগরণ সৃষ্টি হল। ১৫ এপ্রিল ছিল শিবাজির জন্মদিন। পরের বছর ১৮৯৬ সলে রায়গড় দুর্গের ওপরে মহা সমারোহে শিবাজি উৎসব পালন করা হল। 'জয় শিবাজির জয়' ধ্বনি উঠতে শুরু করলো সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে। শিবাজি মুঘলদের বিতারিত করে স্বাধীন সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাই শিবাজি উৎসবের মধ্যে দিয়ে এই কথাই বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ শিবাজি উৎসব নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেন। সেই কবিতার নাম দিয়েছিলেন 'শিবাজী-উৎসব'। সেই সময়ে মহারাষ্ট্রে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল 'সার্বজনিক সভা'। এই প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্বে ছিলেন বিচারপতি মহাদেও গোবিন্দ রানাডে এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে। রানাডে এবং গোখলে দুই জনই ছিলেন নরমপন্থী। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের কাছে অনুনয় বিনয় করার মধ্যে দিয়ে জাতীয় উন্নয়নের পথ তৈরি কথা ভাবতেন। তিলক যেভাবে সেই সময়ে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসভা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে নরমপন্থীদের কোনও সভার মিল খায় না। তিলক কয়েক বছর এই সার্বজনিক সভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমর্থক এখানে বেশি না হওয়ার ফলে তিনি ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কোনও নীতি গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাই তিলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তিনি সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন। ফলে তিলকপন্থীরা দলে দলে সেই সংগঠনে যোগদান করতে শুরু করলো। অবশেষে এই 'সার্বজনিক সভা' তাঁর নেতৃত্বে এলো। 'সার্বজনিক সভা'র তিনি সর্বাধিনায়ক হলেন। রানাডে এবং গোখেলের নরমপন্থীরা মহারাষ্ট্রে জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে দিল। তার প্রমাণ পাওয়া গেল কয়েকটি নির্বাচনে। ১৮৯৫ সালে সিটি মিউনিসিপ্যালের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হলেন তিলক। ১৮৯২ সালের সংস্কার আইন অনুসারে বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক আইনসভায় আটজন সদস্যের স্থান হয়েছিল। (ক্রমশ)

মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল নিয়ে মোদি সরকার

লোকসভার ভোট এখন সামনের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে মোদি সরকার এখন মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল সংসদে পাশ করাতে চাইছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলে শিলমোহর দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস দলের নেতা রাহুল গান্ধি বলেছেন কোনও রকম আপত্তি না তুলে এই বিলকে সমর্থন করতে হবে। ২০১৮ সালে রাহুল গান্ধি বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদি মুখে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের কথা বলেন। নারী অধিকারের কথা বলেন। তিনি নারী আসন সংরক্ষণ বিল পাশ করে দেখান। লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করার যে চেষ্টা চলছে পাশাপাশি ওবিসিদের জন্য ২৫ শতাংশ বিল পাশ হওয়ার কথা আছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সংসদ ভবনের বাইরে পাঁচ দিনের ছোট অধিবেশন হলেও তা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কী সেই সিদ্ধান্ত তা আগে প্রকাশ করেননি প্রধানমন্ত্রী। তবে জানতে পারা গিয়েছে যে নতুন সংসদ ভবনটি তৈরি করা হয়েছে 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়তে। আগামি দিনে লোকসভা এবং রাজ্যসভার ভোট একই দিনে করার কথা ভাবা হচ্ছে। তার সঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন একই দিনে করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মোদি সরকার এখন মহিলাদের ভোট পাওয়ার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সমস্ত স্তরের মহিলাদের স্বাধীন সত্ত্বাকে স্বীকার করে নিতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি মহিলাদের সংরক্ষণ বিল আনার পাশাপাশি তাদের আর্থিক দিক দিয়ে সহযোগিতা করার কথাও ভাবতে হবে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি মনে করেন মহিলাদের রক্ষা করাটা ভারত সরকারের মুখ্য কাজ। মহিলাদের নামে বাড়ি, শৌচাগার নির্মাণ থেকে শুরু করে তিন তালাক নিষিদ্ধ করে মোদি মহিলা ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করে ফেলেছেন। এবারে সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল করার দিকে মন দিতে শুরু করে দিয়েছেন। মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অংশ যাতে সহজে গ্রহণ করতে পারে তার দিকে নজর দিতে শুরু করে দিয়েছে মোদি সরকার। পুরানো সংসদ ভবনটিকে জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে সেখানে একটি জাদুঘর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্যশালী প্রাচীন সংসদ ভবনটিতে সব দর্শকেরা প্রবেশ করতে পারে তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এটি একটি দর্শনীয় স্থান হিসাবে ভারতের ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতে চলেছে। সংসদের কাজ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে প্রকাশিত থাকবে যা দর্শকেরা দেখতে বুঝতে পারবে সংসদ কী এবং কেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজন। ৭৫ বছর ধরে প্রাচীন সংসদ ভবন কাজ করে চলেছিল। এবার তাকে অবসর দেওয়ার সময় এসেছে। পুরানো সংসদ ভবনের শেষ দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নাম করলেও ইন্দিরা গান্ধির নাম তুলতে ভুল করেননি মোদি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও এর নাম করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। জরুরী অবস্থার কতা তুলেছেন। তবে রাজীব গান্ধির নাম নেননি মোদি। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে ইন্দিরা গান্ধি এগিয়ে এসেছিলেন। আবার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে গণতন্ত্রের ওপরে হামলা করতে দেখা গিয়েছে। নেহরু পরিবারের বাইরে নরসিংহ রাও সরকার সাহস দেখিয়েছিল তার সুফল এখন ভারতের সবাই পেতে শুরু করে দিয়েছে। মনমোহন সরকারের সময়ে ভোট ফর ক্যাশ কাণ্ড দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এদিকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করার দায়িত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মহিলা আসন সংরক্ষণ বিলকে বিরোধীরা সমর্থন করলেও নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিলের বিরোধিতা করবে বিরোধীরা সেটা পরিস্কার করে দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খড়্গে। দেশের নাম ভারত রাখার ব্যাপারে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। রাষ্ট্রপুঞ্জকে এ ব্যাপারে কেন্দ্রের বিদেশ মন্ত্রক চিঠি দিতে পারে। সেখানে কিন্তু ইণ্ডিয়া নামটি সরিয়ে ভারত করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে।

কংগ্রেস বিরোধী মনোভাব বিজেপি দলের

কংগ্রেস দলটা এখন টুকরো টুকরো গ্যাংয়ের একটি দল। বিরোধীরা অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে জেএনইউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিজেপি নেতারা টুকরো টুকরো গ্যাং বলে মন্তব্য করেছিলেন। মোদি সরকার বিরোধী সমাজ কর্মীদের আর্বান নকশাল বলে বিজেপি দাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী এখন কংগ্রেসকে সেই একই বন্ধনীর মধ্যে ফেলতে চান। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, গান্ধিজি কংগ্রেস তুলে দিতে চেয়েছিলেন। কারণ গান্ধিজি আগেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন কী হতে চলেছে। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কংগ্রেস না থাকলে জরুরী অবস্থা হতো না, শিখ নিধন হতো না। কাশ্মীর ছেড়ে পণ্ডিতদের পালাতে হতো না। দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা পেত না। বিরোধীরা এদিন প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তারা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টিটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বর্তমান সমস্যার কথা এবং তার সমাধানের কোনও রাস্তা দেখাতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নেশন শব্দটা অসংবিধানিক হলে কংগ্রেস দলের নামটা 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামটা বাদ দিয়ে 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন কংগ্রেস' নাম দিক। এদিকে কংগ্রেস দলের নেতা সাংসদ অধীর চৌধুরী মত, কংগ্রেসকে এখন বিজেপি দল ভয় পায়। তার একটি মাত্র কারণ বিজেপির বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় স্তরে লড়াই করতে সক্ষম কংগ্রেস দলটি। পরিবারতন্ত্র নিয়ে কংগ্রেসকে এর আগেও বহুবার আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেস তো পরিবারতন্ত্র একটি দলে পরিণত হয়েছে। সেখানেও দুই জন দলের কর্তা। তাদেরকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একেবারে চুপ করে থাকেন। কেন না সংসদে তাদের ভোটের খুবই প্রয়োজন সরকারের। সেই কারণে তৃণমূল কংগ্রেসকে এমনভাবে বিজেপি দল পরিচালনা করতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা এখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযান করতে একেবারে বিজেপির নির্দেশিত পথ ধরে। বিজেপি দলের বি টিম হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাংসদ অধীর চৌধুরী আরও বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রীকে কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। সবাই তৃণমূল কংগ্রেসকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস অন্য দল ভেঙে তাদের দলকে সর্বভারতীয় দলে পরিণত করতে চায়। তৃণমূল কংগ্রেস এতকাল ধরে বলে এসেছিল বিভিন্ন রাজ্যের ছোট আঞ্চলিক দলগুলো নিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করবে। এখন সেই থিয়োরি বাতিল হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী এখন আর ছোট পুঁটি মাছ ধরে সময় নষ্ট করতে চান না। ংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তাদের অস্তিত্ব রাখতে চায় সেটাও পরিস্কার হয়ে উঠতে শুরু করেছে। অন্য রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কেনাবেচাকে মূল ধন করে এগোতে চেষ্টা করছেন নেত্রী। প্রধানমন্ত্রী মোদি তৃণমূল কংগ্রেসের বিষয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করছেন না এখন। তিনি সংসদে যেমন কংগ্রেসকে তাক করে আক্রমণ করেছেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল বলেছেন, দেউলিয়া বিদেশ নীতির ফলে চিন পাকিস্তান এককাট্টা। প্রধানমন্ত্রী এই সব কথার উত্তর দেননি। তিনি আরও বলেছেন, আমার পিতার মাতামহ দেশের সেবা করেছেন। কংগ্রেস দল ভেঙেই তো তৈরি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই তৃণমূল কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে বিজেপি দল পিছন থেকে একটি সময়ে মদত জুগিয়েছিল বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা মনে করে থাকেন।

হেরিটেজ ঃ নিউ মার্কেট

কলকাতার সাহেবরা আগে ডালহৌসি স্কোয়ারে বাজার করতো। তারপরে টেরিটি বাজার এবং লালবাজারে এসে কেনা কাটা করতে শুরু করে। তারপরে কাশাড়ি টোলা এবং ধর্মতলাতে বাজার করতো। তখন সাহেবদের নির্দিষ্ট কোন বাজার ছিল না। ব্যপারীরা কলকাতার বেশ কয়েকটি ছোট এলাকায় জড়ো হয়ে পণ্য বেচার চেষ্টা করতো। তারপরে কলকাতা পুরসভা ভাবতে শুরু করলো যে কলকাতাবাসীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজার নির্মাণ করতে হবে। কলকাতা পুরসভা লিণ্ডসে স্ট্রিটে একটি বাজার তৈরি করেছিল পরে তা ভেঙে ফেলে দেওয়া হয়। তারপরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানির একজন স্থপতি রিচার্ড রোসকেল বেইনকে ভিক্টোরিয়ান শিল্প স্থাপত্য আদলে একটি বাজারের নকসা তৈরি করবে। ১৮৭৩ সালে এই বাজারটি নির্মাণ শুরু হয়। শিল্পী বেইনকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭০ সালে এটি ছিল বড় অঙ্কের টাকা। নিউ মার্কেটরে নির্মাণ করেছিল ম্যাকিনটোশ বার্ন। ১ জানুয়ারি ১৮৭৪ সালে এই বাজারটি উদবোধন করা হয়। ১৯০৩ সালে কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান স্যার স্টুয়ার্ট হগের নামে এই বাজারটি নামকরণ করা হয়। পরে সংক্ষিপ্ত আকারে হগ মার্কেট বলে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ঐতিহাসিক দেওয়াল ঘড়িটি হাডার্সফিল্ড থেকে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৩০ সালে তাকে স্থাপন করা হয় নিউ মার্কেটে। এখানে বেশ কিছু দোকান প্রাচীন কালের ইতিহাসকে বহন করে চলেছে। তার মধ্যে রয়েছে নহুম অ্যাণ্ড সন্স। প্রতিষ্ঠা আনুমানিক ১৯০২ সালে। আর আছে ইম্পোরিয়াল কনফেকশার্স ও ডি গামা। এখানে কালিম্পং পনির এবং ব্যাণ্ডেল পনির পাওয়া যায়। এই নিউ মার্কের্টের সঙ্গে ছিল বেশ ককেটি সিনেমা হল। লাইট হাউস, নিউ এ্যাম্পায়ার. জ্যোতি, এলিট, মিনার্ভা সিনেমা। এই সব সিনেমা হলগুলি এখন উঠে গিয়েছে। তার বদলে তৈরি হয়েছে আইনক্স। কলকাতার বহু সিনেমা হল এখন লুপ্ত।

৫১ কেজি লাড্ডু দিয়ে সিদ্ধিদাতার পুজো

জলপাইগুড়িতে এবার দর্শনার্থীদের কাছে মূল আকর্ষণ শিবরূপী গণেশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রায় একুশ ফুট উচ্চতার শিব এবং ১৮ ফুটের বেশি উচ্চতার গণেশ প্রতিমা দেখতে ইতিমধ্যে মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। এই গণেশ পূজো উপলক্ষে সেজে উঠেছে গোটা এলাকা। গণেশ চতুর্থী মহোৎসব ২০২৩ ভূপতি গ্রুপের এবারের আকর্ষণ শিবরূপী গণেশ। জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচাইতে বড়ো মাপের গণেশ ও শিব মূর্তি, দাবি উদ্যোক্তাদের। গণেশ চতুর্থীতে দেশজুড়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গণেশ পুজো। গণেশ চতুর্থীতে গণপতির আরাধনা থেকে বাদ পড়েননি শহর জলপাইগুড়িও। জলপাইগুড়িতে গণেশ চতুর্থীতে এবছর বিশেষ চমক ৫১ কেজির লাড্ডু। গণেশ পুজোতে প্রসাদ হিসেবে গণেশের প্রধান মিষ্টি ভোগ হিসাবে লাড্ডু দেওয়া হয়। আর এবার ৫১ কেজি ওজনের লাড্ডু ভোগ দিয়ে গণেশের আরাধনা করবেন পান্ডা পাড়ার যুবশক্তির সদস্যরা। এদের তরফে আয়োজিত প্রথম বর্ষের গণেশ পুজোর মূল আকর্ষণ সুবিশাল লাড্ডু। তিনদিন ধরে কারিগররা গণেশের ভোগের জন্য ৫১ কেজির লাড্ডুটি তৈরি করেছেন। যার মূল্য প্রায় ২৫ হাজার টাকা। পুজো শেষে এই লাড্ডুভোগ প্রসাদ হিসেবে ভক্তদের বিতরণ করা হবে। ৫১ কেজি লাড্ডু দর্শন এবং প্রসাদ পেতে ভক্তদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী ক্লাব সদস্যরা। যুবশক্তি ক্লাবের সদস্য শ্যাম সাহা জানিয়েছেন, আমরা ৫১ কেজি লাড্ডু দিয়ে বাবা গণেশের ভোগ দেব। একটু নতুনত্ব করার চেষ্টা করেছি জলপাইগুড়ির কোথাও একান্ন কেজির লাড্ডু হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। অপরদিকে আজ গণেশ পুজো। আর সেই পুজোকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়ি জেলার সাথে শহরেও বিভিন্ন জায়গায় গণেশ পুজোর আয়োজন চলছে। জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো গণেশ দিয়ে শুরু হয়েছে গণেশের আরাধনা। সকাল থেকেই পুজো শুরু হয়েছে। বেশ কয়েকদিন ব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে এখানে। সকাল থেকেই সব চেয়ে বড়ো গণেশ পুজোর আয়োজন হয়েছে।

রাস্তার কাজ সম্পন্ন করতে উদ্যোগ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধীনে যে সমস্ত রাস্তার কাজ বাকি রয়েছে তা আগামী ১৫ অক্টোবরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে বলে জানালেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। মঙ্গলবার জেলা পরিষদের ৯ টি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের শপথ গ্রহন অনুষ্ঠান ছিল। পূর্ব বর্ধমানের জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা এবং পূর্ব বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ) কাজল কুমার রায়ের উপস্থিতিতে এই শপথ বাক্য পাঠ করানো হয় নব নির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষদের। পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের নতুন কমিটিতে জায়গা পেয়েছে ৫ জন জন নতুন মুখ। এদিন পূর্ত ও পরিবহন সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে মিঠু মাঝি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্বাস্থ্য সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে বিশ্বনাথ রায়, বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে নিত্যানন্দ বন্দোপাধ্যায়, খাদ্য ও সরবরাহ সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে গুফরানা ইয়াসমিন, ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি কর্মাধ্যক্ষ পদে আরতি খান। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে শিশির মন্ডল, শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে শান্তনু কোনার, কৃষি ও সেচ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হয়েছেন মেহেবুব মন্ডল, শিশু নারী উন্নয়ন ও ত্রাণ সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পদে মাম্পি রুদ্র শপথ গ্রহন করেন। এছাড়া পদাধিকার বলে অর্থ স্থায়ী সমিতিটি স্বাভাবিকভাবেই জেলা সভাধিপতির হাতে রয়েছে। শপথ গ্রহন শেষে এক সাংবাদিক বৈঠকে জেলা সভাধিপতি জানান, তাদের প্রথম লক্ষ্য রয়েছে পথশ্রী প্রকল্পের অন্তর্গত জেলার সমস্ত রাস্তা যেখানে যেরকম অবস্থায় রয়েছে তা দ্রুত সংস্কার করা হবে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে। কারন তার পরই শুরু হচ্ছে দুর্গাপূজা। তাই পুজোর আগে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তাগুলি শেষ করতে চাইছেন তারা। এই প্রকল্পাধীন প্রায় ৮১ টি রাস্তা তারা চিহ্নিত করেছেন যেগুলি দ্রুত সংস্কার করে চলচলের পথ সুগম করা হবে। রাস্তার কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা যায় এবং ১৫ অক্টবরের মধ্যে তা শেষ করা যায় সে বিষয়ে জেলা শাসক এবং অতিরিক্ত জেলাশাসকদের উপস্থিতিতে আগামি দু-তিন দিনের মধ্যেই বিভিন্ন ঠিকাদার এজেন্সীদের নিয়ে একটি বৈঠকও করা হবে বলে জানিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদবাবু। তাছাড়া বিভিন্ন দপ্তরের অধীন মানুষের জন্য সবথেকে প্রয়োজনীয় কাজগুলি আগে সম্পন্ন করা হবে।

কন্যাশ্রী আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মুখ্যমন্ত্রীর মমতা ব্যানার্জির কন্যাশ্রী আজ বিশ্বশ্রী। মেয়েদের কথা ভেবেই কন্যাশ্রী প্রকল্প করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম কন্যাশ্রী। কালনা ২ ব্লকের অকালপৌষ পঞ্চায়েতের তেহাটা সদানন্দ মহাবিদ্যালয় কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েদের নিয়ে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন কালনা ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রণব রায়। তিনি আরও বলেন পশ্চিম বাংলায় যতদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আছেন মেয়েরা মাথা উঁচু করে বাঁচবে। কোন অংশেই মেয়েরা যে কম নয় তা তিনি স্পষ্টভাবে বলেন।

রোগীর মৃত্যু ঘিরে বিক্ষোভ গ্রামীণ হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক রোগীর মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদার বামনগোলা ব্লকের মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে এক ৩৫ বছর বয়সী মহিলার ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। তার জেরে সোমবার রাতে রোগীর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা হাসপাতালে চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিবারের অভিযোগ ওই মহিলার জ্বর থাকার জন্য স্থানীয় মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সে সময় চিকিৎসক ইনজেকশন দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ওই রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই রোগীকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ওই রোগীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার কারণে মৃত্যু হয় ওই রোগীর। এ বিষয়ে পরিবারের এক সদস্য সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, মুদিপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার কারণে তাদের রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে বামনগোলা বিএমওএইচ সুদীপ কুন্ডু বলেন, এক মহিলা গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। সেই সময় রোগীর পরিবারের লোক স্থানীয় চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করায় ঠিক না হওয়ায় সোমবার সন্ধ্যায় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সেই সময় ওই রোগীর চিকিৎসা শুরু করেন, কিন্তু ওই রোগীর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ওই রোগীকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পথেই ঐ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর পরিবারের অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক।

E- tender notice
NIT No. WB/BWN/K.G.P./NIT 1/2023-24
NIT No. WB/BWN/K.G.P./NIT 2/2023-24

Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under 15TH FC (tied and untied) Last date of online bid submission- **23-09-2023.** For details information contact

Sd/- Prodhan, khandaghosh Gram Panchayat Khejurhati, khandaghosh, Purba Bardhaman

Office of the RAKHERA-BISHPURIA GRAM PANCHAYAT
Vill.+P.O.-Bishpuria PS-Hura, Dist-Purulia
Notice of Inviting e-Tender

From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat office Published the following **NIT on 19.09.2023 NIT No - 02/RBGP of 2023-24 & NIT No-03/RBGP of 2023-24.** Last date of issuing Tender Paper on **29/09/2023 up to 4.00 pm.** Date of Opening of Tender paper-**05/10/2023 at 3.00 PM.** More details visit- **https://etender.wb.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

Bidhannagar Municipal Corporation

NIT No 473/PWD/ROAD/BMC, Dated - 19.09.2023
e-Tender has been invited for Repairing of bituminious and concrete road at different locations within ward no. 22, 24, 25 under BMC.
For details, please follow, Tender Id 2023_MAD_572638_1 to 3 in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. i) Last date of Bid submission - 10/10/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Sultanpur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Sultanpur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

E-Tenders are invited by the Prodhan, Sultanpur Gram Panchayat, Sultanpur, Purba Bardhaman, under Kalna-I Dev. Block. **e-NIT No.: i) 01/SUL/2023-24 & ii) 02/SUL/2023-24, Date: 19.09.2023**. Last Date of Bid Submission: **26.09.2023 up to 06:00 PM.** For details information please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Sultanpur Gram Panchayat

e-Tender Notice

P.O-cum-D.W.O, B.C.W & TD, Purulia invites e-tender of 2023-24

NIT No	Tender Id	End Date
NIT- 6(e)	2023_DM_572661_1	29.09.2023

Details may be seen on website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
PO-cum-DWO
BCW & TD, Purulia

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস
সংশোধনী

টেন্ডার নং. ৭০/২৩/০০২৮ তারিখঃ ১৪/০৯/২০২৩। নিম্নলিখিত সংশোধনীটি টি/কেস নং. ৭০/২৩/০০২৮ এর পরিপ্রেক্ষিতে যেটির খোলার তারিখ ২৯/০৯/২০২৩ তারিখে পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। (১) **টেন্ডার খোলার তারিখ (টিওডি)ঃ** পূর্বের তারিখঃ ১৫/০৯/২০২৩। **বর্তমানে পড়তে হবেঃ ২৯/০৯/২০২৩।**

PR5-165 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন
Like us on: www.facebook.com/clwrailways

Kuchut Gram Panchayat
Vill+P.O.- Paharhati, Dist.- Purba Bardhaman, 713146
Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Memo No.: Kuchut/NIT/PBG(SFC)/326/2023-24, Date: 20.09.2023. Fund: PBG (SFC).** Bid Submission Closing Date (Online): **27.09.2023 up to 06:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **30.09.2023 at 02:00 PM.** For more details please visit **http://wbtenders.gov.in** & **Contact: +91 8388012053**

Sd/-
Prodhan
Kuchut Gram Panchayat

CITATION
In the Court of the Ld. Civil Judge (Junior Division), at Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur
Misc Case No. 24 of 2022
(Letter Of Administration)
Smt. Mira Chatterjee
Petitioner
Vs.
The Branch Manager, Indian Bank, Opposite Party

Petitioners :- Smt. Mira Chatterjee, Wife of Late Nakul Chatterjee, of Vill & P.O. Chakvirgu, P.S. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur.

Whereas the above named petitioner has filed the above noted case for granting Letter of Administration in her name in respect of the below mentioned Locker. Hence If any person having any objection in this regard then he may come before this Ld. Court on 28-09-2023 and may file objection either by personally or through authorized representative;

Schedule of Properties

In respect of the articles lying in the Locker attached with the savings Bank Account vide No- 6090797583 vide Locker No. 21, CAB No. 2 at Indian Bank, Municipal Mini Market, Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur left by deceased namely Sri Tanmoy Chatterjee Son of Late Nakul Chatterjee and Smt. Mala Chatterjee W/O Late Tanmoy Chatterjee, Both of Vill & P.O. Vill & P.O. Chakvirgu, P.S. Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur.

By Order
Tapas majumdar
Sherestader
Civil Judge, Junior Division, Balurghat, Dist. Dakshin Dinajpur
12-09-2023

পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে বোমা হামলা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়া জেলার শান্তিপুরে বিজেপির জয়ী পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে বোমা হামলা চালাল অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতীরা। সোমবার গভীর রাতে শান্তিপুর ব্লকের গবারচর গ্রামে বেলগড়িয়া ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের বাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বোমা ছোড়ে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের মা ও ১১ বছরের ভাগ্নে। ঘুমন্ত অবস্থায় বোমা ছোড়ার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর বেলগড়িয়া দু'নম্বর পঞ্চায়েতের গবারচর মাঝেরপাড়া এলাকায়। সোমবার গভীর রাতে গৌরাঙ্গ বিশ্বাসের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা বারান্দাতেই বিছানা করে ঘুমাচ্ছিলেন। তখনই একদল দুষ্কৃতী তাদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে। যদিও একটি বোমা বিছানার উপরে পড়তেই আহত হয় এক নাবালক-সহ পুরুষ ও এক মহিলা। এছাড়াও বারান্দার পাশের একটি টিনের দরজা ভেঙে যায়। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে, যদিও বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন ওই অঞ্চলের তৃণমূল নেতা রবীন্দ্রনাথ রায়।

NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-16/2023-24** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 6(Six) nos. works/Scheme under 15th CFC untied Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in** Reference **Tender ID:2023_DM_572396_1 to 2023_DM_572396_6.** Document download/sell starting from **19.09.2023 up to 25.09.2023 4.00 PM.** Bid submission starting from **19.09.2023 up to 25.09.2023 at 04:00 pm.** And Opening on **27.09.2023 at 04:05 P.M.** For details please visit the website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- **NIT No.:- 06/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 27)**
- No. of Work:- 27 (Twenty Seven) nos.
- Last Date of Application:- **26.09.2023 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **29.09.2023 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **03.10.2023 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **03.10.2023 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- **NIT No.:- 07/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 22)**
- No. of Work:- 22 (Twenty Two) nos.
- Last Date of Application:- **26.09.2023 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **29.09.2023 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **03.10.2023 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **03.10.2023 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting E-Tender No. 147/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_572397, Date: 18.09.2023
Notice Inviting E-Tender No. 148/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_572404, Date: 18.09.2023

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the two nos. different works. Fund: 15th FC. Time of completion: 45 Days. Date of Start of downloading the documents **from 19.05.2023 at 6.05 PM up to 26.09.2023 at 1.00 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **26.09.2023 at 6.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid (Online) on **29.09.2023 at 3.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

OFFICE OF THE PRADHAN
JABARRAH-JHAPRA 1NO GRAM PANCHAYAT
Under Para Panchayat Samity
Vill + PO: Jhapra, Dist: Purulia
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No: 332/JJ-IGP/2023 Date: 18/09/2023
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-08/2023-24(2 nd Call)
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-09/2023-24(3 rd Call)
NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-10/2023-24

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https:wbtenders.gov.in/.** 1. Date and Time of Download/Sale: **from 19/09/2023 6 pm to 26/09/2023 6 PM.** 2. Date and time of Bid Submission: **from 19/09/2023 6 PM to 26/09/2023 6 PM.** 3. Date and time of Bid Opening: **29/09/2023 at 12 Noon.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/-Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

E-Tendering Notice No. WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 05/2023-24 and WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 06/2023-24. Last date of Bid Submission: **27/09/2023 up to 2.00 PM.** Date of Opening Of Bid: **03/10/2023 at 11.00 AM.** e-Tendering website : - **www.wbtenders.gov.in.** For details, intending contractors may also contact Engg. Dept. of this office and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgiri, P.O.Lakshmanpur, Dist. Howrah, Pin-711114
Notice Inviting E-Tender
987/NIT/15th CFC(Tied)/MAK-II/23-24, Date.15.09.2023

E-Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for total 1 No. work. Source of Fund: 15th CFC. Last date of submission of Tender paper **up to 26.09.2023.** Technical Bid Opening Date **29.09.2023.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchyat

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সামগ্রী বিক্রয়ে অধীন ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ (**''কোড''**) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩৩(১) ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া **(তরলীকরণে)** ধারা, ২০১৬। এতদ্বারা জনস্বার্থে বিজ্ঞাপিত করা যায় যে নিম্নবর্নিত বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড-এর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **''যেখানে আছে''**, **''যা আছে''**, **''যা কিছু আছে''** এবং **''কোন উপায় নেই''** ভিত্তিতে সারণীতে উল্লেখিত তারিখে যা তরলীকরণ প্রক্রিয়াতে রয়েছে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না মূল্য জমা করতে সারণীতে উল্লেখিত তারিখে উল্লেখিত সম্পত্তি ভিত্তিতে। বিক্রয় করা হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে যা ওয়েব পোর্টালে প্রদান করা হবে-www.airauctioneer.com। সাধারণ জনতাকে আহ্বান জানানো হচ্ছে নিজে বা স্বীকৃত প্রতিনিধি মারফত দরপত্র জমা করতে।

সম্পত্তির সারণী (লক্ষ টাকায়)

লট নং.	সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত দর
১.	৩য় ফ্লোর অফিস স্থান রয়েছে যে অ্যাপার্টমেন্টে তার নাম হল 'মীরা মহল'' অবস্থিত রয়েছে ঃ প্রিমিসেস নং. ৩এ, মুজফফর আহমেদ স্ট্রিট (আরও যা পরিচিত রিপন স্ট্রিট হিসাবে), হোল্ডিং নং. ১০০, কলকাতা পুলিশ পেট্রোল পাম্প নিকট (বাটা মোড়), পোস্ট ও থানা-পার্ক স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং. ৬৩।	৬৩.০০	৬.৩০	১.২৬
২	আর্থিক সম্পদ (ঋণগ্রহীতা, অগ্রিম এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পত্তি) পরিহার লেনদেন আবেদনের ফলাফল থেকে আয় ছাড়া	১৪৮.০০	১৪.৮০	২.৯৬

ইএমডি জমার শেষ তারিখ ঃ ১০.১০.২০২৩, ১৭.৩০ ঘটিকা
শেষ তারিখ/ সময় দরের ঃ ১১.১০.২০২৩, ১৪.৩০ ঘটিকা

বিক্রয় অনুষ্ঠিত হবে নিয়ম এবং শর্তাবলী মোতাবেক যা উল্লেখ রয়েছে প্রক্রিয়া নথিতে এবং নিম্নলিখিত শর্ত মোতাবেক ঃ

১. সম্পত্তির বিবরণী যা উপরোক্ত সারণীতে উল্লেখিত তরলীকারকের সর্বোচ্চ তথ্যমতে, কিন্তু তরলীকারক কোন ত্রুটি, ভ্রান্তি বা অনুল্লেখের জন্য জবাবদিহিতে বাধ্য নন এই ঘোষনায়।

২. দরদাতাদের দ্বায়িত্ব পরিদর্শন করে সন্তুষ্টির জন্য সম্পত্তির বিষয়ে এবং দরপত্র জমা দেওয়ার পূর্বে। সম্পত্তি পরিদর্শন যা নিলামে থাকবে অনুমোদন করা হবে আগ্রহী দরদাতাদের পরিদর্শনে প্রকাশের দিন থেকে নথি এবং ইএমডি জমার শেষ তারিখ পর্যন্ত। তরলীকারক দায়ী থাকবেন না কোনরূপ পরিবর্তন, পূর্বস্বত্ব, দায়বদ্ধতা বা কোন বকেয়া সরকার বা অন্য কোন স্থানে ই-নিলামের সম্পত্তির বিষয়ে। আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা যায় কোনরূপ দায় সম্পর্কে নিজেদের থেকে খোঁজ নিতে সম্পত্তি বিষয়ে সঙ্গে বিধিবদ্ধ দায়, সম্পত্তি করের বকেয়া, বিদ্যুতের বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে।

৩. আগ্রহী দরদাতারা জমা করতে পারবেন ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফট দ্বারা **''বারসেলি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড''** পক্ষে বা ব্যাঙ্কিং ট্রান্সফার মাধ্যমে শেষ তারিখের মধ্যে যা ওপরের সারণীতে উল্লেখিত, এই অ্যাকাউন্টে-**বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড, অ্যাকাউন্ট নং. ৩১৮৩০০২১০১৭২৪০১৫, আইএফএসসি কোড পিইউএনবি০৩১৮৩০০**। কোন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ড্রাফট গ্রাহ্য নহে।

৪. দরদাতাদের অনুরোধ দেখতে-**www.intelligentupdates.blogspot.com/p/sale-ntice-insolvency.html** বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী জানতে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার নিজেদের দর জমা দেওয়া এবং ই-নিলাম বিক্রয়ে অংশ নেওয়ার পূর্বে।

৫. যদি অংশ নিতে ইচ্ছুক থাকেন একাধিক লটে লট নং. ৩ সহকারে, সেক্ষেত্রে দরদাতাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে লট নং. ৩ এ অংশ গ্রহণকারীকে এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের দর বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

তারিখ ঃ ২০.০৯.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা
জয়নারায়ণ গুপ্তা
তরলীকারক, মে. বারসেলি এন্টারপ্রাইজ লি.
আইবিবিআই রেজি নং. আইবিবিআই / আইপিএ-০০১ / আইপি-পি০০৩৭১ / ২০১৭-২০১৮ / ১০৬২৮

যোগাযোগ ঠিকানা ঃ ইন্টেলিজেন্ট আইপি ম্যানেজমেন্ট সলিউশান প্রা.লি., ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, **ip.belcrip@gmail.com রেজিস্টার ঠিকানা ঃ** ওয়াইএমসিএ বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, ২৫ জহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা-৭০০০৮৭, **cajainarayangupta@gmail.com**

১০ ইউনিট দ্বি-তল টাইপ-II কোয়ার্টার নির্মাণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৫-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ ৩৭-এপি-II-২০২৩। কাজের নামঃ** এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জং. সেকশনের অন্তর্গত ধুবড়ি কলোনিতে জরাজীর্ণ কোয়ার্টার পরিবর্তন করে ১০ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টার (দ্বি-তল) নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,১১,৯২,৭০৬.৫৭ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৫৬,০০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১২-১০-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১২-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

এফওবি-এর ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ১৫-০৯-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নংঃ ৩২-এপি-III-২০২৩। কাজের নামঃ** মুজনাল স্টেশনে এফওবি (৩.০০ এম প্রশস্ত)-এর ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১০,১৭,২৫২.৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,৫৫,১০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১১-১০-২০২৩ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১১-১০-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Office of the
Sonaijuri Gram Panchayat
Sonaijuri, Baligara, Purulia
NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT NIT/01 23-24

Sealed tender for **NIT/01 (2023-2024) Dated 18.09.2023** in prescribed tender form of Sonaijuri Gram Panchayat is hereby invited from the bonafide and eligible contractors of different types of works in Gram Panchayat area. Please contact if required with the Sonaijuri Panchayat Office within office hours as well as office day **upto 26.09.2023 upto 1 P.M.**

Sd/- Pradhan
Sonaijuri Gram Panchayat

Office of the
Sonaijuri Gram Panchayat
Purulia-I, Purulia
gp.sonaijuri@gmail.com
Notice Inviting e-Tender

The Pradhan, Sonaijuri Gram Panchayat, Purulia-I, Purulia invites online tender bearing **NIeT No :- WBPUR/SGP/NIeT-03/23-24. Dated 18-09-2023** for 18 nos work from bonafied, resourceful contractor . Last date of bid submission **25/09/23.**, Details of NIeT may be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Sonaijuri Gram Panchayat

Jiaganj–Azimganj Municipality
PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad.

Chairman of J.A Municipality invites open e.Tenderas below :-

Sl	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1	Supply and Installation of 3 Nos. Pen Stock Gate and Lighting Arrangement at Oxidation pond Area Under Jiaganj-Azimganj Municipality.	2023_MAD_563027_1	11.10.2023

Sd/-Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- **NIT No.:- 04/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 08)**
- No. of Work:- 08 (Eight) nos.
- Last Date of Application:- **25.09.2023 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **27.09.2023 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **29.09.2023 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **29.09.2023 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive Officer, Para Panchayat Samity, District-Purulia invites Tender for the following items on:-
- **NIT No.:- 05/EO/PPS of 2023-24 (Sl. No.-01 to 09)**
- No. of Work:- 09 (Nine) nos.
- Last Date of Application:- **25.09.2023 up to 16.00 hours.**
- Date of issue of Tender paper:- **27.09.2023 at 11.00 hours. To 16.00 hours.**
- Last date of dropping of Tender papers **29.09.2023 up to 14:00 hours** in the Tender Box kept for the purpose at the office of the undersigned.
- Date of Opening of Tender **29.09.2023 after 14:00 hours.**

For more details go to website: **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may contact to Para Panchayat Samity office on working days at office hours.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayet Samity

বুনিয়াদপুর পৌরসভা
বুনিয়াদপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর

এতদ্বারা বুনিয়াদপুর পৌর এলাকার জনগণকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৫.০৯.২০২৩ তাং এ বুনিয়াদপুর পৌরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর সভায় খসড়া Bye-Law-on Solid Waste Management গৃহীত হয়েছে। খসড়া Bye-Law টি বুনিয়াদপুর পৌরসভার চিঠিপত্র জমা ও প্রেরণ শাখা থেকে ২০.০৯.২০২৩ থেকে ৩০.০৯.২০২৩ তারিখের মধ্যে পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এবং অভিযোগ ও সুপারিশ থাকলে তা নিম্নলিখিত করনে ৩০-০৯-২০২৩ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

পৌরাধ্যক্ষ
বুনিয়াদপুর, বুনিয়াদপুর পৌরসভা

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER

Notice Inviting Tenders are hereby invited by the undersigned for 12 nos. works, details of which as noted below: **1. N.I.T. No.: 11(12)/Bish-I/2023-24, Dated: 19/09/2023. 2.** Bid submission start date: **19.09.2023. 3.** Bid submission closing date: **29.09.2023.** All relevant details available from the office of the undersigned in working days.

Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

CANTONMENT BOARD, BARRACKPORE
MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA
77, MIDDLE ROAD, BARRACKPORE, KOLKATA- 700120
Ph.: 2594 8022, e-mail: ceobarr-stats@nic.in, / Website : https://www.barrackpore.cantt.gov.in/

ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশনের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ব্যারাকপুর **''স্বচ্ছ হি সেবা''** অভিযানের অধীনে **১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ০২ অক্টোবর ২০২৩** পর্যন্ত বিশেষ অভিযানের আয়োজন করেছে।

স্বা /- চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ব্যারাকপুর

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites tender online percentage rate in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/079/019/2023-2024
Name of the Work: **Renovation of Mid-day Meal Room of KMCP School at 15, Debi Chowdhury Road in Ward No. 79.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,61,617.31.** Earnest Money: **Rs. 3,250.00**. Period of Completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/079/032/2023-2024
Name of the Work: **Renovation of bustee passage by concrete surrounding Shahpur area in Ward No. 79.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,396.09.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/080/019/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work: **Development of drainage system at Sick Lane Bustee in Ward No. 80.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,130.18.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/IX/079/031/2023-2024
Name of the Work: **Renovation of Bustee Latrines surrounding Ward No. 79.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,725.98.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **04.10.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 4].** Tender will be opened on: **06.10.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **22.09.2023 (5 p.m.)**. **[For Sl. No. 1 to 4].**

(5) NIT No. : KMC/IX/073/023/2023-2024 (1st CALL)
Name of the Work: **Maintenance of road side guard railing by painting at Harish Mukherjee Road, Hazra Road and D. L. Khan Road in Ward No. 71 & 73.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,60,558.02.** Earnest Money: **Rs. 5,300.00**. Period of Completion: **90 days.**

(6) NIT No. : KMC/IX/078/010/2023-2024/B (1st CALL)
Name of the Work: **Improvement of bustee drainage system at 21/1/1C, 21/1, H/7, Mominpore Road and its surrounding areas in Ward No. 78.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,67,344.18.** Earnest Money: **Rs. 7,500.00**. Period of Completion: **45 days.**

(7) NIT No. : KMC/IX/073/015/2023-2024/R (1st CALL)
Name of the Work: **Repairing of footpath at Kalighat Road and surrounding area in Ward No. 73.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,24,254.69.** Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **29.09.2023 at 12 noon [For Sl. No. 5 to 7].**

(8) NIT No. : KMC/IX/073/020/2023-2024/R (1st CALL)
Name of the Work: **Lowering of road at Gobinda Ghosal Lane (from Xing of Balaram Bose Ghat Road to 28 Gobinda Ghosal Lane) in Ward No. 73.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,54,704.21.** Earnest Money: **Rs. 7,100.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **30.09.2023 at 12 noon.** Tender will be opened on: **03.10.2023 at 12 noon [For Sl. No. 5 to 8].** The bid forms and other details are available on and from **20.09.2023 (5 p.m.) [For Sl. No. 5 to 8].**

(9) NIT No. : KMC/IX/080/032/2023-2024
Name of the Work: **Development of drainage system at Brooklyn Bustee in Ward No. 80.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 4,99,048.53.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **25.09.2023 at 12 noon.** Tender will be opened on: **27.09.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **16.09.2023 (5 p.m.).** From the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 9].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC** invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No. : X/100/019/2023-2024/R
Name of the Work: **Painting on road guard railing from Garia More to Fire Brigade along N. S. C. Bose Road and Garia More to Ganguly Bagan along Raja S. C. Mullick Road in Ward No. 100.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,72,548.40.** Earnest Money: **Rs. 3,500.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **30.09.2023 at 12 noon.** Date and time of opening of bid: **04.10.2023 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.09.2023 (From 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-XII, KMC** invites tender online percentage rate in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XII/108/49/23-24
Name of the Work: **Maintenance of roads by providing hot-mix at different places in Ward No. 108.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,395.54.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **30.09.2023 at 11 a.m.** Date and time of opening of bid: **03.10.2023 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-V/045/10/2023-2024 of Engineering Department (Civil), Br-V was published in this Newspaper **(Key No. 738/23-24) on 16.09.2023** the estimated cost of **Sl. No. 2** will be read as **Rs. 3,24,610.42 (Including GST & CESS)** instead of Rs. 3,24,610.42 (Including CESS).

(2) NIT No. : KMC/DYCE (PS)/DC_NPPS/23-24 (1st Call) of P&S Department was published in this Newspaper **(Key No. 698/23-24) on 09.09.2023.** The last date and time of submission of bid of **Sl. No. 3** should be read as **27.09.2023 at 1 p.m.** instead of 16.09.2023 at 1 p.m.

754/23-24

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

আছড়ে পড়বে অতিকায় গ্রহাণু, আশঙ্কা

পৃথিবীতে একদিন রাজত্ব করত অতিকায় ডাইনোসররা। কিন্তু নীল রঙের এই গ্রহে দাপিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আচমকাই ভ্যানিশ' হয়ে যায় তারা। নেপথ্যে ছিল কোন আগন্তুক, বিজ্ঞানীরা বলেন গ্রহাণুর ঝাঁক! প্রশ্ন ওঠে, মানব সভ্যতাও কি কখনও এই ভাবে বিপন্ন হতে পারে? এমন আশঙ্কা কিন্তু রয়েছে। নাসার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়তে

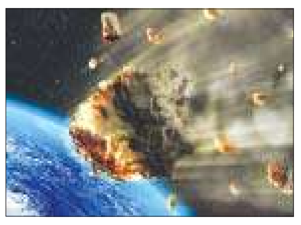

পারে ২০২৩ ডিডবলিউ'। আর দিনটাও এক বিশেষ দিন। ১৪ ফেব্রুয়ারি। হাতে অবশ্য সময় রয়েছে। কেননা ওই গ্রহাণুটির সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে ২০৪৬ সালে। কিন্তু সময় যতই বাকি থাক, সুইমিং পুলের আকারের এই গ্রহাণুটিকে ঘিরে আশঙ্কার মেঘ এখনই ঘনাতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে যদিও পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ০.১২ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট। অর্থা এখনও গ্রহাণুটির সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব বিপুল। কিন্তু এখন থেকেই সতর্ক রয়েছে নাসা। প্রসঙ্গত, এই ধরনের আগন্তুক গ্রহাণু অতীতে বহুবার পৃথিবীতে আছড়ে পড়েছে এবং পৃথিবীর বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সাম্প্রতিক অতীতে বহুবারই গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষে মানব সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার নানা জল্পনা ও গুজব শোনা গিয়েছে। কিন্তু সাধারণত এই ধরনের গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমই থাকে। যদিও কখনও কখনও অন্য গ্রহের সঙ্গে মহাকর্ষীয় টানের কারণে তারা আচমকাই অনেকটা কাছে চলে আসে। এর মধ্যে যেগুলির সঙ্গে সংঘর্ষের ক্ষীণ সম্ভাবনাও থাকে, তাদের নিয়ার আর্থ অ্যাস্টরয়েড' তথা এনইএ হিসেবে ধরা হয়। আর এই ধরনের গ্রহাণুদের মধ্যে শীর্ষেই রয়েছে ২০২৩ ডিডবলিউ'। যদিও হিসেব বলছে, পৃথিবীর বুকে তার আছড়ে পড়ার আশঙ্কা খুবই কম। ৫৬০ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং এমনও হতে পারে, ধাক্কা লাগলই না। কিন্তু আশঙ্কা যেহেতু রয়েছে, তাই বিষয়টিকে হালকা ভাবে নিতে রাজি নন বিজ্ঞানীরা। এখন থেকেই নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছেন তাঁরা। যদি সত্যিই সেটি আছড়ে পড়ে, তাহলে যে আস্ত একটি শহরকে ধ্বংস করে দিতে পারে তাতে নিশ্চিত নাসা। তাই যে কোনও ভাবে এই ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতেও সতর্ক থাকছে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থাটি।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে ফেলল আদিত্যে এল১, অভিমুখ এবার সূর্যের কক্ষপথের দিকে

বিজ্ঞানীদের হিসেবনিকেশকে একেবারে নিখুঁতভাবে মিলিয়ে দিয়ে লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে ভারতের

তৈরি সৌরযান আদিত্য এল১। সোমবার রাত ২টো নাগাদ পৃথিবীর মাধ্যকর্ষণ কাটিয়ে ফেলেছে সৌরযান। এই মুহূর্তে পৃথিবীর ও সূর্যের কক্ষপথের মাঝে ট্রান্স-ল্যাগরাঞ্জিয়ান পয়েন্টে অবস্থান করছে আদিত্য। সফলভাবে আদিত্যর মাধ্যাকর্ষণ কাটানোর খবর X হ্যান্ডলে জানিয়েছে ইসরো। এবার তার গতিপথ সূর্যের ল্যাগরাঞ্জিয়ান পয়েন্ট ১। সেদিকেই এগোচ্ছে আদিত্য এল১। অঙ্ক বলছে, ১১০ দিন পর সেই লক্ষ্যে পৌঁছবে যানটি। তারপর শুরু হবে সূর্যের করোনা অংশ থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ। দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতের সৌরযান আদিত্য এল১ যাত্রা শুরু করেছিল গত ২ সেপ্টেম্বর। সফলভাবে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে পাড়ি দেয় যানটি। এতদিনে পৃথিবীর মোট ৫ টি কক্ষপথ বদল করে ১৮ তারিখ রাতে মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে আরও দূরে চলে গেল সে। পৌঁছে গেল সূর্যের আরও কাছে। এই ট্রান্স-ল্যাগরাঞ্জিয়ান পয়েন্ট মূলতঃ পৃথিবী ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের সমতার খেলা চলে। এবার আদিত্য এল১-এর কাজ, সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝের এই অঞ্চল পেরিয়ে সূর্যের L1 পয়েন্টে পৌঁছে তাকে পর্যবেক্ষণ করা। ১১০ দিন পর সেই পয়েন্টে পৌঁছবে ইসরোর সৌরযান। তখন পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব হবে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। এই দূরত্ব থেকেই পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে আদিত্য। একের পর এক ধাপ অনায়াসে পেরিয়ে যাওয়ায় আদিত্যকে নিয়ে ইসরো খুবই আশাবাদী। পৃথিবী থেকে ৫০ হাজার কিলোমিটার দূরে পৌঁছে গিয়েছে আদিত্য এল ১। এবার সেখান থেকে নানা তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করল ইসরোর এই সৌরযান। সোমবার এক্স প্ল্যাটফর্মে এই খবর জানিয়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। পৃথিবীর আশপাশে কী ধরণের কী ধরনের উপাদান রয়েছে, আপাতত সেই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করবে আদিত্য এল ১। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই পৃথিবীর কক্ষপথের মায়া কাটিয়ে সূর্যের দিকে এগিয়ে যাবে ইসরোর সৌরযান। ইসরো জানিয়েছে, কাজ শুরু করেছে সৌরযানের মধ্যে থাকা স্টেপ' প্রযুক্তি। মূলতঃ সৌরজগতের নানা উপাদান নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোই এই স্টেপের কাজ। আদিত্য এল ১-এর গায়ে মোট ছ'টি সেন্সর রয়েছে, যার সাহায্যে সূর্যের কাছাকাছি থাকা আয়ন ও ইলেকট্রন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। সেই তথ্য বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হবে ইসরোর কাছে। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই পৃথিবী থেকে ৫০ হাজার কিলোমিটার দূরে পৌঁছে গিয়েছে আদিত্য এল ১। সেখান থেকেই তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেছে সৌর যানের ভিতরে থাকা স্টেপ প্রযুক্তি। আপাতত সৌরযানের মধ্যে থাকা সমস্ত প্রযুক্তিই সঠিকভাবে কাজ করছে বলেই ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে। তবে আদিত্যর আসল অগ্নিপরীক্ষা মঙ্গলবার, ১৯ সেপ্টেম্বর। এদিনই পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে সূর্যের কক্ষপথে ঢোকে ভারতের সৌরযান। ৩ সেপ্টেম্বর প্রথমবার কক্ষপথ বদলেছিল সৌরযান। এরপর একে একে চারবার সেই কক্ষপথ বদলাল। এবার মঙ্গলবার পঞ্চমবার কক্ষপথ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর মায়া' কাটিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেয় আদিত্য। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বাইরে বেরিয়ে সূর্যের দিকে এগিয়ে চলবে। ১৫ লক্ষ কিমি দূরে এল১ পর্যন্ত যাওয়ার কথা তার।

মেট্রো স্টেশন-দমদম বিমানবন্দরের সাথে সংযোগকারী সাব-ওয়ের স্ল্যাব ঢালাই সম্পন্ন

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতায় মেট্রো রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পুরোদমে চলছে। আন্ডারগ্রাউন্ড জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) মেট্রো স্টেশনটি ইয়েলো লাইনের অন্যতম প্রধান স্টেশন হতে চলেছে। এটি কলকাতার আন্তর্জাতিক প্রবেশদ্বার হতে চলেছে। সম্প্রতি এই স্টেশন নির্মাণে একটি বড় অগ্রগতি হয়েছে যা বিমানবন্দরের সাথে জয় শহর'-কে সংযুক্ত করবে। ১৬.০৯.২০২৩ তারিখে, মেট্রো স্টেশন এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সাথে সংযোগকারী সাব-ওয়ের শীর্ষ স্ল্যাব ঢালাই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং জনবল ও যন্ত্রপাতির যথাযথ স্থাপনার সাহায্যে, ৪০০ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে ঢালাইয়ের এই কাজটি দীর্ঘ ২০ ঘন্টায় সম্পন্ন হয়েছিল। এই ঢালাইয়ের সময় মোট ৪২৫ কিউবিক মিটার কংক্রিট খরচ হয়েছিল। মোট ১৬৫ এমটি এর চাঙ্গা খাঁচা ব্যবহার করা হয়েছিল। ৩৬ জন কর্মী এবং অপারেটর এবং ১২ জন প্রকৌশলী এই কৃতিত্ব অর্জনের জন্য ২ ঘন্টা কাজ করেছেন। এই ঢালাইয়ের জন্য ৮ টি ট্রানজিট মিক্সার এবং ২টি স্ট্যাটিক কংক্রিট পাম্প ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে এই কাজের সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। শ্রী কৌশিক মিত্র, মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ইলেকট্রিক-এর মতো সমস্ত স্টেকহোল্ডারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ডিস্ট্রিবিউশন কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউবিএসইডিসিএল), উত্তর দমদম পৌরসভা এবং অন্যান্যরা এই প্রকল্পটি সুচারুভাবে চালানোর জন্য তাদের ক্রমাগত সমর্থন এবং সহযোগিতার হাত বানিয়ে দিয়েছে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল ত্যাগ করল আদিত্য-এল ১, লক্ষ্য ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পৃথিবীর কক্ষপথে ভারতের সৌরযান আদিত্য-এল ১-এর শেষ তথা পঞ্চম ধাপটিও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। কক্ষপথ পরিবর্তন করে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বাইরে বেরিয়ে চলে

গিয়েছে সৌরযান। এ বার তার লক্ষ্য সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝের ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্ট বা এল-১ পয়েন্ট। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) মঙ্গলবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছে, সোমবার ভারতীয় সময় রাত ২টো নাগাদ আদিত্য- এল ১ পঞ্চম কক্ষপথ পরিবর্তন করে পৃথিবীর টানের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের বাইরে ট্রান্স ল্যাগরেঞ্জিয়ান পয়েন্টে সৌরযানটিকে আপাতত স্থাপন করেছে ইসরো। সেখান থেকে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝের এল১ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে আদিত্য-এল ১। ইসরো জানিয়েছে, ১১০ দিন পর সৌরযানটিকে এল ১-এর কাছাকাছি অন্য একটি কক্ষপথে পাঠানো হবে। উল্লেখ্য, গত ২ সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে সূর্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল আদিত্য-এল ১। তার পর এত দিন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের অধীনে তার চারপাশেই পাক খাচ্ছিল সৌরযানটি। পৃথিবীর কাছে মোট পাঁচটি কক্ষপথ বদলের পর অবশেষে টান কাটিয়ে বেরোতে পেরেছে সেটি।

এলআইসি এজেন্ট এবং কর্মচারীদের জন্য অনুমোদন অর্থ মন্ত্রণালয়ের

১৮ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতের লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের এজেন্ট এবং কর্মচারীদের সুবিধার জন্য অর্থমন্ত্রক আজ কল্যাণমূলক পদক্ষেপের সিরিজ অনুমোদন করেছে। নিম্নলিখিত কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলি মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। গ্র্যাচুরিটির বর্ধিতকরণ- এজেন্টদের প্রদেয় সর্বোচ্চ পরিমাণ এখন ৫,০০,০০০-এ উন্নীত হয়েছে। রেনুয়াল কমিশনের জন্য যোগ্যতা- বিধান অনুযায়ী পুনরায় নিয়োগকৃত এলআইসি এজেন্টরা রেনুয়াল কমিশন পাওয়ার যোগ্য। এহ্যান্সড টার্ম ইন্স্যুরেন্স কভার- এজেন্টদের প্রদেয় ফিস্টারম ইন্স্যুরেন্সের পরিমাণ পর্যন্ত ১,৫০,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পারিবারিক পেনশন-এলআইসি কর্মচারীদের পরিবারের কল্যাণের জন্য ৩০শতাংশ-র অভিন্ন হারে পারিবারিক পেনশন। শ্রী সিদ্ধার্থ মোহান্তি, চেয়ারপার্সন, এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, ভারতের জীবন বীমা কর্পোরেশনের এজেন্ট এবং কর্মচারীদের সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। এই পদক্ষেপ কর্পোরেশনের এলআইসি-র কর্মচারীদের মনোবল বাড়িয়ে তুলবে। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ মুম্বাইতে তারিখ। আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন- এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (সিসি) এলআইসি অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল অফিস, মুম্বাই, ইমেল-আইডি : edcclicindia.com, www.lic.india.in-এ আমাদের ভিজিট করুন।

৫ দিনের মধ্যে ছাড়তে হবে ভারত, কানাডার কূটনীতিককে বহিষ্কার করল বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ খালিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের ঘটনায় ভারত যোগের অভিযোগে সে দেশ থেকে বহিস্কার করা হয় ভারতের কূটনীতিককে। যা নিয়ে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হতেই এবার পাল্টা পদক্ষেপ করল দিল্লি। জাস্টিন ট্রুডো সরকারের পদক্ষেপের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভারতে থাকা

কানাডার কূটনীতিককে বহিস্কার করেছে দিল্লি। কানাডার যে কূটনীতিক ভারতে রয়েছেন, আগামী ৫ দিনের মধ্যে তাঁকে এ দেশ ছাড়তে হবে বলে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। আগামী ৫ দিনের মধ্যে ভারতে থাকা কানাডার কূটনীতিককে দিল্লি ছাড়তে হবে বলে এস জয়শঙ্করের দফতরের তরফে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। এবছর জুন মাসে খলিস্তানপন্থী সংগঠন 'খলিস্তান টাইগার ফোর্স' বা কেটিএফের প্রধান তথা কানাডার সারের গুরু নানক শিখ গুরুদ্বার সাহিবের প্রধান হরদীপ সিং নিজ্জর খুন হন। দুই অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী ৪৬ বছরের নিজ্জরকে গুরুদ্বার চত্বরের মধ্যেই গুলি করে খুন করে পালিয়ে যান। সেই ঘটনার তদন্তে ভারতের হাত খুঁজে পেয়েছে কানাডা। অন্তত, কানাডার পার্লামেন্টের জরুরি অধিবেশনে তেমনই দাবি করেছেন সে দেশের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। অভিযোগ ছিল, তাঁর সরকারের কাছে হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ভারত সরকারের এজেন্টদের যোগ থাকার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ রয়েছে। কানাডার তদন্তকারী সংস্থাগুলি এই বিষয়ে আরও বিশদে তদন্ত করছে বলেও জানিয়েছেন ট্রুডো। পাশাপাশি কানাডার প্রধানমন্ত্রী এ-ও জানিয়েছেন যে, বিষয়টি নিয়ে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন তাঁর সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও কথা হয়েছে। পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি নয়াদিল্লি। কঠোর ভাষায় কানাডার পদক্ষেপের সমালোচনা করে সমস্ত অভিযোগকেই কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের তরফ থেকে কড়া বিবৃতি জারি করা হয়। সেখানে লেখা হয়, ''আমরা কানাডার পার্লামেন্টে সে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দেখেছি এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছি। পাশাপাশি, সে দেশের বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্যকেও একই ভাবে প্রত্যাখ্যান করছি।'' তার পর সেই বিবৃতিতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে, ''কানাডার মাটিকে ব্যবহার করে ভারতের কোনওরকম হিংসাত্মক ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। একই ধরনের অভিযোগ কানাডার প্রধানমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও করেছিলেন এবং তা সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।'' এই ঘটনায় ভারতে নিযুক্ত কানাডার হাইকমিশনারকে ডেকে পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। মঙ্গলবার তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কানাডার দূতাবাসে কর্মরত এক সিনিয়র কূটনীতিককে বহিস্কার করা হচ্ছে। ওই সিনিয়র কূটনীতিককে পাঁচ দিনের মধ্যে ভারত ছাড়তে হবে।

সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদের। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার পুরনো সংসদ ভবনের সেন্ট্রাল হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না, জ্ঞান এবং উদ্ভাবনই চাহিদা এবং আমাদের সেদিকে মনোনিবেশ করা উচিত। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যের পর, আমাদের তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছে। আমাদের এই সুযোগ হাতছাড়া করলে চলবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আজ নতুন সংসদ ভবনে আমাদের নতুন ভবিষ্যতের সূচনা হতে চলেছে। আজ, আমরা উন্নত ভারতের সংকল্প পূরণের দৃঢ়সংকল্প নিয়ে নতুন ভবনে যাচ্ছি। সংসদের পুরনো ভবনের স্মৃতিচারণা করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এই সংসদের জন্য মুসলিম মা- বোনেরা ন্যায়বিচার পেয়েছেন, এখান থেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে 'তিন তালাকের' বিরোধিতাকারী আইন পাশ হয়েছে। এই সংসদ বৃহন্নলাদের ন্যায়বিচারের আইন পাশ করেছে। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা সংসদ থেকে ৩৭০ ধারা বাতিল করার সুযোগ পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমি লাল কেল্লা থেকে বলেছিলাম- এখনই সময় এবং সঠিক সময়। আমরা যদি একের পর এক ঘটনা দেখি, প্রত্যেকটিই প্রমাণ করে যে, ভারত এখন নতুন চেতনায় জেগে উঠেছে। ভারত এক নতুন শক্তিতে ভরপুর। এই চেতনা ও শক্তি কোটি কোটি মানুষের স্বপ্নকে সংকল্পে পরিণত করতে পারে এবং সেই সংকল্পকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে। মোদী বলেছেন, সংসদে প্রণীত প্রতিটি আইন, সংসদে অনুষ্ঠিত প্রতিটি আলোচনা এবং সংসদের দেওয়া প্রতিটি সংকেত ভারতীয় আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করবে। এটা আমাদের দায়িত্ব এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের প্রত্যাশা। এখানে যত সংস্কারই করা হোক না কেন, ভারতীয় আকাঙ্খাই আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

টাইল্‌স কেনার অভিজ্ঞতাকে সহজ-সরল করার প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওরিয়েন্টবেল

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতে টাইল্‌স উৎপাদনে প্রথম সারির প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টবেল টাইল্‌স। ৪৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে টাইল্‌স শিল্পে উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সব সময় প্রথম সারিতে থেকে এসেছে। প্রযুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই কোম্পানি সম্প্রতি বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ শুরু করেছে, যার উদ্দেশ্য হল গোটা দেশে টাইল্‌স কেনার বিষয়টিকে গ্রাহকদের জন্য সহজ-সরল করে তোলা। বর্তমানে গ্রাহকদের সময়ের অভাব বেড়েই চলেছে, এমন অবস্থায় ওরিয়েন্টবেল টাইল্‌স নিয়ে এসেছে এমন অত্যাধুনিক ডিজিটাল টুল্‌স-এর সম্ভার যে যার ফলে টাইল্‌স কেনার প্রক্রিয়াটিই অতি সহজ হয়ে যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট -এ আছে ই-কমার্সে মতো উন্নত সার্চ ফিল্টার, যার সাহায্যে আপনারা ৩০০০-এর বেশি SKU বেছে-বেছে দেখতে পারবেন। আপনারা এমনকি একটি ছবি আপলোড করেই আপনার বাছাই করা টাইল্‌স আপনার ঘরের সঙ্গে মানানসই হচ্ছে কি না দেখে নিতে পারবেন! ওরিয়েন্ট টাইল্‌স-এর সিএমও অলোক আগরওয়ালের ভাষায়, আমাদের সবার জীবনেই এখন প্রচুর ব্যস্ততা। তাই একেবারে নতুন-নতুন টাইল্‌স কেনার সবচেয়ে সহজ উপায় নিয়ে এসেছে www.orientbell.com। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনাদের প্রিয়জনেরা বাড়িতে বসে নিজের সুবিধা অনুযায়ী ব্রাউজ করে দেখে নিতে পারবেন। এমনকি, আপনার কাছে যদি কোনও আকর্ষণীয় ছবি থাকে, সেই রকম টাইল্‌সও খুঁজে পেয়ে যেতে পারেন। একবার পরখ করে দেখুন, আপনাদের নিশ্চয় ভাল লাগবে। গ্রাহকরা ইনস্টাগ্রাম বা পিন্টারেস্ট (সেমলুক) থেকে আকর্ষণীয় ছবি আপলোড করে সেই একই ধরনের টাইল্‌স খুঁজে পেয়ে যেতে পারেন। আপনারা কোনও টাইল্‌স ছুঁয়ে অনুভব করতে চাইলে, আপনারা ওই ওয়েবসাইট থেকেই সরাসরি অর্ডার করেও দিতে পারেন। এই ডিজিটাল উদ্যোগ ছাড়াও ওরিয়েন্টবেল টাইল্‌স বিভিন্ন ডিজাইনের টাইল্‌সের সম্ভার নিয়ে এসেছে ইন্ডোর ও আউটডোরের ব্যবহারের জন্য। এখানে সুলভে ৩০০X৪৫০ MM ওয়াল টাইল্‌স থেকে শুরু করে হাই-গ্লস ১২০০X১৮০০ MM মারবেল টাইল্‌সও পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও কিছু কেজো প্রোডাক্টও রয়েছে। যেমন কুল টাইল্‌স, স্ক্র্যাচ ফ্রি টাইল্‌স এবং অ্যান্টি- স্ট্যাটিক টাইল্‌স।

সাফল্য সেনার, গুলিতে মৃত লস্কর জঙ্গি উজাইর

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ অনন্তনাগ এনকাউন্টার, যাকে সবচেয়ে দীর্ঘতম হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, উজাইর খানের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সপ্তম দিনে এসে শেষ হয়েছে। উজাইর খান কয়েকজন শীর্ষ সেনা কর্তাকে এই এনকাউন্টার চলাকালীন গুলি করে হত্যা করেছিলেন। উজাইর আহমেদ খানের বয়স ছিল ২৮ বছর। তিনি ছিলেন অনন্তনাগের নাগাম কোকারনাগের বাসিন্দা। তিনি ২৬ জুলাই ২০২২ সাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি মনে করছে উজাইরের সঙ্গে দুজন বিদেশী সন্ত্রাসবাদী ছিল। বিজয় কুমার, এডিজি কাশ্মীর, নিশ্চিত করেছেন যে এলইটি কমান্ডার উজাইর খান নিহত হযেছেন এবং অনুসন্ধান ও চিরুনি তল্লাশি অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত লোকদের গোপন আস্তানার কাছাকাছি না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। বিজয় কুমার বলেন, 'এলইটি কমান্ডার উজাইর নিহত, লাশ ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। আরও একটি লাশ দেখা গিয়েছে। তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। আমরা আরও ব্লাইন্ড সেল অনুসন্ধান করব... আমরা সকলের কাছে আবেদন না করছি যতক্ষণ না আমরা এটি পরিষ্কার করছি ততোক্ষণ যেন তাঁরা এই এলাকায় না যান। সেখানে মোট ২-৩ জন আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হয়তো আমরা অন্য লাশ খুঁজে পাব। দ্বিতীয় দেহ দেখা গিয়েছে। আমরা আরও স্পট খুঁজে বের করে ধ্বংস করব। তিনজন অফিসার এবং একজন সৈনিক শহীদ হয়েছেন'।

কমল সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা আরও কিছুটা কমল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন মাত্র ২৬ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৫০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৫২০ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩২,০৩০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৬৯৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ।

Name Change
I SUBHAM DHANUKA, SON OF LATE SURESH KUMAR DHANUKA, RESIDING AT CLUB TOWN, BLOCK-5, FLAT-3A, V.I.P ROAD, TEGHARIA, RAJARHAT GOPALPUR, PO- AIRPORT, PS- BAGUIATI, NORTH 24 PARGANAS -700052, WEST BENGAL.THAT MY FATHER'S ACTUAL NAME LATE SURESH KUMAR DHANUKA WHICH WRONGLY RECORDED AS LATE SURESH DHANUKA,THAT LATE SURESH KUMAR DHANUKA AND LATE SURESH DHANUKA BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023

Name Change
I SATRAJIT CHAKRABORTY,SON OF BARUN MOHAN CHAKRABARTI, RESIDING AT 28/1, M.N. SEN LANE,FL-1 A,1 ST FLOOR, REGENT PARK, KOLKATA-700040, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SATRAJIT CHAKRABARTI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 15/09/2023. THAT SATRAJIT CHAKRABORTY AND SATRAJIT CHAKRABARTI ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, TAPAN GHOSH (old name) S/O SAMBHU CHARAN GHOSH Presently residing at VILL=SWETPUR/PO=NOAPARA, PS=BHADRESWAR LM TITANIC BAR CHANDANNAGAR, PIN=712138, HOOGHLY West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) TAPAN KUMAR GHOSH, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. TAPAN GHOSH and TAPAN KUMAR GHOSH both are same and one identical person.

Name Change
I, DEBANTAR CHAKRAVORTY (old name) S/O DEBASIS CHAKRAVORTY Presently residing at Sripally Makarampur, Bolpur, Birbhum, Pin-731204 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) DEBANTAR CHAKRABORTY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. DEBANTAR CHAKRAVORTY and DEBANTAR CHAKRABORTY both are same and one identical person.

Name Change
I, MUDASSAR MOHAMMED (old name) S/O MD IMTEAZ Presently residing at 26/1/A, Jannagar Road, PO-Entally, PS-Beniapukur, Kolkata-700014 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) MD MUDASSAR, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. MUDASSAR MOHAMMED and MD MUDASSAR both are same and one identical person.

Name Change
I, AYESHA JULAKHA (old name) W/O MIRAJUDDIN SHEIKH Presently residing at Vill & PO- Batanal, PS-Arambagh, Dist- Hooghly, Pin-712615 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) AYESHA JULEKHA, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. AYESHA JULAKHA and AYESHA JULEKHA both are same and one identical person.

Name Change
I, ANIMA RANI MAITY (old name) W/O Rampada Maity Presently residing at Vill-Ajuria, PO-Palaspai, Daspur, Dist-Medinipur (West), Pin-721146 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) ANIMA MAITY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. ANIMA RANI MAITY and ANIMA MAITY both are same and one identical person.

Name Change
I, ARJUN MAITY (old name) S/O Santosh Kumar Maity Presently residing at Vill-Ajuria, PO-Palaspai, Daspur, Dist- Medinipur (West), Pin-721146 West Bengal, India, have changed my name to(shall henceforth be known as) RAMPADA MAITY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 16/09/2023. ARJUN MAITY and RAMPADA MAITY both are same and one identical person.

Name Change
I, MD SAYEEDUDDIN (old name) S/O MANJUR HOSSAIN Presently residing at 35/A/H/4, Watgunge Street, PO-Khiddirpore, PS- Watgunge, Kolkata-700023 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANWAR HOSSAIN (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/09/2023. MD SAYEEDUDDIN and ANWAR HOSSAIN both are same and one identical person.

Name Change
I, MD AMIR KHAN (old name) S/O KALIM KHAN Presently residing at Vill-Murhena, PO-Chamotha, PS-Rajuli, Dist- Nawada, Pin-805125, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)AMIR KHAN, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. MD AMIR KHAN and AMIR KHAN both are same and one identical person.

Name Change
I, Shahjahan Khatoon, date of birth 24/02/ 1984 (Existing name of Spouse and date of birth as per Nok) is legally wedded spouce of JC-390150N Rank Nb Sub Name Nizamuddin Ansari presently residing at 61/B. Dwarik Jungle Road, Po- Hazinagar, PS- Halisahar , Dist-North 24 Parganas. West Bengal declare through affidavit from Barrackpore Court on 15 Sep 2023 that I have changed my name from Shahjahan Khatoon to Shahjahan Begum & my correct Date Birth is 15.02. 1982. Therefore Shahjahan Khatoon and Shahjahan Begum is one and same identical person.

Name Change
I, JAISWAL (old name) W/O AMIT KUMAR JAISWAL Presently residing at Kunj Vihar, 3 rd Floor, Flat-3F, 147/2/C, Girish Ghosh Road, Belur, Bally, Howrah-711202 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) EKTA JAISWAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. JAISWAL and EKTA JAISWAL both are same and one identical person.

Name Change
I, USHA DEVI JAISWAL (old name) W/O ASHOK CHAND JAISWAL Presently residing at Kunj Vihar, 3 rd Floor, Flat-3F, 147/2/C, Girish Ghosh Road, Belur, Bally, Howrah- 711202 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) USHA JAISWAL, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. USHA DEVI JAISWAL and USHA JAISWAL both are same and one identical person.

Name Change
I, ANANGA ROY (old name) S/o GOKUL CHANDRA ROY Presently residing at 27/34, 1, Surya Sen Nagar, Khardah, Barrackpore, Pin-700117 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) ANANGA MOHAN ROY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 19/09/2023. ANANGA ROY and ANANGA MOHAN ROY both are same and one identical person.

Name Change
I PARTHA CHATTERJEE, SON OF PRANAB KUMAR CHATTERJEE, RESIDING AT TARAFDAR PARA ROAD, RAJPUR, PS-SONARPUR, Baruipur, 700151, WEST BENGAL, INDIA,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARTHAPRATIM CHATTOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023. THAT PARTHA CHATTERJEE AND PARTHAPRATIM CHATTOPADHYAY ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SK MAHASIN ALI (old name) S/O SK RAJAB ALI Presently residing at PASCHIMPARA , RANMAHAL , PO-DHULASIMLA, PS ULUBERIA, HOWRAH-711315 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK MAHASIN, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/09/2023. SK MAHASIN ALI and SK MAHASIN both are same and one identical person.

Name Change
I, JAGDISH PRASAD (old name) S/O TEKCHAND AGARWAL Presently residing at Sriramnagar, Block-2, Flat-4A, VIP Road, Opp. Haldiram, PS-Baguiati, Bidhannagar, Pin-700052 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)JAGDISH PRASAD AGARWAL (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/09/2023. JAGDISH PRASAD and JAGDISH PRASAD AGARWAL both are same and one identical person.

Name Change
I, SK SALLIM ALI (old name) S/O SK MAHASIN Presently residing at PASCHIMPARA , RANMAHAL ,PO-DHULASIMLA, PS ULUBERIA, HOWRAH-711315 India, have changed my name to (shall henceforth be known as) SK SALIM ALI, vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/09/2023. SK SALLIM ALI and SK SALIM ALI both are same and one identical person.

Name Change
I FALGUNI PAUL, WIFE OF PAPAN DEY, RESIDING AT DWARIKA ROAD,PO-DAKSHIN JAGADDAL, PS- SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700151, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FALGUNI PAUL DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023. THAT FALGUNI PAUL AND FALGUNI PAUL DEY ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, AABSHAR MOHMOOD (old name) D/O MALLICK ABU NASER Presently residing at 8/C, New Rasia Bagan Lane, PO- Circus Avenue, Kolkata-700017 West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) AABSHAR MAHMOOD (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/09/2023. AABSHAR MOHMOOD and AABSHAR MAHMOOD both are same and one identical person.

Name Change
I SAJIDA SANJIDA KHATOON,WIFE OF MOHAMMAD IMTIAZ, RESIDING AT 26/1A, JANNAGAR ROAD, ENTALLY, KOLKATA- 700014, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJIDA KHATOON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023. THAT SAJIDA SANJIDA KHATOON AND SANJIDA KHATOON ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I IMTIAZ MOHAMMAD,SON OF TUNNU MIA, RESIDING AT 26/1A,JANNAGAR ROAD, ENTALLY, KOLKATA- 700014, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD IMTIAZ VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023. THAT IMTIAZ MOHAMMAD AND MOHAMMAD IMTIAZ ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SRIBASH KIRTANIA RESIDING AT VILL-DUTTAPULIA SUKANTA PALLY,PO-DUTTAPULIA,PS-DHANTALA,NADIA-741504, WEST BENGAL.THAT MY MINOR DAUGHTER SHERAYASHI KIRTANIA SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHREYASHI KIRTANIA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023. THAT SHERAYASHI KIRTANIA AND SHREYASHI KIRTANIA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I KRISHNANGSU DAS,SON OF DAMODAR DAS, RESIDING AT VILL-KOLA,MAGRA STATION ROAD,PO & PS - MAGRA, HOOGHLY-712148,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNANGSHU SHEKHAR DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/09/2023.THAT KRISHNANGSU DAS AND KRISHNANGSHU SHEKHAR DAS ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I Md Mahtab Alam s/o Sk Mushtaque Alam residing at Bankra Khan Para, P.o Bankra P.s Domjur Dist Howrah- 711403, my father name -Sk Mushtaque Alam has been recorded almost in my all documents. But My father name has elisted as Md Mostaque in his all documents . Both the name is same an one identical person not two different person indicating him only by the notary affiidavit of Howrah court dated on 19/09/2023.

Name Change
I, SHAKIL TAJ Presently residing at Q-71 S A Farooque Road, Garden Reach, Kolkata-700024 India, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name MD TAIYAB instead of TAIYAB HUSSAIN, vide an affidavit sworn before Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore on 18/09/2023. MD TAIYAB and TAIYAB HUSSAIN both are same and one identical person.

প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি গম্ভীরা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে কর্মশালার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মালদার প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি গম্ভীরা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতেই একটি কর্মশালার আয়োজন করা হলো। জেলা প্রশাসন ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মঙ্গলবার এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের বাঁধরোড সংলগ্ন জেলা গ্রন্থাগারের কনফারেন্স রুমে। সেখানেই মালদার প্রায় ২৪ টি দলের গম্ভীরা শিল্পীদের নিয়েই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বর্তমানে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গম্ভীরা শিল্পীদের জন্য এক হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এই ভাতা এখনো অনেক শিল্পীরা পেতে বাকি রয়েছে। সেইসব শিল্পীদের যাতে এই ভাতা চালুর ব্যবস্থা করা হয়, সেই ব্যাপারেও এই কর্মশালায় অনেকেই আবেদন জানান। উল্লেখ্য, মালদা জেলায় বর্তমানে ২৪ টি দলের কয়েক হাজার গম্ভীরা শিল্পী রয়েছে। দুয়ারে সরকার কর্মসূচি থেকে অন্যান্য প্রশাসনিক সচেতনতামূলক বিষয়ে মূলতঃ গম্ভীরা শিল্পীদের ব্যবহার করা হয় । এছাড়াও গম্ভীরা শিল্পীরা বিভিন্ন সংস্থার হয়ে অনুষ্ঠান করে থাকেন । এদিন উপস্থিত এক গম্ভীরা শিল্পী অদ্বৈত বিশ্বাস জানিয়েছেন , রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা গম্ভীর গান গেয়ে মানুষকে সচেতন করে থাকি। মালদায় বর্তমানে তিন হাজার গম্ভীরা শিল্পী রাজ্য সরকারের ভাতা পাচ্ছেন। আরো অনেক শিল্পীরা এখনো ভাতা পান নি। তাদের যাতে দ্রুত ভাতা চালু করে দেওয়া হয় সেই ব্যাপারে আলোচনায় জানানো হয়েছে।

আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদে বিধ্বংসী আগুন, পুড়ল সরকারি নথিপত্র

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভয়াবহ আগুন লাগল আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের দফতরে। দুর্গাপুর সিটি সেন্টারের কাছে অবস্থিত আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের দফতরে সোমবার মধ্যরাতে আগুন লাগে। ভোররাত ২'টোর পরে আগুন লেগেছে জানতে পেরে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দাউদাউ করে জ্বলতে দেখা যায় দফতরের ঘরগুলিকে। বাইরে থেকে জানলা দিয়ে জল ছুড়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন দমকলকর্মীরা। হোস পাইপ দিয়ে জল দেওয়া হয়। প্রায় সাত ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুনের লেলিহান শিখায় যাবতীয় সরকারি নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দমকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও স্পষ্ট নয়। আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পৌঁছান দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ চট্টোপাধ্যায়ও। রাতে দফতরে কোনও কর্মী ছিলেন না। তবে অগ্নিকাণ্ডে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কাগজপত্র নষ্ট হয়েছে।

কোচবিহার বিমানবন্দর নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কোচবিহার বিমানবন্দর নিয়ে ল্যান্স ডাউন হলে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন কোচবিহারের জেলাশাসক পবন কদিয়ান। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের একাধিক আধিকারিকরা। মূলত কিছু অসমাপ্ত কাজ কিভাবে অতি দ্রুত সম্পন্ন করা যায় এবং সেই সাথে আরও একটি বিমান চালানোর

পরিকল্পনা কিভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, তাই ছিল এই আলোচনা সভার বিষয়বস্তু এবং এই কাজগুলি করতে যেসব বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করেন জেলাশাসক পবন কাদিয়ান। তিনি আরো বলেন বিমানবন্দরের চারিদিকে সিসিটিভি গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, আলোচনা হয়েছে কিছু গাছ নিয়ে। তার মধ্যে কিছু গাছ ইতিমধ্যেই টেকআপ আউট করা হয়েছে বলে তিনি জানান। এছাড়াও আলোচনা সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বোম ডিটেকটিভ এবং ডিসপোজাল এর জন্য কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কথা রাখল কর্ণাটক, তামিলনাড়ুর জন্য ছাড়া হয়েছে ৫ হাজার কিউসেক জল

ভোপাল, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কর্ণাটক সরকার মঙ্গলবার তামিলনাড়ুর জন্য ৫ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে। কর্ণাটকের মান্ড্য জেলার কৃষ্ণরাজা সাগর জলাধার থেকে ১৫ দিনের জন্য জল ছাড়া হয়েছে। অবশ্য সোমবার রাত থেকেই অল্প করে জল ছাড়া শুরু হয়েছে। কাবেরী ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি ১৫ দিনের জন্য কর্ণাটক সরকারকে, তামিলনাড়ুর জন্য জল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিল। জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে সোমবার কাবেরী ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথোরিটির কাবেরী নদীর জল ছাড়া নিয়ে একটি বৈঠকে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়। সিডব্লুএমএ-এর নির্দেশের পরেই আরকেএস জলাধার থেকে কর্ণাটক সরকার তামিলনাড়ুর জন্য ৫ হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে। কাবেরীর জল ছাড়া নিয়ে সোমবার দিল্লিতে জরুরী বৈঠক ডাকা হয়। যেখানে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক দুই রাজ্যই নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। জলবন্টন কমিটির এক আধিকারিক জানিয়েছেন, বৈঠকে কর্ণাটকের পক্ষ থেকে ৩০০০ কিউসেক জল দেওয়ার কথা বলা হয়। যেখানে তামিলনাড়ুর পক্ষ থেকে ১২,৫০০ কিউসেক জলের দাবি রাখা হয়। এরপর দুপক্ষের মধ্যে ৫০০০ কিউসেক জল নিয়ে চুক্তি হয়।

পূর্ব রেলে স্বচ্ছ স্টেশন দিবস পালন করা হয়েছে

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ স্বচ্ছতা পাখোয়ারা প্রোগ্রামটি ১৬.০৯.২০২৩ তারিখে শুরু হয়েছিল এবং ০২.১০.২০২৩ পর্যন্ত চলবে। স্বচ্ছতা পাখওয়ারার তৃতীয় দিনে অর্থাৎ ১৮.০৯.২০২৩, বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কার্যক্রমের মাধ্যমে পূর্ব রেল জুড়ে স্বচ্ছ স্টেশন (পরিচ্ছন্ন স্টেশন) দিবস পালন করা হয়েছে। স্বচ্ছতা পাখওয়ারার তৃতীয় দিন, 'স্বচ্ছ স্টেশন দিবস' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এ ক্যাটাগরির স্টেশনগুলি

পরিষ্কার করার জন্য, পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা, ঘোষণার মাধ্যমে অ্যান্টি -লিটারিং নোটিশ প্রদর্শন, ভিডিও ওয়ালে প্রদর্শনের জন্য। ডাস্টবিন ভরাট', ডাস্টবিন দান করুন' প্রচারণার আয়োজন করা হয়। শিয়ালদহ বিভাগে, শিয়ালদহ, কলকাতা, বারুইপুর, কৃষ্ণনগর, নিউ আলিপুর, হাবড়া স্টেশনগুলিতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। 'হারা গিলা, সুখ নীলা' স্লোগান সহ বর্জ্য পদার্থ আলাদাভাবে সংগ্রহের জন্য স্টেশনগুলিতে পৃথক ডাস্টবিন সরবরাহ করা হয়েছিল। শিয়ালদহ স্টেশনে ভিডিও ওয়ালের মাধ্যমে একটি অ্যান্টি-লিটারিং নোটিশ প্রদর্শিত হয়েছিল। আসানসোল ডিভিশনে, আসানসোল, মধুপুর, জাসিডিহ স্টেশনের মতো বিভিন্ন বড় রেলস্টেশনেও একটি নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছিল। হারা গেলা, সুখ নীলা' স্লোগান দিয়ে আলাদা ডাস্টবিনও রাখা হয়েছে। 'ডাস্টবিন পূরণ করুন', দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনে 'ডাস্টবিন দান করুন' এবং আসানসোল রেল স্টেশনে 'স্বচ্ছ রেল স্বচ্ছ ভারত' স্লোগান সহ বিভিন্ন স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা প্রচারের আয়োজন করা হয়েছিল। হাওড়া ডিভিশনের মধ্যে, বর্ধমান, ব্যান্ডেল, রামপুরহাট এবং হাওড়া স্টেশনে ড্রেন এবং টয়লেটগুলির পরিচ্ছন্নতার উপর প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। হারা গিলা, সুখ নীলা' এবং ডাস্টবিন ভরা', ডাস্টবিন দান করুন' প্রচারণার স্লোগান সমন্বিত বর্জ্য পদার্থের বিচ্ছিন্ন সংগ্রহের জন্য স্টেশনগুলিতে পৃথক ডাস্টবিনও রয়েছে। হাওড়া বিভাগের বিভিন্ন স্টেশনে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। স্বচ্ছ স্টেশন দিবসে মালদা বিভাগের প্রধান স্টেশনগুলিতেও বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং কার্যক্রম ছিল।

নবদ্বীপে তৈরী হচ্ছে প্রায় চল্লিশ ফুটের শিব মূর্তি বা আদি যোগীর মূর্তি, পাড়ি দেবে ত্রিপুরায়

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ শহর হলো অন্যতম একটি প্রাচীন জনপদ, একাধারে যেমন ধর্মীয় তথা তীর্থস্থান হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত পাশাপাশি শিল্প সাংস্কৃতির এক মেলবন্ধনেরর জন্যও সমাদৃত। আর নবদ্বীপে এক সময় জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক শ্রদ্ধেয় ও খ্যাতিমান আসনে অধিষ্ঠিত ছিল এবং নামকরণ করা হয়েছিল 'দ্য অক্সফোর্ড অফ বেঙ্গল'। এবার এই নবদ্বীপের এক মৃৎশিল্পীর নিপুণ শিল্পকলায় তৈরী হচ্ছে প্রায় চল্লিশ (৪০) ফুটের শিব মূর্তি বা আদিযোগীর শিবমূর্তি, যা পারি দেবে ভিন রাজ্য ত্রিপুরায়। নবদ্বীপ শহরের কপালীপাড়া

এলাকায় মৃৎশিল্পী গৌতম পাল ও তার পনেরো (১৫) জন সহোযোগি শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় তৈরী হচ্ছে এই মূর্তি। শিল্পী গৌতম পাল জানান বংশ পরম্পরায় তারা এই পেশায় আছে, অতীতে বাংলাদেশ সহ ভিন রাজ্য একাধিক বার তার নিপুন শিল্প কলায় ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি, তবে এরূপ বৃহৎ আর আদী যোগীর মূর্তি এই প্রথম বার তৈরি করছেন। তিনি আরও জানান মোট প্রায় দু মাস সময় লাগছে এই মূর্তি তৈরি হতে, যেখানে নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মোট পনেরো (১৫) জন মৃৎশিল্পী কারিগর রোজ কাজ করে চলেছে। প্রথমে বাঁশের বাতা, দিয়ে স্ট্যাকচার, পরে তাতদে দরমা ও পরে মাটি ব্যাবহার করা হয়েছে, এবং তারপর প্যারিস দিয়ে কাজ হচ্ছে, তিনি আরও জানান এটি কয়েকটি পার্ট বা খন্ডে করে তৈরী করা হচ্ছে যাতে ভিনরাজ্যে পাঠাতে সুবিধা হয়। শিল্পী জানান এত বড় মূর্তি তৈরী হতে দেখে পথচলতি মানুষ সহ অনেকেই উৎসাহের সাথে দেখতেও হাজির হচ্ছে, দিন রাত, তিনি আরও বলেন রং সহ বাকি কাজ ত্রিপুরাতে মন্ডপে বসিয়ে করানো হবে। আগামী সপ্তাহেই পারি দেবে ভিন রাজ্যে, গৌতম পাল জানান আমরা এই কাজটি যেহেতু বংশ পরম্পরায় করে আসছি সেখানে মুনাফার থেকেও কাজকে ভালবেসে করে চলেছি, কিছুটা আক্ষেপ নিয়েই বলে ফেললেন এখন কোন ঠাকুর তৈরীতে আমাদের মুনাফা তেমন থাকে না, মেলে না কোন সরকারি সাহায্য বা সুযোগ সুবিধা, রাজ্য সরকার পুজো কমিটিগুলোকে অনুদানে বৃদ্ধি ঘটালেও আমাদের কোন লাভ হয়নি, মূর্তি তৈরির কাঁচামাল সহ মজুরি সবেতেই বৃদ্ধি পেয়েছে তার ওপর এখন রং ব্যাবহার করা হয় পরিবেশ বান্ধব যার মূল্যও বেশি, সমাজে মৃৎশিল্পীদের কেউ দেখে না, কিন্তু নবদ্বীপ থেকে ভিনরাজ্যের এত বড় বরাত কিভাবে? প্রশ্নের উত্তরে মৃৎশিল্পী গৌতম পাল বলেন, নবদ্বীপের এক মন্ডপ শিল্পী বা প্যান্ডেল ব্যবসায়ী কমল সাঁধুখা, তিনি ত্রিপুরাতে এবছর একটি পুজো মন্ডপ তৈরী করছেন তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরের থিরুনামে আদিযোগীর আদোলে, আর তার মাধ্যমেই এই কাজের বরাত। জানা যায় তামিল নাড়ুর কোয়েম্বাটুরের থিরুনামে অবস্থিত আদিযোগী শিব মূর্তি হল ৩৪- মিটার-লম্বা (১১২ ফু), ৪৫- মিটার-দৈর্ঘ্য (১৪৭ ফু) এবং ২৫- মিটার- প্রস্থের (৮২ ফু) ইস্পাতের তৈরি একটি শিব মূর্তি, যা গিনেস বিশ্ব রেকর্ডে বিশ্বের সর্ববৃহৎ আবক্ষ ভাস্কর্য হিসাবে স্বীকৃতিও পেয়েছে। এবার নবদ্বীপের শিল্পীদের দ্বারা তৈরী হতে চলেছে সেই আদি যোগীরর আদলে মন্ডপ ও আদি যোগীর মূর্তি ভিন রাজ্য ত্রিপুরায়, আর এই কাজ নিয়ে খুবই আত্মবিশ্বাসি ও আনন্দিত মৃৎশিল্পী থেকে সকলেই। সকলের আশা তদের কাজ এবার নজর কাড়বে সকলের।

বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি হাতছাড়া তৃণমূলের

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও দলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন করেছে বাম, কংগ্রেস, বিজেপি জোট। বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতি হাতছাড়া হল তৃণমূলের। স্থায়ী সমিতি গঠনকে কেন্দ্র করে অশান্তি বড়ঞায়, তৃণমূলের অন্দরের কোন্দল ফের প্রকাশ্যে । সোমবার ছিল স্থায়ী সমিতি গঠনের ভোট। ব্লক তৃণমূল সভাপতি মাহে আলম এদিন দলের পঞ্চায়েত সমিতির বেশ কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে ওয়াকআউট করেন। তিনি বলেন, খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস মাঝির সামনেই তৃণমূলের সদস্যরা স্থায়ী সমিতিতে বাম, বিজেপি, কংগ্রেসকে ভোট দিলেন। ফলে আমরা স্থায়ী সমিতি গঠন করতে পারলাম না। তাই আমরা বেরিয়ে আসি। খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস দলের কোন্দলের কথা স্বীকারও করে নেন। তিনি বলেন, আমার সামনেই এই দলবিরোধী কাজ হল। আমি নিশ্চয়ই দলীয় নেতৃত্বকে সব জানাব। তবে আমার এখানকার সংগঠন নিয়ে কথা বলার এক্তিয়ার নেই। সেটা জেলা নেতৃত্ব বলবেন। আমরা দেখলাম, কয়েকজন বেরিয়ে গেলেন। আমরাও চলে এলাম। এটা ঘটনা যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও আমরা স্থায়ী সমিতি গঠন করতে পারলাম না। উল্লেখ্য বড়ঞা পঞ্চায়েত সমিতিতে ৩৮ টি আসনের মধ্যে ২১ টি পায় তৃণমূল। বিজেপি সাতটি, কংগ্রেস আটটি, বামেরা দুটি আসন দখল করে। তৃণমূলের ছয়জনের সমর্থন নিয়ে বিজেপি বাম এবং কংগ্রেসের সমর্থনে বোর্ড দখল করে। উপ সমিতি বা স্থায়ী সমিতিতে ৩৮ জন সদস্য ছাড়াও ভোটাধিকার ছিল ব্লকের ১৩ টি পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদের তিন সদস্য, দুই বিধায়ক এবং দুই সাংসদের। সব মিলিয়ে ৫৮ জনের ভোটাধিকার থাকার কথা। এর মধ্যে বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলবন্দি। সোমবার সকাল থেকে স্থায়ী সমিতি গঠন নিয়ে উত্তেজনা ছিল। ছিল কড়া পুলিশ পাহারা। সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থায়ী সমিতির নির্বাচন চলাকালীন আবারও প্রকাশ্যে চলে এলো গোষ্ঠীকোন্দল।

স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিল পুরসভা কর্তৃপক্ষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রায় দেড়শো ব্যবসায়ীর বিশেষ সুবিধা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করল ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ । মঙ্গলবার দুপুরে মালদা শহরের টাউন স্টেশন সংলগ্ন ঝলঝলিয়া এলাকার ২২ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশে পুরসভার পক্ষ থেকে স্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘদিন ধরেই ইংরেজবাজার পুরসভার ২২ এবং ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটা অংশ যা মালদা টাউন রেলস্টেশন সংলগ্ন রয়েছে। সন্ধ্যার পর তা অন্ধকারের ডুবে থাকতো। টাউন স্টেশন চত্বর এলাকার বেশিরভাগ ব্যবসায়ীদের রেলের থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে ব্যবহার করত হতো। যাতে বিদ্যুতের বিল বেশি হওয়ার পাশাপাশি অনেক সময় লো- ভোল্টেজের সমস্যায় পড়তে হতো ব্যবসায়ীদের। সেই

পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এবার ইংরেজবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ মালদা শহরের স্টেশন সংলগ্ন এলাকার সাধারণ ব্যবসায়ী ও মানুষদের সুবিধার ক্ষেত্রে পথবাতি ও বিদ্যুৎ দেওয়ার ব্যবস্থা করলো। এদিন এই পুরসভার পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর বাবলা সরকার, গৌতম দাস প্রমুখ। ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গৌতম দাস জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই ঝলঝলিয়ার রেলস্টেশন সংলগ্ন অনেক এলাকাতেই পথবাথীর সমস্যা ছিল। এমনকি ওই এলাকার অনেক ব্যবসায়ীরা পুরসভা থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছিল না। ফলে তাদেরকে রেলের বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হচ্ছিল। যা নিয়ে অনেক সমস্যাও তৈরি হয়েছিল। সেই সব দিকে লক্ষ্য রেখেই ২৫ টি বিদ্যুতের খুঁটি বসিয়ে ব্যবসায়ীদের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি দুটো হাইমাস টাওয়ার পুরসভার পক্ষ থেকে বসানো হয়েছে।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের আপগ্রেডেশনের কাজ তীব্র গতিতে চলছে

মালিগাঁও, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ রেলওয়ে স্টেশনের উন্নয়নের জন্য রেল মন্ত্রক অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলিকে আপগ্রেডেশন / আধুনিকভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে। চিহ্নিত ১৩০৯ টি স্টেশনের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনকে অতিরিক্ত ও বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধার জন্য আন্তর্জাতিক ট্রেন টার্মিনাল হিসেবে বৃহ রূপে

পুনর্বিকশিত করা হবে। উন্নয়নের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে পুনর্বিকাশের কাজে ডিপার্চার টার্মিনাল বিল্ডিংের বিদ্যমান পরিকাঠামো ভেঙে ফেলার কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। ফাউন্ডেশনের জন্য খননের কাজও চলেছে। সেকেন্ডারি স্টেশন বিল্ডিংের ফাউন্ডেশন ও রুফ স্ল্যাব পর্যন্ত কোলাম আপ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং রুফ স্ল্যাবের জন্য শাটারিং-এর কাজ চলছে। অ্যারাইভাল-১ টার্মিনাল বিল্ডিংের ২য় তল পর্যন্ত ফাউন্ডেশন ও পরিকাঠামোর কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বারান্দার স্তর পর্যন্ত কোলাম তৈরির কাজ চলছে। অন্যদিকে পার্সেল ও আরএমএস বিল্ডিংের ফাউন্ডেশন ও পরিকাঠামোর কাজ ১ ম তল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়েছে এবং রুফ স্ল্যাবের জন্য শাটারিং-এর কাজ চলছে। নতুন প্ল্যাটফর্মের জন্য মাটি ভর্তি করা ও সংকোচনের কাজ চলছে। সিওপি-এর জন্য পরিকাঠামোমূলক ড্রয়িং প্রস্তুতি পর্বে রয়েছে। পার্সেল ও আরএমএস বিল্ডিংের নিকটে এলিভেটেড রোডে পাইলিংের কাজের জন্য ব্যারিকেডিং শুরু হয়েছে এবং পাইলিং শীঘ্রই শুরু করা হবে। সাইট অফিস, কনফারেন্স রুম ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে এবং ইউটিএস, পিআরএস, এমসিও নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ডিপার্চার টার্মিনাল, পোডিয়াম পার্কিং, ড্রফ অফ ক্যানোপি-এর জন্য আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং চূড়ান্ত করা হয়েছে। স্টেশনটিতে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা সহ একটি বিশাল রুফ প্লাজা থাকবে। ওয়েটিং লাউঞ্জ, ক্যাফেটারিয়া, লিফট-এসকেলেটর ও পোডিয়াম পার্কিং-এর ব্যবস্থাও এখানে করা হবে। এর পাশাপাশি, সমগ্র স্টেশনটি প্রতিবন্ধীদের জন্য অনুকূলভাবে তৈরি করা হবে, যার অধীনে স্টেশনটিতে সমস্ত প্রতিবন্ধী অনুকূল সুবিধা প্রদান করা হবে। যাত্রীদের সুগম চলাচলের জন্য আগমন ও প্রস্থানের সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য স্টেশনটিকে গ্রিন বিল্ডিং হিসেবে বিকশিত করা হবে এবং সৌর শক্তির ব্যবস্থা ও জল সংরক্ষণ পদ্ধতিও এখানে স্থাপন করা হবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন হলো উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যতম একটি বৃহ ও ব্যস্ত একটি রেলওয়ে স্টেশন, যা উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে চলেছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পুনর্বিকাশের ফলে শুধুমাত্র যাত্রীদের বিশ্বমানের সুবিধাই প্রদান করা হবে না বরং তার পাশাপাশি স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে এই অঞ্চলের পর্যটন ও শিল্পকেও বিকশিত করবে।

পচাগলা দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ তিন দিন নিখোঁজ থাকার পর পুকুরের জল থেকে উদ্ধার হলো তারাপীঠের এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ। ঘটনাটি বীরভূমের তারাপীঠ থানার তারাপুর গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম নিমাই চৌধুরী। বাড়ি বীরভূমের মাড়গ্রাম থানার বসোয়া গ্রামে। তিনি তারাপীঠ এলাকায় পোল্ট্রি মুরগীর ব্যবসা করতেন। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরের জলে মৃতদেহটি ভাসতে দেখেন। তারা পুলিশে খবর দিলে তারাপীঠ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃতের দাদার অভিযোগ, তার ভাইকে খুন করে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মৃতের দাদা প্রবীর চৌধুরী বলেন, পোল্ট্রি ফার্মের মালিক সিদ্ধার্থ ঘোষ দাদাকে মেরে জলে ফেলে দিয়েছে। তার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সিদ্ধার্থ ঘোষকে আটক করেছে।

স্মারকলিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বকেয়া ডিএ প্রদান সহ ৮ দফা দাবিতে মঙ্গলবার, জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি পেশশানার্স সমিতির সদস্যরা। এদিন বিকালে, জলপাইগুড়ি শহরের কর্মচারী ভবন থেকে মিছিল করে এসে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান এবং জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন। তাদের অভিযোগ, এখন পর্যন্ত তারা বকেয়া ৩৬ ডিএ পাচ্ছে না। সেই সাথে, তারা এদিন নিত্য প্রয়োজন দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি রোধড় প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ সমস্ত শূন্য পদে স্বচ্ছতার সাথে বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়োগ, সর্বস্তরের ষাটাধর্ব মানুষের জন্য পেনশন প্রদানের ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন দাবিতে জেলা শাসকের কাছে গণ ডেপুটেশন প্রদান করেন।

কয়লাকাণ্ডে ফের ইডির স্ক্যানারে মূল চক্রী লালা, বুধবার দিল্লির অফিসে তলব

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কয়লা পাচার কাণ্ডে ফের কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের স্ক্যানারে মূল চক্রী লালা ওরফে অনুপ মাজি। তাঁকে বুধবার দিল্লির ইডি অফিসে তলব করা হয়েছে বলে খবর। বেলা ১১ টার মধ্যে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে হবে অনুপ মাজিকে। এর আগেও বহুবার তাঁকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু তিনি এড়িয়ে গিয়ে একবারই মাত্র সিবিআইয়ের ডাকে হাজিরা দিয়েছিলেন। কলকাতার নিজাম প্যালেসে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন লালা। এবার দিল্লির ইডি অফিসে কি যাবেন? সেই প্রশ্ন তো থাকছেই। পাশাপাশি ইডি সূত্রে খবর, এবারও তিনি হাজিরা

এড়ালে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে কেন্দ্রীয় সংস্থা। সেইমতো এখনই আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন লালা ওরফে অনুপ মাজি। আদতে পুরুলিয়ার বাসিন্দা এই অনুপ মাজি বিভিন্ন কয়লা খনি থেকে পাচারের ক্ষেত্রে যে অন্যতম বড় মাথা ছিলেন, তার বেশ কিছু প্রমাণ আগেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের হাতে এসেছে বলে দাবি। তবে পাচারচক্র এবং মানিট্রেল অর্থাৎ ওই টাকা কোথায় কোথায় বণ্টন করা হতো, সেসব সম্পর্ক বিস্তারিত তথ্য হাতে পেতে লালাকে জিজ্ঞাসাবাদ জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ইডি সূত্রে খবর, তাঁদের কাছে এই খবরও আছে যে লালা বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির থেকে 'প্রোটেকশন মানি' নিতেন। এর আগে যখন বারবার লালাকে কয়লাকাণ্ড নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা, সেসময় তিনি সুপ্রিম কোর্ট থেকে 'রক্ষাকবচ' নিয়েছিলেন। তার মেয়াদ শেষের পরও অবশ্য তাঁকে সেভাবে কোনও আইনি প্যাঁচে পড়তে হয়নি। কিন্তু কয়লা কেলেঙ্কারির কিনারা করতে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইডি। সেই কারণে পাচারের আর্থিক দিক সম্পর্কে জানতে ফের লালাকে তলব করা হল বুধবার। তবে লালা ইডির ডাকে সাড়া দিয়ে বুধবার দিল্লির দপ্তরে যাবেন কি না, তা এখনও অজানা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. এসআইটি/০২/২৩/৩৩ তারিখ: ০৭.০৯.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কোয়ালিটি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহ করার জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। [illegible]

... STORES-37/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No. : EE/WS/GRWW/PLANT/05OF23-24/04
Name of the work: **Installation and fabrication of M.S. stair case to reach the roof-top of Central Alum Godown with allied works under GRWW Campus.** Estimated amount: ₹ **2,45,245.00.** Earnest money: ₹ **4,905.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **27.09.2023 at 2 p.m./29.09.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/08
Name of the work: **Repairing of 900 mm dia PSC, SS grid in front of State Garage more on Taratala Road with other allied works.** Estimated amount: ₹ **2,47,657.00.** Earnest money: ₹ **4,953.00.** Period of completion: **08 days.**

(3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/71
Name of the work: **Construction of protection chamber around intake valve chamber of Budge Budge Pumping Station at GRWW Complex.** Estimated amount: ₹ **2,53,067.00.** Earnest money: ₹ **5,061.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/23-24/84
Name of the work: **Development of damaged road from operator's room to sludge pump house of WTP-III, GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,51,475.00.** Earnest money: ₹ **5,030.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **07.10.2023 at 2 p.m./09.10.2023 at 2 p.m. (For Sl. No. 2 to 4).**

(5) NIT No. : EEGRWW_PH-II_EST-23 OF 23-24_M1
Name of the work: **Cleaning and repairing of clear water duct below the filter bed no.-6B with other allied works at WTP-IV, GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,64,112.00.** Earnest money: ₹ **5,300.00.** Period of completion: **28 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **07.10.2023 at 1 p.m./10.10.2023 at 1 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 2 to 5).**

The Executive Engineer (Water Supply), BR-XI, KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):

(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/25/2023-24 Date - 18.09.2023
Name of the work: **Link connection with ancillary works of newly installed big dia T/Well at Satyajit Park and Jayasree Park in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount (including GST and CESS): ₹ **2,29,845.83.** Earnest money: ₹ **4,600.00.** Time of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/26/2023-24 Date - 18.09.2023
Name of the work: **Link connection of newly installed big dia T/Well with ancillary works at Ambagan and Chirantani Park in Ward No.-113, BR-XI.** Estimated amount (including GST and CESS): ₹ **2,13,215.65.** Earnest money: ₹ **4,300.00.** Time of completion: **21 days.** Last date & time of online submission of tender: **03.10.2023 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** Technical bid open date and time (online): **06.10.2023 (1 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Water Supply)/ARSM SQ., KMC invites tender online in two-bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/ARSM/13/2023-24
Name of the work: **Replacement of 500 mm dia B/F valve and bellow on the delivery side of high capacity pump no. 7 at Auckland Sq. BPS.** Estimated amount: ₹ **3,44,850.00.** Earnest money: ₹ **6,900.00.** Period of completion: **10 days.** Last date & time of submission of bid: **07.10.2023 up to 2 p.m.** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (Water Supply), JOKA, BR-XVI, KMC invites e-tender online system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/JOKA/26/2023-24
Name of the work: **Improvement of filter W/S network by laying of 100 mm dia D.I. pipe at Talpukur Road from 5/A/2 to 8/9, Jadav Ghosh Road from 46 to 33/24 & 35/1 to 45/1, Jagat Roy Ch. Road from 69/7 to 20 and D Behala Road in Ward No.-126, BR-XVI.** Estimated amount: ₹ **4,74,685.02.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **21 days.** Last date of submission of bid: **11.10.2023 - 5 p.m.** Tender will be opened on: **13.10.2023 - 12.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2023 - 11 a.m** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Dy. Chief Engineer (SWM-II), KMC invites tender online item rate two bids system for the following work:

Tender Ref. No. : SWM-II/DH/05/2023-24
Name of the work : **Manufacturing and supply of 08 (Eight) Nos. of 1100 liter capacity M.S. garbage Bins to be used in Borough VII through Dhapa Garage under SWM-II.** Estimated amount: ₹ **2,77,997.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **27.09.2023 up to 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.09.2023 (5 p.m.)** from the websites **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The Dy. Chief Engineer (M)/Sewer Cleansing Wing under S&D Department, KMC invites tender online quotation two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/S_D/SCD(S)/2023-2024/08
Name of the work: **Miscellaneous repairing with replacement of spare parts of various S.C. machines vehicles nos. WB-03C-0582, 0583, 0585 & 0591 under M.S.C.D. (South).** Estimated cost: **Not applicable.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **29.09.2023 (12 noon).** Bid opening date for technical proposal: **01.10.2023 (2 p.m.).** The bid forms and other details will be available on and from **22.09.2023 (9 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (O&M-III), GRWW, KMC invites e-tender for the following work:

NIT No. : EE/O-M-III/34OF2023-24/06
Name of the work: **Repairing of 750 mm dia sludge carrying pipe line nearer to Dipak Marbel and Mostafa Furniture on Paharpur Santoshpur Link Road under WTP-I, GRWW.** Estimated amount: ₹ **2,77,546.57.** Earnest money: ₹ **5,551.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **27.09.2023 at 2 p.m./29.09.2023 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

(752/23-24)

বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ গুরুত্বহীন। আক্রাম

কলম্বো, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বিশ্বকাপের ঠিক আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ? ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের কথা ভাবলে, রোহিত শর্মা নিজের টিম গুছিয়ে নিতে পারবেন। শেষ মুহূর্তে যা যা দরকার, তাই সেরে নিতে পারবেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে তাও। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ হবে, তা হলে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়াকে বিশ্রাম দেওয়া হল কেন? চোট আঘাত এড়ানোর জন্যই কি? এই প্রশ্ন তুলে দিলেন খোদ ওয়াসিম আক্রম। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিনটে ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবেন ভারতীয় টিম। ২২, ২৪ ও ২৭ সেপ্টেম্বর তিনটে অনেক আগেই ঠিক করে রাখা হয়েছে। কিন্তু সব দিক দেখলে এই সিরিজ অপ্রয়োজনীয়। মেগা ইভেন্টের আগে কোনও টিমই চাইবে না ক্লান্ত হয়ে পড়তে। বিশেষ করে ঘরের মাঠে বিশ্বকাপের কারণে কিন্তু ভারতই ফেভারিট টিম। যদি ভারত টিমে আরও প্লেয়ার চায়, তা হলে এই তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের গুরুত্ব আছে।" বিশ্বকাপের টিম আগেই সাজিয়ে ফেলেছে ভারত। চোটের কারণে অক্ষর প্যাটেল হয়তো শেষ মুহূর্তে ছিটকে যেতে পারেন টিম থেকে। তাঁর বদলি হিসেবে টিমে আসতে পারেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন কিংবা ওয়াশিংটন সুন্দর। এঁদের দেখে নেওয়া জরুরি। সেই কারণেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে

ম্যাচ। ৫ অক্টোবর শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। ৮ অক্টোবর ভারতের প্রথম ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই। তিনটে ওয়ান ডে ম্যাচের মধ্যে দিয়ে ভারত তৈরি করে নিতে পারবে অজি-বধের ছক। তাও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। দুটো টিম ঘোষণা করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। প্রথম দুটো ম্যাচে নেতা রাহুল। তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে নেতা রোহিতই। আক্রম বলছেন, "তিনটে ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার জন্য ভারতকে তিনটে জায়গায় যেতে হবে। এতে কিন্তু সারাটা দিন চলে যাবে। বিশ্বকাপের আগে কিন্তু এনার্জি বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভারতীয় টিমকে। জানি না, কেন বিশ্বকাপের আগে তিনটে ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার কথা ভাবা হল। এটা হয়তো ওয়ান ডে সিরিজে এঁদের টিমে রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে চোটের কারণে দীর্ঘদিন টিমের বাইরে থাকা কিছু প্লেয়ারও পেয়ে যাবেন ম্যাচ প্র্যাক্টিস। পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার কিন্তু বলে দিচ্ছেন, "চোট থেকে সদ্য বেরিয়ে এসেছে বুমরা। এই তিনটে ম্যাচের মধ্যে অন্তত দুটোতে ওর খেলা উচিত। ও ছন্দে রয়েছে। দুর্দান্ত বোলিংও করছে। কিন্তু ওর মাসল আরও বেশি শক্তপোক্ত হওয়া দরকার। আমার তো মনে হয়, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনটে ওয়ান ডে ম্যাচের পাশাপাশি বিশ্বকাপের দুটো ওয়ার্মআপ ম্যাচেও ওকে খেলানো দরকার। ভারতকে কিন্তু ৯টা লিগের ম্যাচ খেলতে হবে। তাই টিমের সিনিয়র প্লেয়ারদের বিশ্রামও দরকার।"

বিশ্বকাপে রোহিতদের এখনই ফেভারিট বলা যাবে না কপিল

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ আর সপ্তাহ দু'য়েক পর ভারতের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। ৫ অক্টোবর শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপের মহাযুদ্ধ। অবশ্য আয়োজক ভারতের প্রথম ম্যাচ ৮ অক্টোবর। সদ্য এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রোহিত শর্মার ভারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতকে ফেভারিট বলতে রাজি নন ৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব। এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর কপিল বলেছেন, ওডিআই বিশ্বকাপ জেতার জন্য তৈরি ভারত। কিন্তু একই সঙ্গে কপিল দেব জানান, মেন ইন ব্লু শক্তিশালী হলেও বিশ্বকাপে ফেভারিট এখনই বলা যায় না। কিন্তু কেন এমন বললেন কপিল দেব? শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় ভারতকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

কপিল দেব। বিশ্বকাপে ভারতীয় দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য তৈরি এ কথা উল্লেখ করে কপিল দেব বলেছেন, "আমাদের টিমটা জানি। ভীষণ ভালো একটা টিম। মন এক কথা বলছে আর মস্তিষ্ক বলছে আমাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের দলটাকে তো জানি, কিন্তু বাকি দলগুলো কেমন তা জানি না। ফলে আমরা এখনই বলতে পারি না বিশ্বকাপে ভারত ফেভারিট।" কপিল দেবের মতে, প্যাশন নিয়ে খেলে এই ভারতীয় টিম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাঁর কথায়, "ভারতীয় দল প্যাশন নিয়ে খেলুক। খেলাটা উপভোগ করুক। শেষ চারে ওঠাটা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর কিছুটা ভাগ্যের উপরও নির্ভর করবে।" ১২ বছর পর ভারতে ট্রফি আসার স্বপ্ন দেখছেন আপামর টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেট প্রেমী। কপিল দেবও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বার শুধু স্বপ্নপূরণের পালা। বিশ্বকাপের আগে অজিদের বিরুদ্ধে আপাতত তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ খেলবে ভারত। সেটা কার্যত দুই দলের কাছে বিশ্বকাপের প্রস্তুতির মতো। এই সিরিজ শুরু হচ্ছে ২২ সেপ্টেম্বর। এশিয়া কাপ জিতে রোহিত-বিরাটরা দেশে ফেরার দিনই (১৮ সেপ্টেম্বর) রাতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে।

সমর্থকদের জন্য বিশ্বকাপ জিততে চাই কোহলি

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ দীর্ঘ ১২ বছর বিশ্বকাপ ট্রফি আসেনি ভারতে। এ বার দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। ভারতীয় সমর্থকরা মনেপ্রাণে চাইছেন ভারত জিতুক বিশ্বকাপ। টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যেক ক্রিকেটাররাও বিশ্বকাপ ট্রফির খরা কাটাতে চান। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলি সম্প্রতি জানিয়েছেন, ভক্তদের আবেগ আর সমর্থনই ভারতকে বিশ্বকাপ ট্রফি জেতার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে। সদ্য এশিয়া সেরা হয়েছে ভারত। শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে অষ্টম এশিয়া কাপ ট্রফি এল ভারতের ঝুলিতে। বিশ্বকাপের আগে এই এশিয়া কাপ জয় মেন ইন ব্লুর ক্রিকেটারদের বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে। বিরাট-রোহিতরা ১২ বছরের ট্রফির খরা কাটাতে মরিয়া। এই ট্রফি এ বার বিরাটরা জিততে

চান তাঁদের সমর্থকদের জন্য। সদ্য এমনটাই বলেছেন কোহলি। তাঁর কথায়, "আমাদের সমর্থকদের আবেগ ও সমর্থনই বিশ্বকাপ জেতার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছে। গত বিশ্বকাপের স্মৃতি, বিশেষ করে ২০১১ সালে জেতার পরে যে অনুভূতি হয়েছিল, তা এখনও আমাদের এবং সকল সমর্থকদের হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। তবে সমর্থকদের জন্য আমরা এবার নতুন স্মৃতি তৈরি করতে চাই।" এ বার বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের স্বপ্ন পূরণ হলে বিরাট কোহলি দু'বার এই খেতাব অর্জন করবেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিশ্বকাপের অবিশ্বাস্য সফরের সঙ্গী হতে পেরে আমি গর্বিত। বিশ্বকাপ আমাদের সকল সমর্থকদের আবেগকে সঠিক ভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাই আমরা নিজেদের সেরাটা তুলে ধরে স্বপ্ন সত্যি করতে চাই।" কোহলির পাশাপাশি ভারতের তারকা অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজাও একই কথা বলেছেন। জাড্ডুর কথায়, "একজন ক্রিকেটার হিসেবে আমাদের সাফল্যের জন্য লক্ষ লক্ষ সমর্থক পাশে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের জন্য চিৎকার করছে। এর থেকে অনুপ্রেরণাদায়ক আর কিছু হতে পারে না। আমরা সকলে জানি, এই সফরে পুরো দেশ আমাদের সঙ্গে থাকবে। ভালো পারফর্ম করে আমরা ওদের গর্বিত করতে চাই।'

কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে নির্বাসিত চেতেশ্বর পূজারা, সাসেক্সের কাটা গেল ১২ পয়েন্ট

লন্ডন, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে হঠাৎই নির্বাসিত সাসেক্সের অধিনায়ক চেতেশ্বর পূজারা। নিজে কোনও দোষ করেননি, কিন্তু তারপরও তাঁকে নির্বাসিত হতে হল। একইসঙ্গে বড়সড় পেনাল্টি হল তাঁর দলের। ১২ পয়েন্ট কাটা গেল সাসেক্সের। আসলে সাসেক্সের দুই ক্রিকেটার, টম হেইনস ও জ্যাক কারসন শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন। যে কারণে ক্যাপ্টেন চেতেশ্বর পূজারা সাসেক্সের হয়ে পরবর্তী একটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না। কিন্তু কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে এক ম্যাচ নির্বাসিত হলেন পূজারা? হোভে লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে সাসেক্সের বিরুদ্ধে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে যে ম্যাচ হয়েছিল, সেখানে শৃঙ্খলাভঙ্গ করেন পূজারার দুই সতীর্থ, টম হেইনস ও জ্যাক কারসন। পূজারা নিজে কোনও দোষ না করলেও, তাঁর এই দুই

সতীর্থর আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে নির্বাসিত হতে হল। ইসিবির পক্ষ থেকে এই ঘটনার পর এক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। লেস্টারশায়ারের বিরুদ্ধে সাসেক্স শেষ ম্যাচে জিতেছে ঠিকই, কিন্তু ওই ম্যাচের মধ্যেই তৃতীয় এবং চতুর্থ পেনাল্টি পায় সাসেক্স (এর আগে ডারহামের বিরুদ্ধে প্রথম পেনাল্টি এবং ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পেনাল্টি পেয়েছিল সাসেক্স)। তাই পেশাদারিত্ব নীতির ৪.২৯ ধারা অনুযায়ী, সাসেক্সের ১২ পয়েন্ট কেটে নেওয়া হল। একইসঙ্গে নিয়ম অনুযায়ী, সাসেক্সের অধিনায়ক চেতেশ্বর পূজারাকেও এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ইসিবি। আসলে, ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে যে পেশাদারিত্বের নীতি তৈরি করা হয়েছে, তাতে নিয়ম অনুযায়ী, কোনও মরসুমে কোনও দল চারটি 'ফিক্সড পেনাল্টি' পেলে তাদের এই শাস্তির মুখে পড়তে হয়। আপাতত এই শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে ১২ পয়েন্ট কেটে নেওয়ায় কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় ডিভিশনে তিন নম্বর থেকে পাঁচে নেমে গেল সাসেক্স। আজ, ডার্বিশায়ারের বিরুদ্ধে সাসেক্সের ম্যাচ। তাতে দেখা যাবে না পূজারাকে। আজকের ম্যাচে নেই টস ও জ্যাক। সাসেক্সের হেড কোচ পল ফারব্রেস বলেন, "আমরা জ্যাক এবং টমকে ডার্বিশায়ারের ম্যাচে খেলাচ্ছি না। আম্পায়ার এবং ম্যাচ রেফারি দুই ক্রিকেটারকে অন ফিল্ড লেভেল এক এবং দুই এর অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করে। এই সিদ্ধান্তের পরে, আমাদের একটি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল। এই ধরণের আচরণকে আমরা ক্ষমা করব না। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" উল্লেখ্য, চেতেশ্বর পূজারা এমনিতেই জানিয়েছেন সাসেক্সের হয়ে শেষ ম্যাচ তিনি খেলবেন না। ভারতে ফিরবেন। ফলে এ বারের মতো তাঁর কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা শেষ হল।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রস্তুতি অশ্বিনের!

চেন্নাই, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হলেও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের টনক নড়েছে। বিশ্বকাপে বোলিং লাইন আপে একজন অফস্পিনার প্রয়োজন। এশিয়া কাপ ফাইনালের আগে চোটে ছিটকে যান অক্ষর প্যাটেল। শেষ মুহূর্তে ডেকে পাঠানো হয় ওয়াশিংটন সুন্দরকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে স্কোয়াডে রাখা হয়েছে অভিজ্ঞ রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। স্কোয়াডে সুন্দর এবং অশ্বিন দু-জনেই রয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার সিরিজের প্রস্তুতি সারতে স্থানীয় ক্রিকেটে খেলছেন অশ্বিন! এতে ঝুঁকি বাড়ছে না তো? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে

সিরিজ শুরু হচ্ছে শুক্রবার। তার আগে এ দিন চেন্নাইতে ভিএপি ট্রফিতে নেমে পড়েছেন অশ্বিন। বুধবার চণ্ডীগড়ে জাতীয় দলের সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দেবেন অশ্বিন। গত কয়েক দিন ধরেই বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সাদা বলের ক্রিকেটে অনুশীলন করছিলেন অশ্বিন। এনসিএ-র স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতি সারেন ৩৭ বছরের অশ্বিন।

শাদাব খান ছাঁটাই, নতুন ভাইস ক্যাপ্টেন, পাক টিমে ফের ডামাডোল!

করাচি, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ দিন পনেরো আগেও বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট বলা হচ্ছিল বাবর আজমের টিমকে। কিন্তু এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সেই পাকিস্তান টিম আবার ফিরল পুরনো ছন্দে। তুমুল ঝামেলা অন্দরমহলে। সিনিয়র-জুনিয়রে ভেঙে গিয়েছে টিম। বিশ্বকাপের ঠিক আগে রীতিমতো চাপে গ্রিন আর্মি। এতটাই যে, এক সিনিয়রকে ছেঁটে ফেলতে চলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বদলিও ঠিক করে ফেলা হয়েছে। ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখা যেতে পারে তরুণ এক ক্রিকেটারকে। কেন এত ঝামেলা পাকিস্তান টিমে? ভারতের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে চরম ভরাডুবি হয়েছিল পাকিস্তানের। বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলের জোড়া সেঞ্চুরির দাপটে ৩৫০-এর বেশি রান তুলেছিল রোহিত শর্মার টিম। ২৬৬ রানে হেরে গিয়েছিল পাকিস্তান। তার পরই বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। টিম নির্বাচন থেকে শুরু করে বাবরের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে এখনও তরজা চলছে। শ্রীলঙ্কার কাছে শেষ বলে হেরে ফাইনালে উঠতে পারেনি পাক টিম। তাতেই আরও বিপাকে পড়েছেন বাবররা। সুখের সংসারে কার্যত আগুন লেগে গিয়েছে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে এমন পরিস্থিতি যে টিমের মনোবল ও ফোকাস নষ্ট করে দিতে পারে, তা বুঝলেও উত্তাপ কমছে না। বরং ঝামেলা বাড়ছে উত্তরোত্তর। এশিয়া কাপে শাদাব মাত্র ৩ উইকেট নিতে পেরেছিলেন। শ্রীলঙ্কার পিচ কাজেই লাগাতে পারেননি পাক স্পিনার। তাতেই নির্বাচকরা অসন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর পারফরম্যান্সে। তাঁর বদলে আবরার আহমেদকে বিশ্বকাপের টিমে নেওয়া হচ্ছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলেছিলেন আবরার। ৬ ম্যাচে ৩৮টা উইকেটও নিয়েছেন। কিন্তু এখনও ওয়ান ডে ম্যাচে অভিষেক হয়নি তাঁর। কিন্তু তাঁর দুরন্ত লেগস্পিনের জন্যই বিশ্বকাপের টিমে রাখা হচ্ছে আবরারকে।

এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষেকে নেইমারের 'অর্জন' হলুদ কার্ড

রিয়াধ, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ নেইমারের ভুলে যাওয়ার মতো একটি রাত! এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগে উজবেকিস্তানের ক্লাব নাভবাহোর নামানগানের বিপক্ষে দলকে জেতাতে পারেননি। পারেননি কয়েকটি সহজ সুযোগ কাজে লাগাতে। সঙ্গে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে ধাক্কা দিয়ে এই ব্রাজিলিয়ান পেয়েছেন হলুদ কার্ডও। সব মিলিয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন লিগে নেইমারের অভিষেকটা ভালো হয়নি। যদিও তাঁর দল হারেনি। মরসুমে নিজের প্রথম ম্যাচে অতিরিক্ত সময়ের গোলে নাভবাহোর নামানগানের বিপক্ষে ১ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে আল হিলাল। আল হিলালে নেইমার পা-ই রেখেছিলেন চোট নিয়ে। ব্রাজিলের হয়েও আন্তর্জাতিক

বিরতিতে ঠিক শতভাগ ফিট ছিলেন না নেইমার। গতকাল এই ব্রাজিলিয়ান তারকাকে খেলাবেন কি না, তা নিয়েও শঙ্কায় ছিলেন আল হিলালের কোচ জর্জ জেসুস। তবে শেষ পর্যন্ত নেইমার মাঠে নেমেছিলেন। যদিও পায়ের জাদুতে মুগ্ধ করতে পারেননি আল হিলাল সমর্থকদের। কিং ফাহাদ স্টেডিয়ামে গতকাল ম্যাচের ৫২ মিনিটে এগিয়ে যায় নাভবাহোর নামানগান। এমন সময়ে যখন সমর্থকদের প্রত্যাশা ছিল গোল করে দলকে সমতায় ফেরাবেন নেইমার, তখন প্রতিপক্ষ ফুটবলারকে ধাক্কা দিয়ে উল্টো হলুদ কার্ড দেখেন আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা। এর তিন মিনিট পর নেইমারের সামনে দলকে সমতায় ফেরানোর সুযোগ আসে। তবে কাছ থেকে নেওয়া তাঁর হেড প্রতিপক্ষ গোলকিপারকে ফাঁকি দিতে পারেনি। যদিও ম্যাচের ১০০তম মিনিটে ডিফেন্ডার আলি আল বুলাইহির গোলে প্রথমবার এই টুর্নামেন্টে খেলতে আসা দলটির বিপক্ষে হারতে হয়নি নেইমারের আল হিলালকে। তবে আল হিলালের জার্সিতে সেরা ছন্দে থাকা নেইমারকে দেখার অপেক্ষা আরও বাড়ল সমর্থকদের। অন্যদিকে সৌদি লিগের চ্যাম্পিয়ন আল ইত্তিহাদ জয় দিয়েই এবারের টুর্নামেন্ট শুরু করেছে। জেদ্দায় আবদুল্লাহ আল ফয়সাল স্টেডিয়ামে উজবেকিস্তানের এজিএমকের বিপক্ষে করিম বেনজেমাকে ছাড়াই তারা জয় পেয়েছে ৩-০ গোলে। চোটের কারণে খেলতে পারেননি সর্বশেষ ব্যালন ডি'অরজয়ী বেনজেমা। আল ইত্তিহাদের এ জয়ের পথে একটি গোল করেন সৌদি আরবের হারৌনি কামারা ও জোড়া গোল করেন ব্রাজিলিয়ান রোমারিনিও।

বুধের মিনি ডার্বি ঘিরে চড়ছে পারদ, তুঙ্গে টিকিটের চাহিদা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ বুধবার মিনি ডার্বি। কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং। চলতি লিগে দুটো দলই দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। মহমেডান নিজেদের গ্রুপ থেকে শীর্ষস্থানে শেষ করে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলও গ্রুপ টপার। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছেন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা। ম্যাচ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে সরে আসায় উন্মাদনার মাত্রাও আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। তবে মিনি ডার্বির কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনও থাকছে বুধবারের ম্যাচে। লিগের খেতাবি দৌড়ে প্রবল ভাবে এগিয়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান। গ্রুপ পর্বের পয়েন্টও সুপার সিক্সে যোগ হয়েছে। বুধবারের ম্যাচে যে দলই জিতবে, তারা অনেকটা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে পৌঁছে যাবে। সমর্থকরা টিকিটের জন্য অপেক্ষায় থাকলেও, বুধবার ম্যাচের আগেই একমাত্র টিকিট হাতে পাবেন তাঁরা। ম্যাচ শুরুর দু'ঘণ্টা আগে স্টেডিয়ামের কাউন্টার থেকে সাধারণের জন্য টিকিট বিক্রি শুরু হবে। আগের বছরও কলকাতা লিগের ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে। তাই নিরাপত্তায় কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। প্রতিপক্ষ মহমেডান স্পোর্টিংকে যথেষ্ট সমীহ করছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। তবে নিজের দলের উপরেও আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাঁর। মহিতোষ, জেসিন, অভিষেকরা দুরন্ত পারফর্ম করে চলেছেন। সিনিয়র দল থেকেও কয়েকজনকে বুধবারের মিনি ডার্বিতে খেলানোর ভাবনায় ইস্টবেঙ্গল কোচ। ১২ ম্যাচে ঝুলিতে ৩০ পয়েন্ট। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচেই সামনে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। চোয়াল শক্ত রাখছেন লাল-হলুদ কোচ। মহমেডান ম্যাচ জিতলে লিগের খেতাবি দৌড়ে বেশ ভালো জায়গায় থাকবে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে ১৩ ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ঝুলিতে ৩২ পয়েন্ট। চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন ব্যারেটো। অভিষেক হালদারকে নিয়েও রয়েছে সংশয়। হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে যা চিন্তায় রাখছে সাদা-কালো কোচকে।

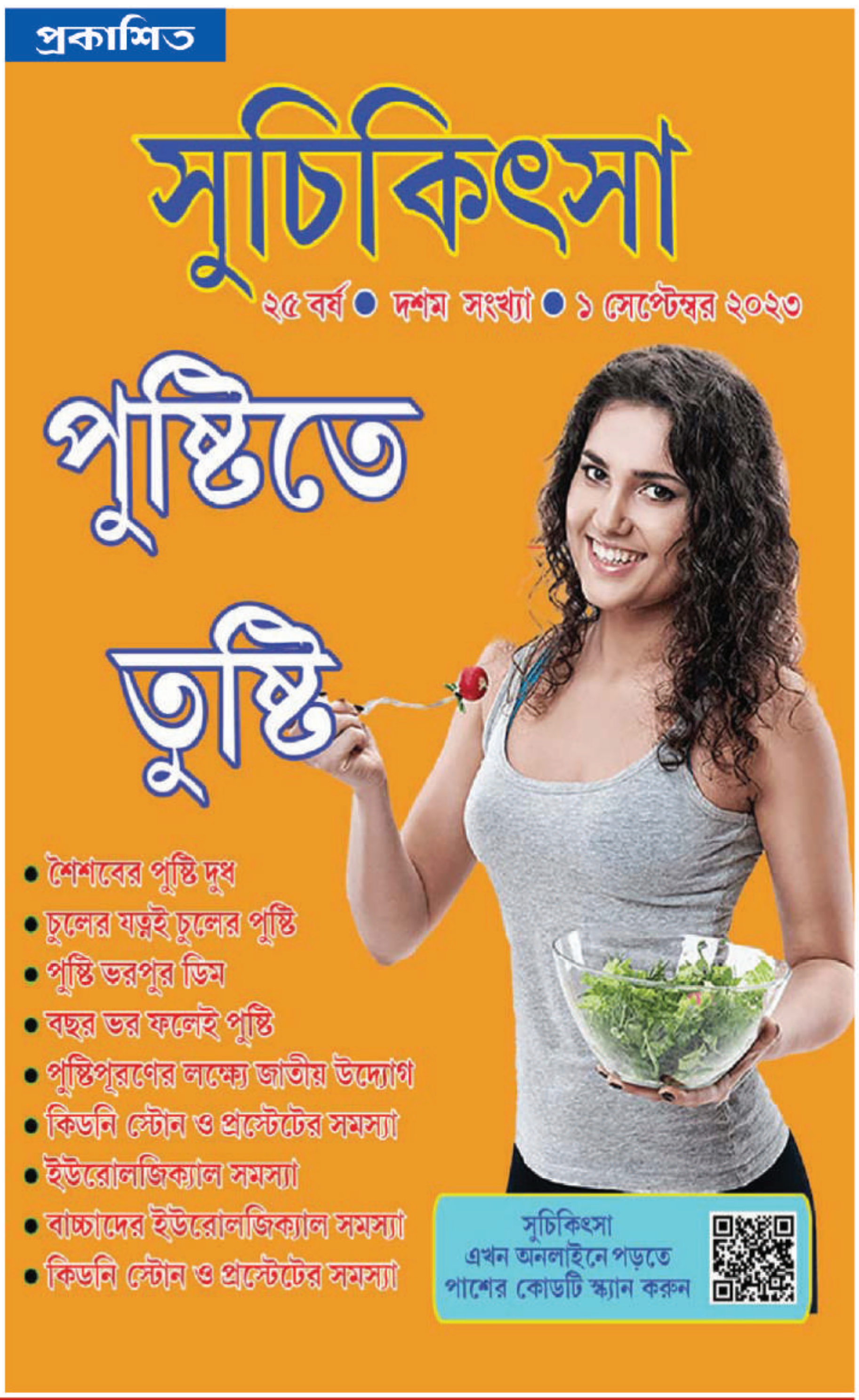

না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় দলে ডাক পাওয়া স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলাররা

মাদ্রিদ, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ দেনদরবার বেশ কয়েক দিন ধরেই চলছিল। এদিকে হাতে সময়ও বেশি নেই। আগামী শুক্র ও মঙ্গলবার নেশনস লিগে সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ। এই দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণার তাগা ছিল। কিন্তু বিশ্বকাপজয়ী দলের ২৩ জনসহ স্পেনের মোট ৩৯ জন খেলোয়াড় গত শুক্রবার নতুন করে বিবৃতি দেন, ফেডারেশনে ঢালাওভাবে পরিবর্তন না করলে তাঁরা আর জাতীয় দলের হয়ে খেলবেন না। এই পরিস্থিতির মধ্যেই স্পেনের সময় গতকাল রাতে নেশনস লিগের দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করেন নতুন কোচ মোনসে তোমে। সেই দলে রাখা হয়েছে মহিলা বিশ্বকাপজয়ী ১৫ জন খেলোয়াড়কেও। দলে রাখলেও তাঁরা স্পেনের হয়ে না খেলার সিদ্ধান্তে অন। থাকার কথা বলেছেন। ২০ আগস্ট ইংল্যান্ডকে হারিয়ে স্পেনের মেয়েরা

বিশ্বকাপ শিরোপা জেতে। এরপর পুরস্কারমঞ্চে স্পেনের খেলোয়াড় হেনি হেরমোসোকে একপ্রকার জোর করেই ঠোঁটে চুমু দেন দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের প্রধান লুইস রুবিয়ালেস। সেই চুমু-কাণ্ড নিয়ে স্পেন, তথা বিশ্ব ফুটবল অঙ্গনেই সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। সেই ঝড়ের মুখে রুবিয়ালেস বলেছিলেন, হেরমোসোকে দেওয়া তাঁর চুমু ছিল পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এবং বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। হেরমোসো অবশ্য বলেছেন, চুমুর বিষয়টি সমঝোতার ভিত্তিতে ছিল না। এর জেরে ফিফা রুবিয়ালেসকে সাময়িক নিষিদ্ধ করে। পরে হেরমোসো মামলা করেন এবং রুবিয়ালেস পদত্যাগ করেন। বিষয়টির জন্য আদালতেও যেতে হয় রুবিয়ালেসকে। শুক্রবার বিবৃতি দেওয়া ৩৯ জনের মধ্য থেকে মোনসে তোমে যে খেলোয়াড়দের ডেকেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন দুবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী আলেক্সিয়া পুতেয়াসও। তবে হেরমোসোকে দলে রাখেননি স্পেনের মহিলা দলের নতুন কোচ। এদিকে ডাক পাওয়া খেলোয়াড়েরা বলেছেন, দলে ডাকার পরও তাঁরা যদি না খেলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ফেডারেশন কোনও আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে কি না, সেটা খতিয়ে দেখছেন। স্পেনের সংবাদমাধ্যমের খবর, ডাক পাওয়া খেলোয়াড়েরা স্পেনের হয়ে না খেললে তাঁদের লাইসেন্স বাতিল করা হতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501